বঙ্গজ-কায়স্থ-তত্ত্ব।

(ফতেয়াবাদ সমাজ)

প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণ ও

বল্লাল কৃত কুলবিধি সহ

বংশাবলী।

শ্রীজানকীনাথ মিত্র উকিল

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৩০/৫ মদনমিত্রের লেন, নব্যভারত-প্রেসে,

শ্রীভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮

মূল্য ।।০ আনা মাত্র।

ভূমিকা।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাজ মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন কৃত কুলবিধি, প্রায় সহস্র বর্ষাবধি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমধিক প্রচারে উহা কথঞ্চিৎ শিথিল ভাবাপন্ন হইলেও, সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতেছে না। অপিচ সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই কোন না কোনরূপে, বংশ মর্য্যাদা সংরক্ষিত থাকা দৃষ্ট হয়। সুতরাং বঙ্গজের বংশমর্য্যাদা কখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে মনে করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে আলোচনার অভাবে, উহা একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ কায়স্থ উভয় শ্রেণীতেই তুল্যভাব—কেহই আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। স্বকীয় বংশ পরিচয়, অনেকেই দিতে পারেন না। এমন কি, এখন তিন পুরুষের নাম বলিতে অনেকেই আড়ষ্ট হইয়া পড়েন। পাশ্চাত্য শিক্ষা উহার একতম কারণ হইলেও, অন্য একটি বিশেষ কারণ থাকা দৃষ্ট হয়।

মহারাজ বল্লালসেন, বঙ্গজ কায়স্থগণের কুলবিধি করিয়া, তাঁহাদের ধারাবাহিক পুরুষের নামাবলী এবং বংশ বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিবার ভার, কয়েকজন ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণগণ তদবধি সমাজে "কুলাচার্য্য," "কুলজ্ঞ," "সন্নামৎ," প্রভৃতি আখ্যায় পরিচিত। কায়স্থগণের এই কুলাচার্য্যের সংখ্যা মূলে অতি অল্প ছিল এবং তাঁহারা সকলেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে বাস করিতেন। এদিকে কুলীনগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায়, অনেকে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে উঠিয়া আপন আপন সুবিধা মত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করেন; তদনুসারে সেই সেই স্থানে এক একটি সমাজ গঠিত হইয়াছে। ফতেয়াবাদ সেই গঠিত সমাজের একটি সমাজ। সুতরাং অল্প সংখ্যক কুলাচার্য্য দ্বারা বিস্তৃত কায়স্থ সমাজের সমস্ত কুলীনের বংশাবলী লিপিবদ্ধ হওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। আবার এই লিপিকার্য্যের সহিত আর্থিক সম্বন্ধ থাকায়, কুলাচার্য্যগণ অনেক কুলীন ও কুলজের উর্দ্ধতন ১৭।১৮।১৯ পুরুষের নাম মাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; বিশেষতঃ ফতেয়াবাদ সমাজের প্রায় সমস্ত কুলীন ও কুলজের বংশাবলী সম্বন্ধে ঐরূপ ঘটাইয়া তাঁহাদিগকে পর্য্যায়হীনত্ব দোষে দূষিত করিয়াছেন। অপরদিকে কুলীন ও

কুলজগণ বংশাবলী রাখা কেবল কুলাচার্য্যগণেরই কার্য্য, মনে করিয়া নিজেরা আপন আপন পূর্ব্ব পুরুষের নাম লিখিয়া রাখা সঙ্গত বা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাহারই ফলে আজ ফতেয়াবাদের কুলীন ও কুলজগণ পর্য্যায়হীন ও সন্তানধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ নিকৃষ্ট ভাবাপন্ন হইতেছেন এবং প্রকৃত মধ্যল্যি ও মহাপাত্রগণ অচলামিশ্রণদূষিত হইয়াছেন। এখন ধনহীন প্রকৃত সদ্বংশ নিকৃষ্টভাবে পতিত হইবার এবং অর্থ বলে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টে উঠিবার পথ ক্রমশঃ প্রশস্ত হইতেছে। ন্যায়বিচারে ক্ষুদ্রের শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্তি অসঙ্গত না হইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠের অপকর্ষ, প্রকৃত বস্তুতে নকলের ভাব আসা, যে দুঃখের বিষয়, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

সমাজের এই সকল অবস্থা দৃষ্টে, ফতেয়াবাদের কায়স্থগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ বংশগুলির, বংশ মর্য্যাদা ভবিষ্যতে কথঞ্চিৎ সুরক্ষিত রাখিবার নিমিত্ত, তাঁহাদের বংশাবলী সহ বল্লালী বিধি সকল, যাহা একমাত্র কুলাচার্য্যগণের কারিকাগত হইয়া রহিয়াছে, তত্তাবৎ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। যদিও কোন মহাশক্তির সংযোগ ব্যতীত আমার ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া অসম্ভব ইহা জানিতাম, তথাপি সমাজের এই হিতকর কার্য্যে সাধারণের সহানুভূতি পাইব বলিয়া আমার একটি বিশেষ আশা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফতেয়াবাদের শীর্ষস্থানীয় কায়স্থগণ মধ্যে অনেকেই আত্মবংশাবলী পর্য্যন্ত প্রদান করেন নাই। অপারগ পক্ষে ৩।৪ পুরুষের নাম সহ কোন্ স্থানের কোন বংশ ইহা লিখিয়াও এই পুস্তকের সহায়তা করিতে পারিতেন। এই পুস্তকে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র গণের যে মূল বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ৪।৫ পুরুষের নাম বলিতে পারিলে, অনেকেই পর্য্যায়যুক্ত নিজ নিজ বংশাবলী মুদ্রিত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন; আমিও অন্যান্য সমাজের নিকট ফতেয়াবাদকে গৌরবান্বিত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিতাম। এই সহজ কথাটী ফতেয়াবাদের কুলীন বংশধরগণকে চেষ্টা করিয়াও বুঝাইতে পারি নাই, ইহাও আমার অন্যতম আক্ষেপের বিষয়। যাহা হউক, বল্লালকৃত বিবিধ কুলবিধি এবং চন্দ্রদ্বীপাধিপতিকৃত কুলজ ও বাঙ্গাল প্রভৃতি ভাব এবং সমীকরণ (যাহা কেবল কুলাচার্য্যগণের হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে একরূপ গুপ্তভাবে ছিল) সাধারণের অবগতির জন্য এই পুস্তকে যথাস্থানে প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত কারণে ফতেয়াবাদের প্রধান প্রধান কতকগুলি বংশের পূর্ণবংশাবলী এই পুস্তকে লিখিত হইতে পারে নাই। ইহাতে আশা করা যাইতে পারে, সমাজের কোন শক্তিশালী সহৃদয় ব্যক্তি দ্বারা অচিরে পূর্ণ বংশাবলী সহ পুস্তকান্তর প্রকাশিত হইবে। তখন আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক সেতুবন্ধে কাষ্ঠবৈড়ালিক সাহায্যের ন্যায় কিছু সাহায্য করিতে পারিলেও শ্রম সার্থক মনে করিব।

বাকলাসমাজস্থ দেহেরগতিনিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রাজকুমার সন্নামৎ মহাশয়কে যদিও বিশেষ প্রণামী দিয়া বংশাবলী সংগ্রহ কার্য্যের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাপি তাঁহার নিকট আমি সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইহা ভিন্ন বাবু চন্দ্রকান্ত মৌলিক প্রণীত "কায়স্থ বংশাবলী" বাবু সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, বি,এল, প্রণীত "বঙ্গীয় সমাজ", স্বর্গীয় মহিমা চন্দ্র মজুমদার কৃত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ", স্বর্গীয় শশিভূষণ নন্দী কৃত "কায়স্থ পুরাণ" ও তৎপ্রকাশিত "মিশ্রকারিকা" ও রঘুনন্দন কৃত "উদ্বাহতত্ত্ব" এবং "প্রবরমালা", "কুলদীপিকা" প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্যে এই পুস্তক লিখিত হইল।

এই পুস্তক প্রণয়ন কার্য্যে কুড়িগ্রাম এলাকাস্থ নাজিরাতাড়ি নিবাসী বাবু মদনমোহন চৌধুরী মহাশয় আমার যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি সহৃদয় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এবং ফরিদপুর জেলাস্থ পাচ্চর গ্রাম নিবাসী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গুরুনাথ বিদ্যা-রত্ন মহাশয় দ্বারা এই পুস্তকের স্থান বিশেষে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার হইবার অভিলাষে এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইতেছে না। বিগত দুই বৎসর কাল বিশেষ যত্ন ও অনুসন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আবশ্যকীয় বিষয় মাত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাই পুস্তকা-কারে প্রকাশ করা হইল। এখন এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দ্বারা আমাদের নিদ্রিত সমাজের কোন হিতসাধন হইবে কিনা, তাহা পাঠকগণেরই বিবেচ্য। ইতি—

কুড়িগ্রাম
সন ১৩০৮.
শ্রাবণ।

শ্রীজানকীনাথ মিত্র,
সাং গোবিন্দপুর,
জেলা ফরিদপুর।

দশম অধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

সূচী পত্র।

বঙ্গজ-কায়স্থ-তত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

কায়স্থজাতি।

বঙ্গে কায়স্থ বলিয়া যাঁহারা পরিচিত, তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে সমালোচনা করিলে, অতি প্রাচীন সংহিতা ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি, ইহাই নির্ণীত হইবে।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণগণ মধ্যে যেমন যোগী ঋষি, এবং গৃহস্থ কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ ছিল, তদ্রূপ ক্ষত্রিয় মধ্যেও প্রধানতঃ দুইটি সম্প্রদায় থাকা দৃষ্ট হয়। যাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্য্যে বিরত থাকিয়া কেবল লেখাপড়া শিক্ষা করতঃ রাজসেবা (চাকুরি) দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, ক্ষত্রিয়ের সেই সম্প্রদায় কায়স্থ সংজ্ঞায় পরিচিত ছিলেন। কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি; বর্ত্তমান সময়ে ইহার বহুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ নানাবিধ পুস্তকে সংগৃহীত ও প্রকাশিত থাকিলেও স্থূলভাবের কয়েকটি প্রমাণ এই স্থলে লিখিত হইতেছে।

ভবিষ্য পুরাণে পুলস্ত্যমুনির নিকটে ভীষ্মের প্রশ্ন যথা,—

> চতুর্ণামপি বর্ণানা মাশ্রমানাং তথৈবচ।
> সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া॥
> কায়স্থোৎপত্তয়ো লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
> ভূয় এব মহাপ্রাজ্ঞ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
> বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ পিতৃযজ্ঞ পরায়ণাঃ।
> সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কার-বোধকাঃ॥"

পোষ্টারো নিজবর্ণাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে ॥

ভাবার্থ,—

ভীষ্ম বলিতেছেন, "হে মহর্ষে, আপনার নিকট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চারিবর্ণের এবং সমস্ত সঙ্কর জাতির উৎপত্তি, ধর্ম্ম, ব্যবসায় ইত্যাদি সবিস্তার শুনিলাম; কিন্তু কায়স্থ সংজ্ঞায় প্রকাশিত যে একটি সম্প্রদায় আছে, যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত, দানশীল, পিতৃবজ্ঞপরায়ণ, বুদ্ধিমান্, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী, স্বজাতি পোষক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে পোষণ করিতেছে, সেই কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণ এবং তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন।"

তদুত্তরে ত্রিকালজ্ঞ পুলস্ত্যমুনি বলিতেছেন,—

"যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্প্যতে ॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো ॥
মুখতোহস্য দ্বিজা জাতা বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়া স্তথা।
উরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যা পদ্ভ্যাং শূদ্রাঃ সমুদ্ভবাঃ ॥
দ্বি-চতুঃ ষট্‌পদাদীংশ্চ প্লবঙ্গম সরীসৃপান্।
এককালে হ সৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্য গ্রহাং স্তথা ॥
এবং বহুবিধানেন বিশ্ব মুৎপাদ্য ভারত।
উবাচ তৎসুতং জ্যেষ্ঠং কশ্যপং চাতিতেজসম্ ॥
প্রতিযত্নেন ভো পুত্র! জগৎপালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ঋষিসম্ভব হেতুকম্ ॥
ততস্তু,ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তন্নিবোধ মে।
দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
সমাধিস্থোহভবৎ প্রাণান্ সংযম্য শান্তমানসঃ ॥

ততঃ সমাহিত মতে র্যদ্ভূতং তদ্‌বদামি তে ॥
তচ্ছরীরা মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ।
লেখনী চ্ছেদনী হস্তো মসীভাজন সংযুতঃ।
মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ ॥
চিত্রগুপ্তেতিনাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যতি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজ পুরে সদা।
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাং ॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র! ভুবি ভারসমন্বিতঃ ॥

ভাবার্থ,—

লোকপিতামহ ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চন্দ্র-সূর্য্য এবং দ্বিপদ, চতুষ্পদ ষট্‌পদ বিশিষ্ট বহুবিধ প্রাণী সৃজন করতঃ জ্যেষ্ঠ-পুত্র কশ্যপকে জগৎ পালনের ভার অর্পণ করেন। তৎপর জগৎ সুনিয়মে পরিচালিত হইবার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম স্থির রাখিবার উপায় বিধান জন্য পুনঃ সমাধিস্থ হন। তদনুসারে ব্রহ্মার ইচ্ছায় তাঁহার কায় হইতে দ্বিতীয় পুত্র মস্যাধার ও লেখনী-ছেদনী হস্তে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম চিত্রগুপ্ত। তখন ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মকায় হইতে জন্ম হেতু চিত্রগুপ্ত কায়স্থ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম যথাবিধি পালন করিতে আদিষ্ট হন। তৎপর বর প্রদান করেন যে, "হে পুত্র! তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মরাজপুরে থাকিয়া জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে ফল প্রদান করিবে এবং এই জগতে সন্তান উৎপাদন কর

উক্ত ভবিষ্য পুরাণে আরও লিখিত আছে, যথা,—

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি তে।
শ্রীমদ্রা নাগরা গৌরাঃ শ্রীবৎসা শ্চৈব মাথুরে ॥

ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, চিত্রগুপ্ত মহীতলে পুত্র স্থাপনা করেন,

এবং তাঁহার বংশধরগণ শ্রীমদ্র, গৌর, মথুরা, প্রভৃতি দেশে বসতি করিয়াছিলেন।

আবার স্কন্দ পুরাণে রেণুকা মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে, অর্থাৎ পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয় ধ্বংস করেন, তখন ক্ষত্রিয়-রাজা চন্দ্র সেনের পত্নী গর্ভবতী অবস্থায় দাল্‌ভ্যমুনির আশ্রমে আশ্রয় লন। পরশুরাম তাহা জানিতে পারিয়া দাল্‌ভ্য মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—

তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তন্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।

ভাবার্থ,—

"হে মহামুনে, চন্দ্র সেন রাজার পত্নী গর্ভসহ তোমার আশ্রমে আসিয়াছেন, অতএব আমাকে ঐ গর্ভ নাশ করিতে দেও।"

তদুত্তরে দাল্‌ভ্যমুনি বলিলেন,—

স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তন্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামোঽব্রবীদ্ দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকর শ্চাহং তত্ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যন্তি শিশোঃস্মৃতাঃ।
এবং রামো মহাবাহুর্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমং।
রামাজ্ঞয়া সদাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্‌বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো হস্মৈ দত্ত শ্চিত্রগুপ্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥

ভাবার্থ,—

হে মহাবাহো, (পরশুরাম) এই গর্ভস্থ বালকটি আমাকে দিতে হইবে। পুনঃ পরশুরাম বলিলেন, "আমিও ঐ গর্ভনাশের জন্যই আসিয়াছি। তাহাতে দাল্‌ভ্য বলিলেন। "এই বালককে বিনাশ না করিলেও হইতে পারে; কারণ, আমি এইরূপ বিধান করিতেছি যে, ঐ গর্ভে যে সন্তান হইবে সে "কায়স্থ" আখ্যা প্রাপ্ত হইবে। এবং ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ হইতে

ঐ বালক বিরত থাকিয়া চিত্রগুপ্তকৃত কায়স্থ ধর্ম্ম অর্থাৎ লেখা পড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।"

ইহা দ্বারা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইতেছে যে,—ক্ষত্রিয় জাতি মধ্যে দুইটি সম্প্রদায় ছিল। তন্মধ্যে যাহারা চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম অর্থাৎ লেখা পড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলা হইত। অপিচ, শূদ্র জাতির কর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি জাতিত্রয়ের পরিচর্য্যা। তাহা সর্ব্বশাস্ত্রেই কথিত আছে; কিন্তু কায়স্থের কর্ম্ম সম্বন্ধে সংহিতাকার ঋষিগণ কি বলিয়াছেন, তাহাও এ স্থলে দেখিবাব বিষয় বটে।

১। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন ;—

চাটতস্কর দুর্ব্বৃত্ত মহা সাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থস্তু বিশেষতঃ॥
কায়স্থা লেখকা গণ্যা স্ত এব রাজবল্লভাঃ।

২। পরাশর বলেন ;—

দণ্ডধৃতো নরান্ কুর্য্যাদ্ধর্ম্মজ্ঞানর্থসাধকান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যহিতৈষিণঃ॥

ভাবার্থ,—

১। কায়স্থগণ দ্বারা প্রতারক, তস্কর ও দুঃসাহসিক প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত প্রজাগণ রক্ষিত হইয়া থাকে। এবং কায়স্থগণ রাজার প্রিয় কর্ম্মচারী।

২। রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ও সুদক্ষ কায়স্থগণকে অধার্ম্মিক নরগণের শাসক এবং সাধারণের হিতকর দলিল (লেখ্য) লেখক করিবেন।

৩। বিষ্ণু সংহিতায় উক্ত আছে,—

রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং
তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্॥

ভাবার্থ,—

যে লেখ্য (দলিল) রাজার নিয়োজিত কায়স্থ দ্বারা লিখিত হইয়া, ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজ কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরযুক্ত হয়, তাহাকে "রাজসাক্ষিক" অর্থাৎ "সরকারী দলিল" বলে। বর্ত্তমান সময়ে তাহাকে "পব্লিক ডকুমেণ্ট্" (Public document) বলা হইয়া থাকে।"

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রণিধান করিলে, কায়স্থ কখনও শূদ্রজাতি নহে, ক্ষত্রিয় জাতি, ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। তবে শাস্ত্রাদিতে অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন এবং অনুসন্ধান ও আলোচনার অভাবে বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কায়স্থকে "শূদ্র জাতি" বলিয়া যে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বা তর্ক করিয়া থাকেন, তাহা কেবল বিদ্বেষভাবপ্রণোদিত। বস্তুতঃ আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত প্রভৃতি কায়স্থ-গণকে নিকৃষ্ট শূদ্রজাতীয় বলিয়া পরিচিত করিতে পারেন না। তাহা আদিশূরের যজ্ঞে আগমন অবস্থা এবং পঞ্চ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পঞ্চ কায়স্থের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তদ্বিবরণ এই পুস্তকের যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কায়স্থ বংশ।

পৌরাণিক শাস্ত্র প্রমাণ অনুসারে ব্রহ্মার কায় হইতে চিত্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র বিচিত্র এবং তৎপুত্র চিত্ররথ। ইনি চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা ছিলেন এবং গৌতম ঋষির দ্বারা ইহাঁর সংস্কার হইয়াছিল।

বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো ভূমিমণ্ডলে॥
চৈত্ররথঃ সুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সপ্তমঃ॥
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞ শ্চিত্রকূটাচলাধিপঃ।

"আপস্তম্ব শাখা॥

উক্ত চিত্ররথের পুত্র চিত্রভানু, তস্য পুত্র চিত্রশিখণ্ডী, তস্য পুত্র ক্রতুদেব, ইহাঁরই সন্তান ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত।

মতান্তরে, চিত্রগুপ্তের পুত্র জাতিমন্ত জাতিমন্তের পুত্র প্রদীপ; প্রদীপের পুত্র চিত্র, বিচিত্র এবং সেনী, এই সেনীবংশের চিত্ররথ চিত্রকূট পর্ব্বতের রাজা ছিলেন। তৎপুত্র চিত্রভানু, তৎপুত্র চিত্রশিখণ্ডী। তৎপুত্র লোম,

তৎপুত্র বেণ, তৎপুত্র ভদ্রবাহু, তৎপুত্র বিশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বপাল, তৎপুত্র বিশ্ব-চেতাঃ, তৎপুত্র বলী, তৎপুত্র রুদ্র, তৎপুত্র পালসেন, তৎপুত্র মিথুন, তৎপুত্র ভদ্র, তৎপুত্র ভদ্রসেন, তৎপুত্র ভদ্রবাহু, তৎপুত্র অতিবাহু, তৎসুত ক্রতু, এই ক্রতুর বংশে সোমদেব এবং সোমদেবের সন্তান ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত।

উক্ত পৌরাণিক মত ভিন্ন বঙ্গজ কায়স্থের কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে অন্যরূপ লিখিত হইয়াছে। ইহা অগ্নিপুরাণোক্ত জাতিমালা অনুসারে ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য দ্বারা লিখিত। মহারাজ বল্লাল সেনের সময় হইতে কায়স্থের বংশাবলী ব্রাহ্মণগণের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা ঘটক কুলাচার্য্য এবং সম্বামৎ প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থের লিখিত অনুসারে কায়স্থের পুত্র চিত্রগুপ্ত চিত্রসেন ও বিচিত্র। চিত্রগুপ্ত স্বর্গে, বিচিত্র পাতালে, চিত্রসেন পৃথিবীতে রহিলেন। এই চিত্রসেনের পুত্র বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ এবং মৃত্যুঞ্জয় (১)।

করণের পুত্র, নাগ নাথ দাস। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র দেব, সেন, পালিত, সিংহ। এবং এই মৃত্যুঞ্জয়ের বংশে নিত্যানন্দ (২) নামক এক রাজা ছিলেন। তাঁহার বহু বিবাহ ও বহু পুত্র ; যথা,—

কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, আর, ধরণী, হোড়, বাণ, আইচ, সোম, পৈ, শূর, শণ, ভঞ্জ, বিন্দু, গুঽ, বল, লোদ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, রক্ষিত, চন্দ্র, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, ক্ষিল, পৌল, চাগ্রি হেস, বন্ধু, সাগ্রি, সুমন, গণ্ডক, রাহা, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, মান, থাম, অপ, ঘার, ক্ষেম, বৈ, তোষ, বেদ, এন্দ, অর্ণব, অবশক্তি, ভুত, ব্রহ্ম, সঙ্গ, ক্ষোম, বর্দ্ধন, হেম, রঙ্গ, ভূগ্রি, কার্ত্তি, যশঃ, কুণ্ডু, শীল, ধনু, গুণ, দাঁড়ি,

(১) বসু ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তৈতে চিত্রসেন সুতা ভুবি॥
করণস্য সুতা জাতা নাগো নাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয় তনুভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহ শ্চৈব তথা খ্যাতা শ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ॥

(২) মৃত্যুঞ্জয়বংশভূতো নিত্যানন্দো নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশ সংজাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

নিত্যানন্দের পুত্র সংখ্যা সংস্কৃত বচনে যদিও ৮৭ লিখিত আছে, কিন্তু গণনায় ৮৬ প্রাপ্ত হওয়া যায়. তাহাই লিখিত হইল।

মনো, রিতি, চাকী, নন্দন, শ্যাম, আঢ্য, পুঞ্জি, তেজ, নাদ, রই, হোম, হাথি, ঢোল, দূত।

পৌরাণিক এবং কুলাচার্য্যের গ্রন্থে কায়স্থের উল্লিখিত বংশাবলী মধ্যে কোন কোন স্থলে অনৈক্য থাকিলেও, সকল মতেই চিত্রগুপ্তকে কায়স্থের আদি স্বীকার করা হইয়াছে।

উল্লিখিত করণ (১) ও মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধরগণ মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক, যাঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ ও যাঁহারা অচলা বলিয়া স্থির হইয়াছে, তাহা অতঃপর যথাস্থানে লিখিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ কায়স্থ।

বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অধীন পরগণা বিক্রমপুর মধ্যে রামপাল গ্রামে মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল, তৎকালে এই বঙ্গদেশে বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তজ্জন্য মহারাজ পুত্রেষ্টিযাগ করণোপলক্ষে ৯৯৯ শকে (২) অর্থাৎ ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কাঁনাকুব্জ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ তাঁহাদের সঙ্গে যে ৫ জন শিষ্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গজ এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত এই পঞ্চ কায়-

---

(১) মিশ্রকারিকায় কায়স্থের ঔরসে, পতিত ক্ষত্রিয়ার গর্ভে করণের উৎপত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে; যথা,—

"ব্রাত্যাযাং কায়স্থা জ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

(২) মিশ্রকারিকায় লিখিত যথা,—

আদিশূরো নব নবত্যধিক নবশতী শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানানয়ামাস।

মতান্তরে লঘুভারতে,—

বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

ইহা দ্বারা ৯৫৪ শাকে অর্থাৎ ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণগণ আইসা জানা যায়। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লেখক ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় প্রভৃতি উক্ত মিশ্রকারিকার মতানুসরণ করিয়াছে, জন্য আমিও সেই মত অবলম্বন করিলাম।

স্থের আদি পুরুষ। একণে সেই পঞ্চ কায়স্থের আগমন বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

"বঙ্গেশ্বরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশ ॥

মড়ভাট্যা।

এস্থলে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ এই দশজনকে দ্বিজ (১) বলা হইয়াছে। তাঁহারা যে ভাবে আসিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইতেছে,—

গজাশ্ব নরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
গোযানা রোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশ সমন্বিতাঃ ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্রকারিকা ॥

মতান্তরে,—

গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকা স্ত্রয়ঃ।
গজে দত্তঃ কুলশ্রেষ্ঠো নরযানে গুহঃ সুধীঃ ॥

দেবীবর।

ব্রাহ্মণগ. . . . . . . , ঘোষ বসু মিত্র অশ্বে, দত্ত গজে এবং গুহ নরযানে (২) অর্থাৎ শিবিকা (পাল্কীতে) কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের নাম গোত্র সহ পরিচয়।

ব্রাহ্মণ—

শাণ্ডিল্য গোত্রে—কবি ভট্টনারায়ণ।
কাশ্যপ গোত্রে—দক্ষ।
বাৎস্য গোত্রে—ছান্দড়।

---

(১) শূদ্র কখনও দ্বিজ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারেনা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন জাতি দ্বিজ বটে।

(২) এই যান বাহনের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, উক্ত পঞ্চ কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতি কি নিকৃষ্ট শূদ্র জাতি এবং শিষ্য কি ভৃত্য। মিশ্রকারিকা অতি প্রাচীন এবং আদি—কারিকা। ঘটক দেবীবর (যিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের মেল সৃষ্টি করেন) তিনিও একজন সুপ্রসিদ্ধ।

ভরদ্বাজ গোত্রে—শ্রীহর্ষ।

সাবর্ণগোত্রে—বেদগর্ভ। (১)

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঞ্চ কোটী (২) কাম কোটী, হরিকোটী, কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম এই পঞ্চগ্রামে যথাক্রমে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

১। সৌকালীন গোত্রে—মকরন্দ ঘোষ।

ইনি উল্লিখিত ভট্টনারায়ণের শিষ্য, এবং সূর্য্যধ্বজ বংশ সম্ভূত, ইনি শাক্ত; তান্ত্রিক মতে কালিকা মন্ত্রে দীক্ষিত।

২। গৌতম গোত্রে—দশরথ বসু।

ইনি উল্লিখিত দক্ষের শিষ্য। এবং চন্দ্রবংশীয় চেদি-রাজার বংশোদ্ভব। মহা তান্ত্রিক ও বীরগর্ব্বে অভিমানী ছিলেন।

৩। কাশ্যপ গোত্রে—বিরাট গুহ।

ইনি উল্লিখিত শ্রীহর্ষের শিষ্য, এবং অগ্নি কুলোদ্ভব; ইনি শাক্ত, তাপস ও কালিকাভক্ত ছিলেন।

৪। বিশ্বামিত্র গোত্রে—কালিদাস মিত্র।

ইনি উল্লিখিত ছান্দড়ের শিষ্য; এবং চন্দ্রবংশ সম্ভূত। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত মহা বৈষ্ণব ও মহা যশস্বী ছিলেন।

৫। মৌদ্গল্য গোত্রে—পুরুষোত্তম দত্ত।

ইনি বেদগর্ভের শিষ্য; এবং সৈকসেন বংশোদ্ভব। ইনি শৈব ও বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, ইঁহার কুলদেবতা পিনাকপাণি।

ব্রাহ্মণ পঞ্চকের রক্ষার্থে উক্ত পাঁচ জন কায়স্থ বীর বঙ্গে আসিয়াছিলেন।

---

(১)—শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টো নারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য; শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রেচ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদ গর্ভোঽপি সাবর্ণে যথা বেদ প্রসিদ্ধকঃ।

(২) পঞ্চকোটীঃ কাম কোটী হরিকোটি স্তথৈবচ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রাম স্তেষাং স্থানানি পঞ্চচ।
মিশ্র কারিকা।

মহারাজ আদিশূরের সভায় পঞ্চ কায়স্থের পরিচয় উপলক্ষে প্রাচীন মিশ্র কারিকায় লিখিত আছে,—

১। "সুকৃতালি কৃতাম্বর এষ কৃতী,
ক্ষিতিদেব পদাম্বুজ চারু রতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি
দ্বিজ বন্দ্যকুলোদ্ভব ভট্ট গতিঃ॥
স চ ঘোষ কুলাম্বুজ ভানু রয়ং
প্রথিতেন্দু যশঃ সুরলোক বশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুখী,
শরদিন্দু পয়োঽম্বুধি কুন্দ যশাঃ॥
স সৌকালীন গোত্রজঃ শৈব এব,
তদ্‌গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্য,
সূর্য্যধ্বজধরঃ ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ॥

২। বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তিনো, বসুতুল্যা বসুবংশ সম্ভবাঃ।
বসুধা বিদিতা গুণার্ণবৈঃ-নিয়তং তে জয়িনো ভবন্তুনঃ॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে, দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথম কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী, বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে।
সচ্চৈদ্য কুলাম্বুজ সোমসমঃ গৌতম গোত্রতঃ শ্রীদক্ষশিষ্যো মহাত্মা।
সুধীরো ধার্ম্মিকোঽতি নির্ম্মলাশ্চ।
মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী॥

৩। অয়মগ্নি কুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্‌.
কুলাম্বুজ মধুব্রতো বিবিধ-পুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ॥

বিরাট পুরুষঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসঃ মহাবাহুঃ কাশ্যপ গোত্র সম্ভবঃ।
স শ্রীহর্ষ শিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ।
সদা দ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ।

৪। যশস্বিনাং যশোধরঃ সদাহি সর্ব্ব সাদরঃ।
প্রমত্ত সত্ত্ব মত্তহঃ শরৎশুধাংশুবদ্ যশঃ॥
প্রতাপতাপনোত্তপ দ্দ্বিষালি যোষিদালিকো,
বিভাতি মিত্র বংশ সিন্ধুঃ কালিদাস চন্দ্রকঃ।
স চ বৈষ্ণব প্রধানো রথিনাং বরোহয়ং
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্র গোত্রঃ॥
শাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরশ্চ প্রাজ্ঞঃ
আদ্যা প্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য॥

৫। অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তস্য কুলোদ্ভবঃ
সুদত্ত বংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যা বিশারদঃ।
মহাকৃতিঃ মহামানীচ কুলভৃদগ্রগণ্যকঃ,
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ॥
স চ শৈব সেনাধরো শৈববরঃ
রথিনাঞ্চ রথী স মৌদ্গল্য গোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী,
পিণাকপাণি কুলদেবতা চ॥

কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আদিশূরের যজ্ঞ সমাপনান্তে উল্লিখিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ পুনঃ কানাকুব্জে যান; কিন্তু স্বদেশ-বাসিগণ তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান না করায়, তাঁহারা পুনরায় সস্ত্রীক বঙ্গে আইসেন। এবং তৎকালে দেবদত্ত নাগ, ও চন্দ্রভানু নাথ, এই দুই জনকেও সস্ত্রীক সঙ্গে আনিয়াছিলেন। অপর, "গৌড় কায়স্থ বংশাবলী" পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, "ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ এই

৭ জন বঙ্গে আসিবার পর, চন্দ্রচূড় দাস, জয়ধর সেন, ভূমিঞ্জয় কর, ভূধর দাম, জয়পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় রাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ঠ কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত হরিবাহু অঙ্কুর, লোমপাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য, মহীধর নন্দন, কান্যকুব্জ হইতে আসিয়াছিলেন। এবং নাগ ও নাথ সহ এই ২২ জনকেও মহারাজ আদিশূর ২২ খানি গ্রাম দান করেন।

বঙ্গদেশে প্রথমতঃ ৫ জন, তৎপর নাগ, নাথ সহ যে ৭ জন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে অট্টকোণা, বট, দ্রোণ, বর্দ্ধমান, মধু, কর্ণ, কক্ষ ও রাণয়া (১) নামক ৮ আট খানা গ্রাম দান করেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

আদিশূরের বংশাবলী ও জাতি নির্ণয়।

মহারাজ আদিশূর ও তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র বল্লাল সেনের জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থে নানা মত থাকা দৃষ্ট হয়। কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ অম্বষ্ঠ, কেহ বৈদ্যজাতি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কেহ বল্লাল সেনকে ব্রহ্ম পুত্র নদের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু কোন মতই নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় না।

মহারাজ বল্লাল সেন যে সেনবংশ সম্ভূত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এক্ষণে সেই সেনবংশ কোন জাতীয় তাহা নির্ব্বাচন করিতে হইলে, মহারাজ বল্লাল সেন কৃত দানসাগর গ্রন্থের আরম্ভ বাক্যে বল্লালের নিজের উক্তিই বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সেই "আরম্ভ বাক্য" যথা,—

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যো শ্রুতি নিয়ম গুরুক্ষত্র চারিত্র চর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্র শৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।

---

(১) অট্ট কোণা বট দ্রোণো বর্দ্ধমানো মধু স্তথা।
কর্ণ কক্ষৌ চ রাণায়া কায়স্থানাং স্থানাষ্টকঃ।
গৌড় কায়স্থ বংশাবলী।

সদ্বৃত্তস্বচ্ছ বর্ত্মোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তান ধারা,
বন্দ্যো মুক্তামর শ্রেণিরগমদবনের্ভূষণঃ সেন বংশ।

ভাবার্থ,—

বেদ ও শ্রুতিবিহিত শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আচরিত হয় যে সেন-বংশে, সেই বংশরূপ উন্নত পর্ব্বত ধারণ করতঃ পৃথিবী গৌরবান্বিত হইয়াছেন। এবং কলি-ভয়ে চকিত সদাচার, সম্পূর্ণরূপে এই বংশে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বংশের সন্তান ধারায় অচ্ছিন্নগুণযুক্ত অমর পুরুষগণ যেন স্বচ্ছ উজ্জ্বল মুক্তামালার ন্যায় ঐ বংশ পর্ব্বতের ভূষণ স্বরূপ বেষ্টিত হইয়া গিরিপথের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে।

ইহা দ্বারা সেন বংশে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আচরিত থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; সুতরাং ঐ সেনবংশ বৈদ্যবংশ নহে, তাহা একরূপ স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে ক্ষত্রিয় অথবা কায়স্থসংজ্ঞাপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি হইতে পারেন। পক্ষান্তরে, গোপালভট্ট কৃত "বল্লাল চরিত" নামক একখানা আধুনিক পুস্তকে লিখিত আছে, যথা,—

বৈদ্য বংশাবতংসো হ্যয়ং বল্লালো নৃপপুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং "বল্লাল চরিতং" শুভং॥
গোপালভট্টনাম্না চ তদ্রাজ শিক্ষকেন চ।
অঙ্করাজজমানে বসুভি র্বাণৈরধিক শাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মাস সম্মিতে।

ইহার অর্থ এই যে, ১৩০০ শকে বৈদ্যবংশোদ্ভব রাজা বল্লাল সেনের আদেশে, তাঁহার শিক্ষকে গোপালভট্ট কর্ত্তৃক "বল্লাল চরিত" নামক পুস্তক রচিত হইল।

উক্ত বচনমূলেই বৈদ্য মহোদয়গণ, মহারাজ বল্লালসেনকে বৈদ্য বংশোদ্ভব বলেন, কিন্তু বল্লাল সেনের নিজকৃত প্রাচীন "দান সাগর" নামক গ্রন্থ ১০১৯ শকে রচিত হওয়া লিখিত আছে; যথা,—

নিখিল নৃপতি চক্রতিলক শ্রীমদ্ বল্লাল সেন দেবেন
পূর্ণেনব শশি দশমিতে শকাব্দে "দানসাগরো" রচিতঃ॥

বল্লালকৃত এই "দানসাগর" গ্রন্থ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। অতএব যে বল্লাল সেন ১০১৯ শকে দান সাগর রচনা করিলেন, সেই বল্লাল সেন ১৩০০ শকে তাঁহার শিক্ষক গোপাল ভট্টকে "বল্লাল চরিত" রচনা করিতে আজ্ঞা করা অতীব অসম্ভব। একটি মনুষ্য, ২৮১ বৎসর জীবিত থাকা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী বি, এল, মহাশয় বহু গবেষণার পর, তাঁহার কৃত "বঙ্গীয় সমাজ" নামক পুস্তকে নিরপেক্ষভাবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতি যুক্তিপূর্ণ ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"মহামতি রাজেন্দ্রলালের (১) অভিপ্রায় যে, সেন রাজারা ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু (২) তাঁহাদিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কাশ্মীরের কায়স্থরাজা জয়পীড়ের সহিত জয়ন্ত বা আদিশূরের কন্যার বিবাহ ঘটাইয়াছেন। এই সূত্রে সেনরাজাদিগকে "সেন দেব" উল্লেখে, কায়স্থ সাব্যস্ত করিয়াছেন। এবং বিক্রমপুর যবন হস্তে পতিত হওয়ার পরে, সেন বংশীয় বিক্রমপুরের শেষ রাজা মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব বা মুসলমান ঐতিহাসিকের উল্লিখিত দনৌজামাধব কর্ত্তৃক চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন অবধারিত করিয়া, অবশেষে এই দেববংশীয় শেষ রাজা জয়দেবের দৌহিত্র বঙ্গজকায়স্থশ্রেণীভুক্ত বসুবংশীয় রাজা পরমানন্দ রায়কে চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় প্রথম রাজা স্থির করিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস লেখক ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ও ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্রজ বাবু বলেন, "বাক্‌লা সমাজের সমাজপতি মাধবপাশার বর্ত্তমান মিত্রবংশীয় রাজারা উল্লিখিত বসুবংশের দৌহিত্র বংশ সম্ভূত। কিন্তু ঘটকদিগের পুঁথিতে মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের পূর্ব্বপুরুষ কোন কায়স্থ রাজ বংশের উল্লেখ নাই। তাহা না থাকিলেও যখন "আইন-ই-আকবরী' এবং মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজ প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য সংস্থাপক দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুরের সেনবংশীয় শেষ রাজা, তখন দনুজের পূর্ব্বপুরুষ রাজাধিরাজ বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন না, একথা বলা যায় না।"

অপিচ বল্লালের জাতি নির্ণয় উপলক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা বোধ হয় এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করার ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি; অথচ মহারাজ বল্লাল সেন, বৈদ্যজাতি

(১) ইনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। (২) ইনি "বিশ্বকোষ" প্রণেতা।

সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করিয়া কেবল ব্রাহ্মণকায়স্থের সমাজসংস্কার করিয়াছিলেন, এ ঘটনা দ্বারাও বুঝা যায়, বল্লাল বৈদ্যজাতি ছিলেন না। তিনি বৈদ্য কুলোদ্ভব হইলে, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ন্যায় বৈদ্যকুলের সমাজ গঠন বা সংস্কার অবশ্য করিতেন, এ সম্বন্ধে বৈদ্যমহাশয়গণ যে সকল যুক্তির অবতারণা করেন, তাহা সমীচীন বা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অপিচ কুলাচার্য্য মহাশয়দিগের গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের আদিরাজা দনুজমর্দ্দন দেব মৌলিক কায়স্থ থাকা লিখিত আছে, অথচ তাঁহার পিতার নাম লিখিত হয় নাই। প্রাচীন প্রবাদ অনুসারে দনুজমর্দ্দন বিক্রমপুর হইতেই চন্দ্রদ্বীপে আগমন করা এবং তথায় নূতন রাজধানী স্থাপন করা প্রকাশ পায়, প্রবাদটি এইঃ—বিক্রমপুরে চন্দ্রশেখরচক্রবর্ত্তী নামক জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া থাকেন। তিনি ভগবতী মন্ত্রে দীক্ষিত হন; ঘটনাক্রমে তাঁহার পত্নীর নাম ভগবতী ছিল। হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়া এতকাল স্ত্রীর নাম করিতেছি বলিয়া তাঁহার মনে গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন বিক্রমপুরের দক্ষিণে এবং বাখরগঞ্জের এলাকা সমস্ত সমুদ্রাংশ ছিল। চন্দ্রশেখরের শিষ্য দনুজমর্দ্দন দেব মহাবলবান্ এবং কালিকাউপাসক ছিলেন। ব্রাহ্মণ উক্ত শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া একখানি নৌকারোহণে সমুদ্রের দিকে চলিলেন। পণ হইল, হয় উপাস্যদেবীর দর্শন পাইবেন, নচেৎ সমুদ্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর, দয়াময়ী দেবী জনৈক জেলেনী বেশে দর্শন দেন। তাহাতে চন্দ্রশেখরের মনের গ্লানি দূর হয়; তখন দেবীর আদেশমত দনুজমর্দ্দন অসীম সাহস ও ভক্তি সহ সেই স্থানে ডুব দিয়া তিনটী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এবং দেবীর ইচ্ছায় সেই স্থানে 'চডা' উঠিয়া একটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়, দনুজমর্দ্দন সেই দ্বীপের রাজা হইবেন, আজ্ঞা করতঃ দেবী অন্তর্হিতা হন। দনুজ আপন গুরুর নামানুসারে ঐ দ্বীপের নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখেন এবং অগোণে তথায় রাজধানী নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতে ঐ তিন মূর্ত্তি স্থাপিত করেন (১)। অদ্যাবধি চন্দ্রদ্বীপের বর্ত্তমান মিত্র বংশীয় রাজগণের মাধবপাশাস্থ রাজভবনে সেই তিন মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন।

অপরদিকে, মহারাজ বল্লালসেনের অভাবে তৎপৌত্র বিশ্বরূপের সময় তাঁহার বিক্রমপুরস্থ রাজধানী মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মুসলমান হস্তে

(১) উক্ত প্রবাদ চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসেও বর্ণিত আছে।

পতিত হয়। সেই সময় বিশ্বরূপ যবন ভয়ে গুরুর আশ্রমে লুক্কায়িত ছিলেন, ইহা একটি প্রবাদ হইলেও অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, পূর্ব্বকালে মুসলমানবিপ্লব সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু রাজবংশধরগণ নিঃস্ব অবস্থায় গুরুর আশ্রয় লওয়া সুসঙ্গত মনে করিতেন। এক্ষণে উল্লিখিত প্রবাদদ্বয়ের সামঞ্জস্য করিতে গেলে, ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, দনুজমর্দ্দন উক্ত লুক্কায়িত বিশ্বরূপেরই পুত্র। এবং মহাতান্ত্রিক গুরু চন্দ্রশেখরের আশ্রয়ে পালিত হইতেছিলেন। তৎপর যথা সময়ে পুনঃ ভাগ্য প্রসন্ন হয়, এবং জলবেষ্টিত নূতন ভূমি চন্দ্রদ্বীপে নূতন রাজধানী স্থাপন করা নিরাপদ মনে করিয়া, তথাতেই রাজধানী স্থাপন করেন। ইহাতে সহজেই মনে হয় যেন, রাজার সন্তানই পুনঃ রাজা হইয়াছিলেন, এবং দনুজমর্দ্দন বল্লাল সেনের বংশধর বলিয়াই অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় সমাজের সমাজপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, আদিশূর ও বল্লালসেন কায়স্থআখ্যাপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় জাতি থাকাই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ এই দনুজমর্দ্দনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা জয়দেব সম্বন্ধে ঘটককারিকায় লিখিত আছে, যে,—

তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালঃ সেনবংশসমুদ্ভবঃ ॥

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে, চন্দ্রদ্বীপের রাজা জয়দেবরায় সেনবংশ সম্ভূত ছিলেন, সুতরাং দনুজমর্দ্দন অবশ্য সেনবংশোদ্ভব, তৎপ্রতি আর সন্দেহ করা যাইতে পারে না। তদনুসারে সতীশ বাবু তাঁহার "বঙ্গীয় সমাজে" সেন বংশের যেরূপ তালিকা দিয়াছেন, তাহাই সমীচীন ও সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; তজ্জন্য সেই বংশাবলী এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।
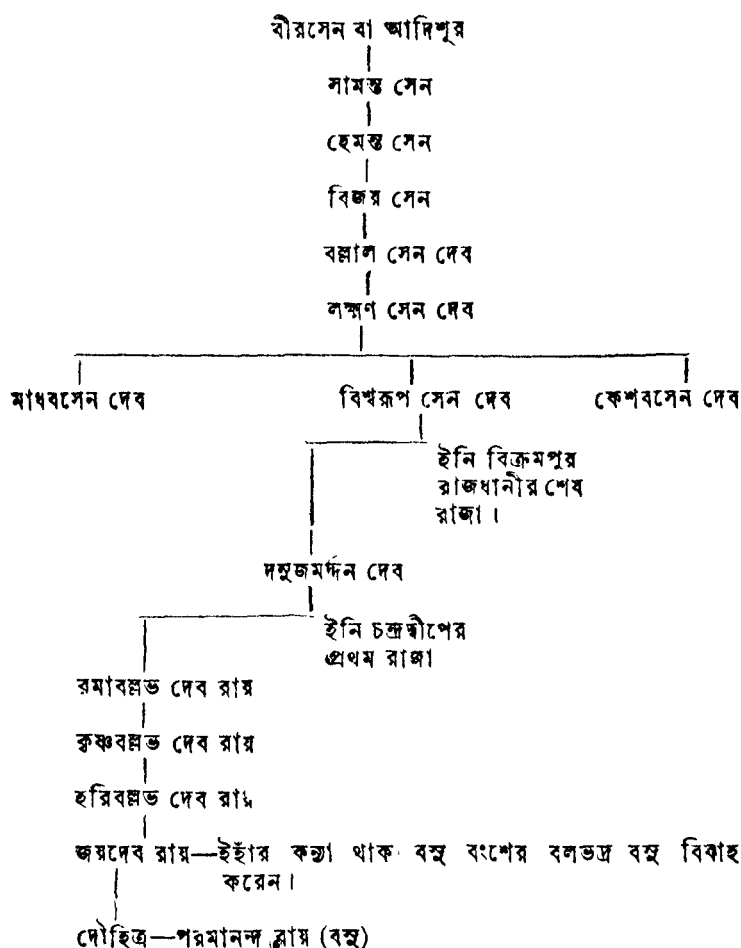
পঞ্চম অধ্যায়।

বল্লালী বিধি।

মহারাজ আদিশূরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র মহারাজ বল্লাল সেন, যখন সমস্ত বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়া ছিলেন, তখন সেই বঙ্গদেশকে ৪ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থের সমাজ সংস্কার করেন। সেই খণ্ড চতুষ্টয়, যথা,—উত্তররাঢ়, দক্ষিণরাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র। এবং তৎকালে যিনি যে খণ্ডে বাস

করিতেন, তিনি সেই খণ্ডের পরিচয়ে পরিচিত হইয়াছেন। অর্থাৎ উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী বঙ্গজ ও বারেন্দ্র।

উদগ্দক্ষিণ রাঢ়ৌ চ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা।
এবং চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যু স্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ॥
দেবীবর।

আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে যে সকল কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বঙ্গ এবং দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন। বিশেষতঃ আদিশূরের সময় হইতে বিক্রমপুরে রাজধানী থাকায়, তন্নিকটস্থ স্থান সমূহে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস করিতেন। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কৌলিন্য বিধান করা হইয়াছিল। এই কৌলিন্য বিধি বা সমাজসংস্কারের কারণ ও তাৎপর্য্য অন্বেষণ করিতে গেলে, ইহাই জানা যায় যে, আদিশূরের সময়ে যাঁহারা বঙ্গে আসিয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহাদের ৪।৫ পুরুষে অর্থাৎ বল্লালের রাজত্বকালে মহারাজ দেখিলেন যে, সেই সকল কায়স্থ সন্তানগণ অর্থ সম্পত্তির লালসায় বা রূপের মোহে ক্রমশঃ বঙ্গের আদিম শূদ্রগণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আচার ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইতেছেন। বিশেষতঃ মহারাজের পূর্ব্বপুরুষ আদিশূর, নিজাধিকারস্থ (বঙ্গদেশের) আদিমবাসিগণকে হিন্দুমতে সুসভ্য ও উন্নত করিবার মনঃস্থে যাঁহাদিগকে বহু যত্ন এবং ব্যয় বিধান করিয়া আদর্শ স্বরূপ (১) আনয়ন করিয়াছিলেন,

(১) পূর্ব্বকালে ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, শূরসেন প্রভৃতি স্থানের মানবগণ রীতিনীতি-আচারচরিত্র সম্বন্ধে অন্যান্য দেশবাসিগণের নিকট আদর্শ স্বরূপ ছিলেন এবং ঐ ঐ দেশবাসীর নিকট পৃথিবীর সমস্ত লোকের চরিত্রশিক্ষার বিধান ছিল। প্রমাণ, যথা,—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।
মনুসংহিতা—২য় অধ্যায়।

মনুর উক্ত বিধি অনুসারে পূর্ব্বকালে অন্যান্য দেশের স্বাধীন রাজগণ ঐ ঐ দেশ হইতে আদর্শ মনুষ্য লইয়া নিজাধিকারে স্থাপিত করিতেন। মহামতি আদিশূরও বোধ হয় উক্ত বিধান অনুসারে বঙ্গদেশে উপযুক্ত 'দ্বিজ দশ" আনিয়াছিলেন।

তাঁহারা ক্রমশঃ আচার নীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া একাকার হওয়া তাঁহার নিকট অতীব অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। সুতরাং আর্য্য-সন্তানগণের দুর্নীতি নিবারণার্থ যে সমাজসংস্কার করিয়া কৌলিন্য বিধি করা হইয়াছিল, নিম্নলিখিত বচনে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে।

তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈ র্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽধুনা।
তেষাং নির্ণয় মাচক্ষে কুলঞ্চৈব বিশেষতঃ॥

কুলদীপিকা।

অর্থাৎ বঙ্গদেশে যে সকল আদিম শূদ্রের বাস ছিল, অধুনা তাহাদিগের সহিত কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের বংশধরেরা কেহ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় মিশামিশি হইতেছেন, তাহা নির্ব্বাচন করণার্থ কুল নির্ণয়ের আবশ্যকতা হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক, এই সংমিশ্রণ কেবল কায়স্থ-শূদ্রে হয় নাই, ব্রাহ্মণ সমাজেও অত্যধিক রূপে ঘটিয়াছিল। বঙ্গে সাতশতী নামক এক শ্রেণীর আদিম পতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাদের অধিকার ছিল না। অথচ আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ অথবা তাঁহাদের সন্তানেরা অনেকে সেই সাতশতীর কন্যা গ্রহণ করতঃ তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ একে অন্যকে সাতশতীর দৌহিত্র বলিয়া দোষারোপ (১) করিয়া থাকেন। আবার রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণগণ ইহাও বলিয়া থাকেন যে,—

পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই,
এ ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।
যদি থাকে দু' এক ঘর,
সে সাতশতী আর পরাশর।'

এ কথা প্রকৃত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ উহা দ্বারা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব বিলোপ করা হইতেছে। যেহেতু বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে একশত গাঁই থাকা দৃষ্ট হয়, সুতরাং রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ঐ উক্তি বিদ্বেষমূলক হওয়াই সম্ভব। অপিচ ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে কান্যকুব্জাগত

---

(১) মহিমাচন্দ্র মজুমদার কৃত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের ৯ এবং ৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম সম্বন্ধে বড় গোলযোগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু গোত্র-সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের মতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ৫ জন। আবার দেবীবর ঘটকের মতে ক্ষিতীশ, সুধানিধি, বীতরাগ, তিথিমেধা ও সৌভরি, এই ৫ জন। বারেন্দ্র শ্রেণীর কোন কুলপঞ্জীতে নারায়ণ, সুষেণ, ধরাধর, গৌতম, পরাশর এবং কোনও কুলপঞ্জীতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ এই ৫ জন আইসা লিখিত আছে। আবার রাঢ়ীয় মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সামবেদী ছিলেন। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণীতে সাম, ঋক্ যজুঃ এই তিন বেদী এবং রাঢ়ী শ্রেণীতে কচিৎ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ থাকা দেখা যায় (১)। এতদ্ভিন্ন মহারাজ বল্লাল ব্রাহ্মণ গণনা কালে রাঢ় দেশে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ৭৫০ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ৩৫০ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই ৩৫০ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে কেবল ১০০ ব্রাহ্মণ সদাচারী প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট ২৫০ ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্রভূম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া মগধে ৫০, ভোটে ৬০, রভাঙ্গ দেশে (২) ৬০, উৎকলে ৪০, মোড়ঙ্গ দেশে (আসামে) ৪০ জন পাঠাইয়া দেন। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, এই ২৫০ ব্রাহ্মণ এতাধিক আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন যে বল্লাল ইহাদিগকে এদেশে রাখিতে পারেন নাই। প্রমাণ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী, যথা,—

বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধ ত্রিশতান্যগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাস্তোধিশতানিচ ॥
বরেন্দ্র বাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশত দ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচার পরায়ণাঃ ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্ ব্যরেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টি র্ভোটে ষষ্টী রভঙ্গকে ॥
চত্বারিংশ ত্ত্বুৎকলে চ মোড়ঙ্গেপি তথাঙ্ককাঃ।
দত্তা নৃপতিনা স্বয়ং বল্লালেন মহাত্মনা ॥

যাহা হউক, প্রকৃত পক্ষে উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যেই যে সাতশতী ও পরাশর সংমিশ্রণ জনিত আচার ব্যবহার সম্বন্ধে দোষ সংযোগ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ

(১) "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" ৪৮ হইতে ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) বর্ত্তমান কমিলা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি পার্ব্বতীয় দেশকে রভাঙ্গ দেশ বলে।

নাই। ব্রাহ্মণ সমাজের সমালোচনা করা আমার এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে, তবে মহারাজ বল্লাল সেন কৃত সমাজসংস্কার কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদনার্থ যতটুকু আলোচ্য, তাহাই এস্থলে প্রকটিত করা গেল।

মহারাজ বল্লালের নিকট ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ মধ্যে উল্লিখিত সাতশতী ও শূদ্র সংমিশ্রণ অতিশয় অসঙ্গত বোধ হওয়ায়, তাহার নিরাকরণ জন্যই নিম্নলিখিত কৌলিন্য বিধির প্রবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে বল্লালের উদ্দেশ্য অতি মহৎ থাকাই বিবেচিত হয়। আর্য্যসন্তানগণ কিসে আচার ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন, তৎকালে মহারাজ বল্লালের কেবল ইহাই চিন্তার বিষয় ছিল; তাই তিনি প্রথমেই বিধান করিলেন,—

১। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ-দর্শনং
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্।

কুলদীপিকা।

এই বচনের লিখিত শব্দগুলি অতি সহজ হইলেও অনেকে ইহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনেকে মনে করেন, যিনি শুদ্ধাচারী, বিনয়ী, বিদ্যাবান্ প্রভৃতি নবগুণ বিশিষ্ট, বল্লাল তাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ কুলীন করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ তাহা নহে। আচার হইতে দান পর্য্যন্ত শব্দগুলি বিশেষ্য পদ, ঐ সমস্ত কুলেরই লক্ষণ; কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষণ নহে। সুতরাং যে বংশে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা (যশঃ), তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা (স্বধর্ম্মানুরাগ), আবৃত্তি (ধর্ম্ম গ্রন্থপাঠ), তপঃ (দেবার্চ্চনা), দান, প্রভৃতি লক্ষণগুলি দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই বংশেই বা সেই কুলে বল্লাল কর্ত্তৃক কৌলিন্যমর্য্যাদা প্রদত্ত হইয়া তদ্বংশধরগণকে "কুলীন" সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছিল।

২। বিদ্যাবাংশ্চ শুচি র্ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজকর্ম্মী ক্ষমাশীলঃ কায়স্থঃ সপ্তলক্ষণঃ॥

কুলদীপিকা।

কায়স্থ নিম্নলিখিত রূপ সপ্তলক্ষণ বিশিষ্ট। যথা, বিদ্যাবান্, শুচি, ধীর, দাতা, পরোপকারী, রাজকর্ম্মী, ও ক্ষমাশীল।

৩। লেখকঃ স্যাল্লিপিকরঃ কায়স্থো হ্যক্ষরজীবকঃ।
বঙ্গজা ইতি নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥
কুলদীপিকা।

মহাত্মা বল্লাল এই বিধান করিলেন যে, কান্যকুব্জ হইতে আনীত কায়স্থের বংশধরগণ লেখা পড়া দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।

৪। নবধা গুণসংপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।
কিঞ্চিদ্ গুণবিহীনা যে মধ্যল্যা মধ্যমাঃ স্মৃতাঃ॥
এতাভ্যাং গুণহীনা যে মহাপাত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বস্বাদি-মিত্র পর্য্যন্তং সর্ব্বে আর্য্যবিসংজ্ঞকাঃ।
দত্তাদি-দাস পর্য্যন্তো মধ্যল্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সেনাদি নন্দনশ্চৈব মহাপাত্র ইতি স্মৃতঃ।

ভাবার্থ,—

পূর্ব্বকথিত ৯টি গুণ যে বংশে ছিল, তদ্বংশধরগণ বল্লাল কর্ত্তৃক আর্য্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত অর্থাৎ সমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। ঐ আর্য্য সংজ্ঞা তাৎকালিক অবস্থা দৃষ্টে,কেবল বসু, ঘোষ, গুহ,মিত্র এই চারিটি বংশে প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহারাই কুলীন। দত্ত বংশে (১) বিনয় গুণের অভাব হেতু, দত্ত, নাগ ও নাথ মধ্যল্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

প্রবাদ আছে, বল্লাল সভায় দত্ত বংশে নারায়ণ দত্ত "দত্ত কারু ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে" বলায়, ঐ বংশে বিনয় গুণের অভাব দৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে মধ্যল্য করা হইয়াছিল, এবং সেন হইতে নন্দন পর্য্যন্ত ১৯ ঘরে অধিকাংশ গুণের অভাব প্রযুক্ত তাঁহারা মহাপাত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

৫। কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যাৎ মধ্যল্যশ্চ তথাপরঃ।
মহাপাত্রো হ্চলশ্চৈব ইতি সংজ্ঞা চতুষ্টয়ম্॥

প্রথম কুলীন, দ্বিতীয় মধ্যল্য, তৃতীয় মহাপাত্র, অবশিষ্ট অচলা।

(১) দত্তবংশ সমুদ্ভুতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতি স্তুঃ নিষ্কুলং বিনয়াদ্দীনং॥ মিশ্রকারিকা।

তাৎকালিক অধিবাসিগণ বল্লাল সভায় উক্ত চারি সংজ্ঞায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় শূদ্রগণই অচলা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।

৬। বসুর্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করো দামঃ পালিতশ্চন্দ্রপালকৌ ॥
রাহাভদ্রৌ ধরো নন্দী দেবঃকুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
রক্ষিতাঙ্কুরসিংহাশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দনঃ ॥
চত্বারোঽগ্র্যাস্তথা (১) মধ্যা মহাপাত্রাঃ পরে তথা।
এতেষাং সপ্তবিংশতি র্বল্লালেন প্রশংসিতাঃ ॥

কুলদীপিকা।

বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পালিত চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, অঙ্কুর, সিংহ বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন এই ২৭ বংশ বল্লাল কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিলেন। এবং তাহাদের নাম, গোত্র নির্ণীত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ৪ বংশ কুলীন। দত্ত, নাগ, নাথ, এই ৩ বংশ মধ্যল্য। এবং দাস হইতে নন্দন পর্য্যন্ত ২০ ঘর মহাপাত্র। (২) অবশিষ্ট ৭২ ঘর কায়স্থ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া শূদ্র গণ্যে অচলা নামে অভিহিত হইয়াছে।

অচলা যথা,—

হোড়শ্চ স্মরকশ্চৈব ধরণী বাণ এব চ।
আইচং পৈ, শূরশ্চৈব শানশ্চ ভঞ্জ বিন্দুকৌ ॥

---

(১) এই স্থলে মিশ্রকারিকা গ্রন্থে পাঠান্তর দৃষ্ট হয়, যথা,—

"চত্বারোঽগ্র্যা স্ত্রয়ো মধ্যা মহাপাত্রাঃ পরে তথা।"

এই "ত্রয়ো মধ্যা" বাক্যে দত্ত, নাগ ও নাথ এই তিন জনকে মধ্যল্য ধরা হইয়াছে। ইহা দ্বারা দাসকে মধ্যল্য করা হয় নাই। তজ্জন্য প্রাচীন কাল হইতে "দাস" মধ্যল্য শ্রেণীতে ভুক্ত না হইয়া মহাপাত্র বলিয়া পরিচিত আছেন।

(২) পূর্ব্বে দাস, দেব, সেন, পালিত, সিংহ এই ৫ ঘর মাত্র মহাপাত্র ছিল। পরে নিত্যানন্দ বংশীয় ১৫ ঘর লইয়া ২০ ঘর মহাপাত্র করা হইয়াছে।

বসু ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেব স্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ।
এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ।

গুহশ্চ বললোধৌ চ শর্ম্মা বর্ম্মা চ ভূমিকঃ।
হুইশ্চ রুদ্রকশ্চৈব রাণাদিত্যৌ চ পীলকঃ॥
খিলশ্চ গুপ্তশ্চাঞী চ বন্ধুশ্চ শাঞী সংজ্ঞকঃ।
হেশশ্চ স্থমন্থগণ্ডো রাণা-রাহুক-দাহকাঃ॥
দানাগণাপ মানাখ্যাঃ খামঃ ক্ষেমশ্চ তোষকঃ।
বৈশ্চাপি ঘর বেদৌ চ ভূত্তার্ণবক ব্রহ্মকাঃ॥
ইন্দ্রশ্চ শক্তি সঙ্গৌ চ ক্ষমাশৌ বর্দ্ধনস্তথা।
হেমশ্চ বন্ধকশ্চৈব অঞ্জঃ কীর্ত্তিশ্চ শীলকঃ॥
ধনুর্গুণো যশশ্চৈব মনোরীতিশ্চ দাড়িকঃ।
চাকিশ্চ শ্যাম পুঞ্জিশ্চ গণ্ডকো নাদক স্তথা॥
বোইশ্চ হোমকশ্চৈব চাশকশ্চ তথৈব চ।
ঢোলিশ্চ দূতকশ্চেতি দ্বিসপ্তত্যচলাঃ স্মৃতাঃ॥

ঘটক রামানন্দ শর্ম্মকৃত—কুলদীপিকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কুলীনের জন্য বল্লাল কৃত বিশেষ বিধি।

১। কুলকর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমাস্থিতং।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ স্বপর্য্যে চ প্রশস্তকাঃ।

কুলীনের কুলকর্ম্ম কন্যাগত; সমপর্য্যায়ে আদান প্রদান করাই প্রশস্ত।

২। নাতি দূরে সমীপে চ ঋণগ্রস্তে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ ষট্সু কন্যা ন দীয়তে॥

অতি দূরে, অতি নিকটে এবং ঋণগ্রস্ত, দুর্জ্জন ব্যাধি-গ্রস্ত এবং মূর্খ ব্যক্তিকে কন্যা দান করিবে না।

৩। সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দান গ্রহণ মুত্তমম্।
কন্যা ভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরম্॥

কুলীনস্য সুতাং লব্ধ্বা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥

কুলদীপিকা।

অর্থাৎ,—সমপর্য্যায় বিশিষ্ট কুলীনে কুলীনে দান এবং গ্রহণই উত্তম। কন্যার অভাবে কুশত্যাগ অর্থাৎ কুশময়ী কন্যা কুলীনে দান করিলে, কিম্বা কন্যা জন্মিলে "তোমাকে দান করিব" বলিয়া পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিলে কুলরক্ষা হইবে এবং এইরূপ কুলকর্ম্মকারীকেই কুলদীপক বলা যাইবে।

৪। আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগে তথৈব চ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং ॥

অর্থাৎ আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, এই চারি প্রকারে কুলকর্ম্ম হইতে পারিবে।

৫। বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রণ্ড পিণ্ডয়োঃ ॥
পোষ্যপুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরে চ কুলক্ষয়ম্ ॥

পর্য্যায় বিহীন (১) হইলে, অন্যপূর্ব্বা কন্যা বিবাহ করিলে, পোষ্য-পুত্রে এবং ডেঙ্গরা (২) কায়স্থ সহ আদান প্রদান করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হইবে।

---

(১) বংশের ক্রমিক পুরুষ সংখ্যাকে পর্য্যায় বলে।

(২) ডেঙ্গর—দেশজ শব্দ; কেহ কেহ বলেন, ডেঙ্গর একটী স্থান বিশেষ। যে স্থানকে বর্ত্তমান সময়ে "পাণ্ডব বর্জ্জিত" স্থান বলে, উহা প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব পারে স্থিত; উহা ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার একাংশ। ঐ স্থানবাসীদের জন্য ঐ বিধান করা হইয়াছিল। কেহ বলেন,—বর্ত্তমান সময়ে ঢাকা ময়মনসিংহের অন্তর্গত যে স্থান এক্ষণে টেঙ্গর নামে পরিচিত, ঐ স্থানকেই পূর্ব্বে ডেঙ্গর বলিত। সেই "ডেঙ্গরের" স্থলে "টেঙ্গর" শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল মত সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কুলাচার্য্যেরা বলেন, বল্লাল কৃত অচলা (কায়স্থ হইতে বহিষ্কৃত শূদ্র জাতীয়) ৭২ ঘর এবং দাসীপুত্রের বংশধরকে ডেঙ্গরা কায়স্থ বলে। ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ডেঙ্গর শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই শেষোক্ত মতই প্রতি-পোষিত হয়, যথা,—

"কায়স্থাৎ শূদ্রভার্য্যায়াং জাতো ডেঙ্গর-সংজ্ঞকঃ ॥"

চন্দ্রদ্বীপ-রাজকৃত

বিশেষ বিধি।

ভ্রষ্টস্থাননিবাসী চ সদ্বংশজো ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥

ঘটক রামানন্দ শর্ম্মকৃত কুলদীপিকা।

রামানন্দ কৃত কুলদীপিকা গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে কুলীনগণ স্থানভ্রষ্ট হেতু পদচ্যুত হইবেন। সেই স্থানভ্রষ্ট হইয়াও যদি ক্রমাগত কুলকর্ম্ম করেন, তবে কুলীনগণ কর্ত্তৃক তাঁহারা কুলজ অর্থাৎ বংশজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। স্থানভ্রষ্ট হেতু কুলীনের পদচ্যুতি হইবার এই বিধান বল্লালকৃত নহে। বল্লালের পরে যখন ফতেহাবাদ এবং যশোহর সমাজ ও বাজু সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তখন বাকলা সমাজ হইতে অনেক কুলীন ঐ সকল নূতন সমাজে গিয়া বাস করিলেন; তদ্দৃষ্টে চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজা পরমানন্দ রায় প্রভৃতি চন্দ্রদ্বীপের গৌরব রক্ষা এবং নূতন সমাজের হীনতা কল্পে বোধ হয় দ্বেষপরবশ হইয়া উল্লিখিত বিধির প্রবর্ত্তনা করেন।

২। দানাদি গ্রহণা দ্দোষং বর্জ্জয়েৎ বিধিপূর্ব্বকং।
গঙ্গাস্রোতঃকুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণৈঃ॥

যে কুলের আদান প্রদান কার্য্য কোন প্রকার দোষে দূষিত নহে, সেই কুলকে গঙ্গা স্রোতঃ কুল বলে।

৩। কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্র পর্য্যায় নির্ব্বৃতেঃ।
প্রশস্তান্যুপকর্ম্মাণি ক্ষমাপানি তথৈব চ।

কুলীনগণ তাঁহাদের সমপর্য্যায়ের পুত্র বা কন্যা প্রাপ্ত না হইলে, তাঁহাদের পক্ষে উপ, ক্ষম, ও অপ এই ত্রিভাবাত্মক কর্ম্ম প্রশস্ত।

৪। কুলজেন সহ কর্ম্ম কুর্য্যা চ্চেৎ কুলীনো যদা।
তদাপ্নুয়া চ্চোপভাবং তদ্বক্ষে হ্যপকর্ম্ম চ।

মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেণ চাপকং ॥
প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোঽয়ং তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ।

কুলীন কুলজের সহিত কর্ম্ম (আদান প্রদান) করিলে তিনি "উপ"-ভাব প্রাপ্ত হন। এবং তাহাকে উপকর্ম্ম কহে।

মধ্যল্য সহ কর্ম্ম করিলে ক্ষমভাব এবং মহাপাত্রে কর্ম্ম করিলে কুলীনের অপভাব বলিয়া কথিত হয়।

৫। কুলীন শ্রেষ্ঠবংশেন ইতরঃ কুলীনো যদা।
দানাদি কুলকর্ম্মাণি কুর্য্যাচ্চ বিধিপূর্ব্বকং।
তদেতর কুলীনশ্চ সদ্ভাবং প্রাপ্নুয়া তথা।

ছোট কুলীন শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশে বিধি পূর্ব্বক দানাদি কুলকর্ম্ম করিলে, সেই ছোট কুলীন তখন 'সদ্ভাব প্রাপ্ত হন।

৬। সম্বন্ধ মচলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যুশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলং নষ্টং তথা তেষাং দূষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ॥

কুলীনগণ যদি অচলের সঙ্গে সম্বন্ধ করেন, তবে তাঁহাদের কুল নষ্ট এবং দূষিত হয়।

৭। কুলীন-কুলরক্ষার্থং বিবাদেষু মীমাংসয়া।
এতেষাং গুণমাশ্রিত্য মধ্যল্য কুলমুত্তমম্॥

মধ্যল্য দ্বারা কুলীনের কুল রক্ষা এবং কুলীনদিগের পরস্পর বিবাদের মীমাংসা হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বল্লালকর্ত্তৃক সম্মানিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।

মহারাজ বল্লালকৃত সেই মহাসভায় উপস্থিত বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে যে ২৭ বংশ কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্তে প্রশংসিত হইয়াছিলেন, নাম গোত্র সহ নিম্নে তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদত্ত হইল।

বসুবংশে———গৌতম গোত্রীয়———লক্ষ্মণবসু, পুষণ বসু।
(ইহাঁরা কান্যকুব্জাগত দশরথ বসুর পৌত্র)

ঘোষবংশে———সৌকালীন গোত্রীয়———চতুর্ভুজ ঘোষ।

(ইনি কান্যকুব্জাগত মকরন্দ ঘোষের পৌত্র)

গুহবংশে———কাশ্যপ গোত্রীয়———দশরথ গুহ।

(ইনি কান্যকুব্জাগত বিরাট গুহের পৌত্র)

মিত্রবংশে———বিশ্বামিত্র গোত্রীয়———তারাপতি মিত্র।

(ইনি কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের পৌত্র)

এই ৫জন বঙ্গজ কায়স্থের আদি কুলীন।

দত্তবংশে———মৌদ্গল্য গোত্রীয়———নারায়ণ দত্ত।

(ইনি কান্যকুব্জাগত পুরুষোত্তম দত্তের পৌত্র।

এই নারায়ণ দত্তের বংশধরগণই বঙ্গজ কায়স্থের আদি মধ্যল্য।

নাগবংশে———সোপায়ন গোত্রীয়———দশরথ নাগ।

নাথবংশে———পরাশর গোত্রীয়———মহানন্দ নাথ।

এই দুই জন বল্লাল কৃত মধ্যল্য।

দাসবংশে———কাশ্যপ গোত্রীয়———চন্দ্রশেখর দাস।

সেনবংশে———বাসুকি গোত্রে———গঙ্গাধর সেন।

করবংশে———আলম্যান গোত্রে———দামোদর কর।

দামবংশে———শাণ্ডিল্য গোত্রে———উষাপতি দাম।

পালিতবংশে———ভরদ্বাজ গোত্রে———জন পালিত।

চন্দ্রবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———নারায়ণ চন্দ্র।

পালবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———আব পাল।

রাহাবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———কৃষ্ণ রাহা।

ভদ্রবংশে———ভরদ্বাজ গোত্রে———দিগম্বর ভদ্র।

ধরবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———ব্যাঘ্র ধর।

নন্দীবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———প্রভাকর নন্দী।

দেববংশে———ঘৃতকৌশিক গোত্রে———কেশব দেব।

কুণ্ড গোত্রে———শাণ্ডিল্য গোত্রে———অধিপতি কুণ্ড।

সোমবংশে———লৌহিত্য গোত্রে———বংশধর সোম।

সিংহবংশে———বাৎস্য গোত্রে———রত্নাকর সিংহ।

রক্ষিতবংশে———মৌদ্গল্য গোত্রে———নারায়ণ রক্ষিত।

অঙ্কুরবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———বেদগর্ভ অঙ্কুর।

বিষ্ণুবংশে———বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রে———দৈত্যারি বিষ্ণু।

আঢ্যবংশে———মৌদ্গল্য গোত্রে———ত্রিলোচন আঢ্য।

নন্দনবংশে———কাশ্যপ গোত্রে———উষাপতি নন্দন।

এই ২০ বিংশতি বংশ মহারাজ বল্লাল কর্তৃক মহাপাত্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের অপর সংজ্ঞা মৌলিক। উল্লিখিত মোট ২৭ বংশ বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া নির্ণীত হন। প্রমাণ যথা,—

বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপুষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাত শ্চতুর্ভুজো মহাকৃতী॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতি স্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকঃ।
চন্দ্রশেখর দাসস্তু সেনে গঙ্গাধর স্তথা॥
দামোদর করঃ খ্যাতো দাম স্তূষাপতি স্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞা স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ।
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহাবংশে চ কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাস সংজ্ঞকঃ।
প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ॥
অধিপতি রিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ।
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকর স্তথা॥
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে।
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারি বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ॥
আঢ্যে ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ।
বঙ্গজা ইতি নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা।
দেবীবর ঘটক।

কেবল গোত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ২৭ বংশ পরিচিহ্নিত হইয়া থাকেন। কারণ, ঘোষ, গুহ, দত্ত, এবং ধর ব্যতীত নাগ হইতে নন্দন পর্য্যন্ত এই ২৪ টি উপাধি মধ্যে যাঁহারা অন্যগোত্রীয়, তাঁহারা উক্ত ২৭ বংশের অন্তর্গত

রহেন। বসু, মিত্র এবং ধরের গোত্র সম্বন্ধে কোন গোলযোগ দৃষ্ট হয় না। এক উপাধিধারি মধ্যে নিম্নলিখিত অন্য গোত্র থাকা দৃষ্ট হয়। যথা,—

উপাধি			অন্যগোত্র।
ঘোষে	...	...	শাণ্ডিল্য, বাৎস্য।
গুহে	...	...	কল্কীশ।
দত্তে	...	...	শাণ্ডিল্য,অগ্নিবাৎস্য,ভরদ্বাজ,কাশ্যপ, কৃষ্ণাত্রেয়, বশিষ্ঠ আলেম্যান।
নাগে	...	...	সৌকালীন।
নাথে	...	...	কাশ্যপ।
দাসে	...	...	মৌদ্গল্য, গৌতম, আলেম্যান।
সেনে	...	...	আলেম্যান, ধন্বন্তরি, কাশ্যপ।
সিংহে	...	...	গৌতম, ঘৃতকৌশিক, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ।
দেবে	...	...	আলেম্যান, কাশ্যপ,পরাশর, মৌদগল্য শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গৌতম, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ।
রাহায়	...	...	শাণ্ডিল্য।
করে	...	...	কাশ্যপ, গৌতম, জামদগ্ন্য, মৌদ্গল্য।
দামে	...	...	ভরদ্বাজ।
পালিতে	...	...	শাণ্ডিল্য।
চন্দ্রে	...	...	ভরদ্বাজ, মৌদ্গল্য।
পালে	...	...	শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ।
ভদ্রে	...	...	আলেম্যান।
নন্দীতে	...	...	মৌদ্গলা, শাণ্ডিল্য, আলেম্যান।
কুণ্ডে	...	...	কাশ্যপ, গৌতম।
সোমে	...	...	কাশ্যপ।
রুক্ষিতে	...	...	বাৎস্য।
অঙ্কুরে	...	...	ভরদ্বাজ।
বিষ্ণুতে	...	...	শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ গৌতম।
আঢ্যে	...	...	কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য।
নন্দনে	...	...	গৌতম।

অনেক সময়, বিবাহকালে গোত্রের প্রবর হইয়া গোলযোগ ঘটিয়া

থাকে, তাহার কথঞ্চিৎ নিরাকরণার্থ প্রত্যেক গোত্রের প্রবর লিখিত হই-তেছে ; যথা,—

গোত্র		প্রবর।
গৌতমে ...	...	গৌতম ; বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।
সৌকালীনে	...	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্‌সার নৈধ্রুব।
কাশ্যপে ...	...	কাশ্যপ, অপ্‌সার, নৈধ্রুব।
বিশ্বামিত্রে ...	...	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
মৌদ্‌গল্যে ...	...	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ।
সোপায়নে ...	...	ঐ ঐ ঐ
পরাশরে ...	...	পরাশর, বশিষ্ঠ শক্তি।
বাসুকিতে ...	...	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
আলম্যানে ...	...	আলম্যান, সালকোয়ন শাকটায়ন।
শাণ্ডিল্যে ...	...	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
ভরদ্বাজে ...	...	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
ঘৃত কৌশিকে	...	কুশিক, কৌশিক, ঘৃত কৌশিক।
লৌহিত্রে ...	...	ঔর্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।
বাৎস্যে ...	...	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।
বৈয়াঘ্রপদ্যে ...	...	সাঙ্কৃতি।
কল্কীশে ...	...	কল্কীশ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
কৃষ্ণাত্রেয়ে ...	...	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবর্সি।

অগ্নিবাৎস্য (ক্ষত্রোপেত গোত্র)

বশিষ্ঠে ...	...	বশিষ্ট, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
আত্রেয়ে ...	...	আত্রেয় শাতাতপ, সাংখ্য।

আলেম্যানধন্বন্তরি এবং ব্রহ্ম ঋষি এই দুই গোত্রের কোন মূল পাওয়া যায় না।

জামদগ্ন্য ...	...	ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।
সাবর্ণে ...	...	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।

জমদগ্নি ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও অগস্ত্য ইহাঁরা, এবং ইহাঁদের সন্তান গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

জমদগ্নি র্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্য মুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি চক্রিরে।
উদ্বাহতত্ত্ব।

বংশনির্ণয়ের প্রধান উপায় গোত্র। এই পুস্তকের লিখিত গোত্রানুসারে কায়স্থ ও শূদ্র নির্ণীত হইতে পারিবে। অধিকন্তু দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, বিবাহ, তর্পণ, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে প্রকৃত গোত্র প্রয়োগ হইলে কর্ত্তা সুফল প্রাপ্ত হন। অন্যথা কর্ত্তার কৃত কর্ম্ম সমস্ত পণ্ড হয়। এবং সেই পণ্ডকর্ম্ম জনিত নানাবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

"গোত্রং স্বরান্তং সর্ব্বত্র গোত্রস্যাক্ষয্য কর্ম্মণি।
গোত্রস্তু তর্পণে প্রোক্তঃ কর্ত্তা এবং ন মুহ্যতি॥"
উদ্বাহ তত্ত্ব।

কায়স্থ এবং শূদ্রের মধ্যে বিবাহ কার্য্যে গোত্র সম্বন্ধে বড়ই বিশেষত্ব রহিয়াছে। অনেকেই অবগত আছেন, কায়স্থ মধ্যে সগোত্রে বিবাহ হওয়া নিষেধ আছে; কিন্তু যে বচনের দ্বারা নিষেধ হইয়াছে, তাহাতে "দ্বিজাতি" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; কিন্তু শূদ্রের সম্বন্ধে সগোত্রে নিষেধ নাই। এ সম্বন্ধে নিম্নে বিশেষরূপে আলোচিত হইতেছে,—

গোত্র তিন প্রকার,—উপদিষ্ট, অতিদিষ্ট ও অতিদিষ্টাতিদিষ্ট।

ব্রাহ্মণের উপদিষ্ট গোত্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অতিদিষ্ট এবং অতিদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্র শূদ্রের।

রঘুনন্দন কৃত উদ্বাহতত্ত্বে গোত্র সম্বন্ধে যে মীমাংসা হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"অসপিণ্ডা চ যা মাতু রসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥"

অর্থাৎ মাতার যে অসপিণ্ডা এবং পিতার যে অসগোত্রা, সেই কন্যাই দ্বিজাতিদিগের দারপরিগ্রহ বিষয়ে প্রশস্ত।

এই মূল বচন অনুসারে রঘুনন্দন প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন,—

"ন সগোত্রাং ন সমান প্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত। ইত্যনেন শূদ্রস্যাপি সগোত্রা কথং নিষিধ্যতে ?

"সগোত্রা এবং সমানপ্রবরা ভার্য্যা গ্রহণ করিবে না" ইহা কেবল দ্বিজাতির সম্বন্ধেই প্রযুক্ত, কিন্তু শূদ্রের সগোত্রা ভার্য্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ কোথায় ?

তৎপর সিদ্ধান্ত করিলেন,—

"অত্রোপদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্রস্যৈব নিষেধো
নত্বতিদিষ্টাতিদিষ্ট শূদ্রগোত্রাদেঃ।"

অর্থাৎ এ স্থলে বুঝিতে হইবে, "উপদিষ্ট ও অতিদিষ্ট (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) গোত্র সম্বন্ধেই এই নিষেধ বাক্য, কিন্তু অতিদিষ্টাতিদিষ্ট শূদ্রগোত্র সম্বন্ধে নিষিদ্ধ নহে।"

পরিশেষে রঘুনন্দন বিধান করিলেন,—

"সমান গোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্য ন দোষভাক্।
শূদ্রঃস্যাৎ শূদ্রজাতৌ চ সপিণ্ডে দোষভাগ্ ভবেৎ॥"

অর্থাৎ শূদ্র জাতির মধ্যে সগোত্র ও সপ্রবর মধ্যে বিবাহে কোন দোষ নাই; কেবল সপিণ্ডে বিবাহ হইতে পারে না।

অথচ প্রাচীন কাল হইতে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি আদিম কায়স্থগণ মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নিষেধ বিধি প্রচলিত আছে। ইহাতে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন যে, কায়স্থগণ উক্ত দ্বিজাতি অর্থাৎ ক্ষত্রিয় শ্রেণীভুক্ত জন্যই তাঁহাদের সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ রহিয়াছে।

অপিচ রঘুনন্দন আর একটি বিধান করিলেন, যে,—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য চ
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্য শূদ্রয়োঃ॥"

অর্থাৎ বিবাহ এবং যাগাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে কর্ম্মকর্ত্তার পরিচয়ার্থ ব্রাহ্মণের নামের পর শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত এবং শূদ্রের নামের পর দাস শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

তৎপর ঘোষ, বসু প্রভৃতি কায়স্থ সম্বন্ধে তিনি একটি বিশেষ বিধান করিলেন,—

"সংস্কারমাত্রে কুলধর্ম্মানুরোধেন কালান্তর মঙ্গলবিশেষাচরণঞ্চ সচ্ছূদ্রাণাং (১) নামকরণে বসুঘোষাদিরূপপদ্ধতিযুক্তং নাম বোধ্যং।"

(উদ্বাহতত্ত্ব)

অর্থাৎ বসু ঘোষাদি সচ্ছূদ্রদিগের সংস্কারাদি মাঙ্গল্য কার্য্যে—নামকরণে, নামের পর, "বসু" "ঘোষ" ইত্যাদি উপাধি যুক্ত করিতে হইবে।

পদ্ধতি আর উপাধি একই কথা। এই "উপাধি শব্দ সম্বন্ধে ন্যায় শাস্ত্রে লিখিত আছে, যথা,—

'তদিতরাবৃত্তিত্বে সতি তন্মাত্র বৃত্তিত্বং উপাধিত্বং।"

তদিতরে অবৃত্তি হইয়া তন্মাত্র বৃত্তি হওয়াই উপাধি বা পদ্ধতি। অর্থাৎ যে যাহা নয়, তাহা হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া যে যাহা, তাহারাই বোধক সংজ্ঞাকে উপাধি বলে।

যেমন ঘট বলিলে, অন্য বস্তু না বুঝাইয়া ঘটকেই 'ঘট' বুঝাইবে তদ্রূপ কালীনাথ ঘোষ বলিলে, কালীনাথকে দাস বা বসু বা সংমিশ্রিত ঘোষ দাস না বুঝাইয়া ঐ কালীনাথ ঘোষকেই কালীনাথ ঘোষ বুঝাইবে। ইহাই কালীনাথ নামের পর ঘোষ উপাধি সংযোগ করার প্রকৃত কারণ। কিন্তু কায়স্থের নামকরণাদি সংস্কার কার্য্যে 'ঘোষ দাস' ইত্যাদি রূপ সংমিশ্রণ সংজ্ঞা দিয়া যে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়, তাহাতে ক্রিয়াপণ্ডত্ব ঘটে কিনা, তাহা বুধগণেরই বিবেচ্য বিষয়।

---

(১) সচ্ছূদ্র শব্দে প্রাচীন "ধরণী কোষ" অভিধানে ক্ষত্রিয় জাতির কায়স্থ সম্প্রদায়কে বুঝাইয়াছে।—

সচ্ছূদ্রো মসীশো দেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।
অম্বষ্ঠো মাথুরী ভট্টঃ সূর্য্যধ্বজশ্চ গৌড়কঃ॥

শ্রীবৎস, মথুরা অম্বষ্ঠ প্রভৃতি এক একটি দেশের নাম, অর্থাৎ তত্তদ্ দেশস্থ কায়স্থ জাতিকে বুঝাইতেছে। অপিচ স্কন্দ পুরাণে শালগ্রাম অধিকার বিষয়ে সচ্ছূদ্রকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের তুল্যত্বে গ্রহণ করা হইয়াছে, যথা,—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বৈশ্যানাং সচ্ছূদ্রাণা মথাপি বা।
শালগ্রামে হধিকারো হস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥"

অষ্টম অধ্যায়।

ফয়তাবাদ (১) সমাজ।

বহু লোকের একত্র অবস্থানকে সমাজ কহে। এই সমাজ রাজা, মহারাজ অথবা কোনও প্রতিভাশালী ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয়। বঙ্গদেশের কায়স্থগণ সাধারণতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা, বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢ়ী, উত্তর রাঢ়ী, বারেন্দ্র। বঙ্গদেশের বঙ্গখণ্ডে যাঁহাদের বাস, তাঁহারাই বঙ্গজ। পূর্ব্বকালে এই বঙ্গজ কায়স্থগণের অবস্থানানুসারে কয়েকটি সমাজ গঠিত হইয়াছিল। যথা, বিক্রমপুর, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে বাকলা, যশোহর, ফয়তাবাদ এবং বাজু। মহারাজ বল্লালসেনের সময় বিক্রমপুরে প্রথম সমাজ গঠিত হয়। কোন রাজা মহারাজ বা প্রতিভাশালী ব্যক্তি যেখানে যখন রাজধানী স্থাপন অথবা বাস করেন, তখন নানা কারণে সেই স্থানে তজ্জাতীয় বহুলোকের সমাবেশ হইয়া থাকে। সেই সমাবেশই তৎতৎস্থানীয় "সমাজ" নামে অভিহিত হয়। বিক্রমপুরে যখন মহারাজ বল্লালসেনের রাজধানী ছিল, তখন বিক্রপুর সমাজ অতি গৌরবান্বিত হইয়াছিল। তৎপর রাজা দনুজ-মর্দ্দন যখন নূতন ভূমি চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন, তখন হইতে চন্দ্র-দ্বীপ রাজ্যে বাকলা সমাজ গঠিত হইয়া, ক্রমশঃ শীর্ষ স্থানীয় (২) হইয়া

---

(১) প্রবাদ আছে, বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার এলাকাস্থ স্থান পূর্ব্বকালে আবাদের যোগ্য হইলে ফতেয়াল নামক জনৈক কৃষক প্রথমে আবাদ করিয়াছিল। সেইজন্য নামানুসারে ফয়তাবাদ নাম হইয়াছে। ইহাকে কেহ ফতেয়াবাদ কেহ ফতেয়াবাজও কহিয়া থাকেন।

(২) চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃস্থানং যত্র কুলীন মণ্ডলং।

কুলকারিকা।

মিশ্রকারিকায় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সীমা লিখিত হইয়াছে, যথা,—

পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইছামতী তথোত্তরে।

মধুমতী পশ্চিমে চ সমুদ্রো দক্ষিণে তথা।

অর্থাৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে ইছামতী নদী, পশ্চিমে মধুমতী নদী, দক্ষিণে সমুদ্র। দেহেরগাতির শ্রীযুক্ত রাজকুমার সন্নামৎ বলেন; চন্দ্রদ্বীপের উত্তর সীমা ভুরঘাটের খাল এবং এই খালের উত্তরেই ফয়তাবাদ।

উঠে। ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ বল্লাল পৌত্র বিশ্বরূপ সেন দেবের সময় হইতে যবন অত্যাচারে বিক্রমপুর সমাজ ক্রমশঃ হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল। তৎপর চন্দ্রদ্বীপের উন্নত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমপুরের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

বঙ্গের ১২ ভৌমিক।

আইন আকবরীতে লিখিত আছে, মুসলমান রাজত্ব সময়ে মহারাজ বল্লালসেনের পর, বঙ্গদেশে ১২টি ভৌমিক অর্থাৎ ১২ জন বিখ্যাত রাজার দ্বারা কর ও সৈন্যাদি সংগৃহীত হইত। তজ্জন্য এক সময়ে বঙ্গদেশকে "বারো-ভুঁয়ে বাঙ্গালা" বলিত। সেই ১২ ভৌমিকের পরিচয়; যথা,—

১। চন্দ্রদ্বীপে——কন্দর্পনারায়ণ রায়।

ইনি বসুবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ।

২। যশোহরে——প্রতাপাদিত্য।

ইনি (আঁশ)-গুহ বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ।

৩। ভুলুয়ায়——লক্ষ্মণ মাণিক্য।

ইনি শূর বংশীয় কায়স্থ।

৪। ভূষণায়——মুকুন্দরাম রায়।

ইনি দেব বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ।

৫। বিক্রমপুরে——চাঁদরায়, কেদার রায়।

ইঁহারা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দেব-বংশীয় কায়স্থ।

৬। চাঁদ প্রতাপ পরগণায়——চাঁদ গাজী।

ইনি মুসলমান ছিলেন।

৭। দিনাজপুরে——গণেশ রায়।

ইনি উত্তররাঢ়ী কায়স্থ।

৮। বিষ্ণুপুরে——হাম্বীর মল্ল।

তাহেরপুরে——কংসনারায়ণ।

ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

১০। পুঁঠিয়ার——রামচন্দ্র ঠাকুর।

ইনি সিদ্ধ পুরুষ। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

১১। ভাওয়ালে——ফজল গাজী—

ইনি দিল্লী হইতে আসিয়া—ভাওয়ালের রাজা শিশু-

পালকে পরাজয় করতঃ তথাকার অধীশ্বর হন। এই স্থান বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত।

১২। খিদরপুরের——ঈশা খাঁ।

এই স্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত। ইহাঁর বংশধরগণ এক্ষণে জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে বাস করিতেছেন।

এই দ্বাদশ ভৌমিকের মধ্যে কন্দর্প নারায়ণ, প্রতাপাদিত্য,লক্ষ্মণ মাণিক্য মুকুন্দরাম ও চাঁদ রায়, কেদার রায়, এই ৫ জন বঙ্গজ কায়স্থ। ইহাঁদের প্রত্যেকের দ্বারাই এক একটি সমাজ গঠিত হয়। বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভূষণা নামক গ্রামে মুকুন্দরামের রাজধানী ছিল। মুকুন্দ রামের বংশোদ্ভব সীতারাম রায়ের অধঃপতনের পর নবাবের আমলে ভূষণা একটি বৃহৎ চাকলায় পরিণত হইয়াছিল, "থানা ভূষণা" বলিয়া এখনও প্রসিদ্ধি আছে। ভূষণা অতি প্রাচীন স্থান। এই ভূষণা হইতেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে ভূষণা পটীর সৃষ্টি হয়। প্রাচীন ইতিহাসে ভূষণা নাম ব্যতীত ফয়তা-বাদের অন্য কোনও স্থানের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে বোধ হয়, যখন ফরিদপুর জেলার ফয়তাবাদের সমস্ত স্থান পদ্মাগর্ভে ছিল, তখন ভূষণা নামক স্থানই প্রথম স্থলভাগ হয়। এবং সেই স্থানেই মুকুন্দ রামের রাজধানী হওয়ায় ঐ স্থান পূর্ব্বকালে বিখ্যাত হইয়াছিল। এবং বর্ত্তমান মোচ্‌না, আল্‌গা কাঁইচেল, ধুতুরাহাটী, গহেরপুর, দত্ত পাড়া প্রভৃতি স্থান পরে পদ্মাগর্ভ হইতে উদ্ভব হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সকল স্থান ফয়তাবাদের শীর্ষস্থানীয় হইলেও ভূষণারই অধিক প্রাচীনত্ব স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু মোচনা প্রভৃতি স্থান এখনও জলাকীর্ণ রহিয়াছে। পক্ষান্তরে মুকুন্দরামের বংশধর সীতারাম রায় (১) মহম্মদপুরে যে রাজধানী স্থাপন করেন, বর্ত্তমান সময়ে সেই ভগ্নাবশেষ রাজধানীর ইষ্টক ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি উহার প্রাচীনত্বের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই মুকুন্দরাম রায় কর্ত্তৃক বর্ত্তমান ফয়তাবাদ সমাজ গঠিত হইয়াছিল।

মুকুন্দরাম, চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশীয় রাজা পরমানন্দের সমসাময়িক ভৌমিক ছিলেন। রাজা পরমানন্দের সময় বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের

---

(১) ইনিই বঙ্কিম বাবুর "সীতারাম রায়।"

যে নবম সমীকরণ (১) আরম্ভ হয়, তখন কুলীনদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, বিক্রমপুরের চাঁদ রায়, কেদার রায় এবং ভূষণার মুকুন্দ রাম কতকগুলি কুলীনের পৃষ্ঠপোষক হইয়া ঐ সমীকরণ কার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করেন। তজ্জন্য পরমানন্দের নবম সমীকরণ সম্পূর্ণ হয় না। যাহা হউক, তদুপলক্ষে কতকগুলি কুলীন চন্দ্রদ্বীপস্থ বাকলা সমাজ পরিত্যাগ করতঃ এই ফয়তাবাদের দক্ষিণাংশে ওলপুর, মোচ্না, আল্গী, কাঁইচেল প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বাস করেন। কোন কোন কুলাচার্য্য বলেন, পরমানন্দের নবম সমীকরণে যে সকল কুলীন সম্পূর্ণ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই,—তাঁহারাই ফয়দাবাদ এবং বাজুতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহা মৌখিক উক্তি হইলেও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে পূর্ব্বাবস্থা চিন্তা করিলে, উহা বাকলা-সমাজ হইতে ফয়তাবাদে কুলীন আসিবার একবিধ কারণ, ইহা অবশ্য বলা যাইতে পারে। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, পরমানন্দের নবম বা শেষ সমীকরণ যখন সম্পূর্ণ হয় নাই, তখন তাৎকালিক কুলীনগণ মধ্যে যাঁহারা চন্দ্রদ্বীপে ছিলেন, এবং যাঁহারা ফয়তাবাদে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে কে উন্নত ভাব, কে অবনত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। যাহা হউক, ফয়তাবাদের অধিকাংশ কুলীন যে চন্দ্রদ্বীপ হইতে ক্রমশঃ আসিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়। কেবল আঁশ গুহ এবং গাব-বসু যশোহরসমাজ হইতে পরে আসিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ এই পুস্তকের বংশাবলী বিভাগে যথাস্থানে লিখিত হইবে।

ফয়তাবাদ সমাজ চন্দ্রদ্বীপ হইতে স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হইলেও, ফয়তাবাদ চন্দ্রদ্বীপেরই আধিপত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছেন্। এই সামাজিক অধীনতা স্বীকারের সাধারণতঃ ৩টি কারণ দৃষ্ট হয়।

১ম, ফয়তাবাদে কাহারও সমাজপতিত্ব পদ নাই; সকলেই স্ব স্ব প্রধান। অর্থাৎ সামাজিক সম্বন্ধে কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকার করেন না। সমাজপতিত্ব পদ চিরকাল চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশেই রহিয়াছে। বলা বাহুল্য বর্ত্তমান সময়ে সমাজ এবং সমাজপতি উভয়েই নির্জীব মৃতাবস্থ।

২য়,—বঙ্গজ কায়স্থের ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্যগণের বাস চন্দ্রদ্বীপে (২)। সুতরাং

(১) কুলীনদিগের মধ্যে একের সহিত অপরের সমতা করণের নাম সমীকরণ।

(২) ফয়তাবাদ সমাজ গঠিত হওয়ার অনেক পরে কাশ্যবংশের ৮। কৌ-ঘোষের ধারায় ১৫। রাম চরণ রায় ইদিলপুর পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র ১৬।

সমাজের আসন্ন কাল পর্য্যন্ত—চন্দ্রদ্বীপের কুলাচার্য্যগণ সময় সময় ফয়তাবাদে আসিয়া আধিপত্য করিয়াছেন।

৩য়,—ফয়তাবাদের অধিকাংশ কুলীনের আদি স্থান চন্দ্রদ্বীপে থাকায় তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, চন্দ্রদ্বীপ হইতে যে সকল কুলীন ফয়তাবাদ এবং বাজু সমাজে যাইয়া বাস করেন, তাঁহারা ক্রমে চন্দ্রদ্বীপরাজের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়া মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। সেইজন্য বাকলা সমাজ নিয়ম করিলেন যে, কুলীনগণ স্থানভ্রষ্ট (১) হইলে তিনি পদচ্যুত হইবেন অর্থাৎ কৌলীন্য হারাইয়া কুলজ হইবেন। কিন্তু এই বিধান রাজা

কমল নারায়ণ রায় ফয়তাবাদের অন্তর্গত ইদিলপুরে বাস করতঃ চন্দ্রদ্বীপ ও যশোহর সমাজ হইতে কতকগুলি কুলীন কায়স্থ আনিয়া ইদিলপুরে স্থাপন করেন। কমল নারায়ণ রায় চৌধুরীর ৮ পুত্র দ্বারা ইদিলপুর পরগণা ৮ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই কমল নারায়ণ কর্ত্তৃক ইদিলপুরে মিত্র সেনপট্টিগ্রামে এক ঘর কুলাচার্য্য চন্দ্রদ্বীপ হইতে আনীত হইয়া স্থাপিত হন। তাই ইদিলপুরের কুলীনগণের গৌরব কিঞ্চিৎ সুরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু ফয়তাবাদ চিরকাল কাণ্ডারীবিহীন তরণীসদৃশ হেতু ইহার কুলীনগণ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছেন। মূলে ইদিলপুর, ফয়তাবাদেরই একাংশমাত্র এবং উভয় স্থানের কুলীনগণই এক ভাবাপন্ন।

ইদিলপুরের কেহ কেহ ইদিলপুরকে ফয়তাবাদ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাখিতে চাহেন, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। ইদিলপুর স্বতন্ত্র সমাজ হইলে, ওলপুর, দত্তপাড়া, আলগী প্রভৃতিও এক একটী সমাজ নামে কথিত হইতে পারে।

প্রাচীন কুলাচার্য্যগণ বঙ্গজ কায়স্থগণকে চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর, বিক্রমপুর, ফয়তাবাদ এবং বাজু এই ৫ পাঁচ সমাজে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—

চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃস্থানং যশোরা বাহব স্তথা।
উরুদ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফতেয়াবাদকঃ॥
গুহ্যানি বাজবশ্চৈব অন্য স্থানঞ্চ পুরীষং।
এতে বঙ্গজভাবাশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥

ইহাতেও ৫ পাঁচটী সমাজের পরিচয় পাওয়া যায়; তদিতর স্থানকে পুরীষ সদৃশ করা হইয়াছে।

(১) ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশজো ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥

বসন্তরায় কৃত যশোহরের নূতন সমাজ কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হয় নাই। কারণ, যশোহর সমাজ চন্দ্রদ্বীপের কুলাচার্য্যগণের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ঐ সমাজ সৃষ্ট হইবার সময় হইতেই মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মহাশক্তি সংযোগে তত্রত্য কুলীনগণ দ্বারা স্বতন্ত্ররূপে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

মানবগণ মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ম দৃষ্ট হয় যে, যাহারা সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া অন্ধের ন্যায় পরমুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে চাহে, তাহারা তৎতদ্‌বিষয়ে উন্নত বা গৌরবান্বিত হইতে পারে না; বরং পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে ফয়তাবাদ সমাজ গঠিত হওয়ার পরে, চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশীয় রাজা কন্দর্প নারায়ণের সময় হইতে যশোহর নগরে বসন্ত রায়ের দ্বারা "যশোহর সমাজ" নামে একটি নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দ্বারা যশোহর সমাজ বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়া উঠে। এই নূতন সমাজের অধিকাংশ কুলীনের আদি স্থান চন্দ্রদ্বীপে ছিল। ফলতঃ যিনিই যেথানে কোন নূতন সমাজ স্থাপন করুন না কেন, চন্দ্রদ্বীপ হইতে কুলীন গ্রহণ ব্যতীত বঙ্গজ কায়স্থ সমাজ গঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু চন্দ্রদ্বীপের রাজগণই বঙ্গজ কায়স্থের সমাজপতি থাকায় মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিয়ৎ পরিমাণে মানসিক কষ্ট অনুভব করিতেছিলেন। কালক্রমে প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত, চন্দ্রদ্বীপের রাজা কন্দর্পের পুত্র রাজা রামচন্দ্রের বিবাহ হয়। প্রবাদ আছে, "যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্য বিবাহ রাত্রিতে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্রকে বিনাশ করিয়া চন্দ্রদ্বীপ জয় করতঃ কায়স্থের সমাজপতি হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু নব বিবাহিতা পত্নী বিন্দুমতীর কৌশলে এবং রামচন্দ্রের ভৃত্য মোহন মালের অসীম সাহসিকতায় প্রতাপাদিত্যের অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

ফয়তাবাদ সমাজ কাহার দ্বারা কি প্রকারে গঠিত হইয়াছিল, তত্তাবৎ নির্ণয় করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তৎপ্রসঙ্গক্রমে যশোহর ও ইদিলপুর সমাজের গঠন প্রণালী অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে ফয়তাবাদের সীমা ইত্যাদি সম্বন্ধে লিখিত হইতেছে।

বর্ত্তমান ফয়তাবাদের উত্তর এবং পূর্ব্বদিকে পদ্মানদী, পশ্চিমে চন্দনানদী

দক্ষিণে ভুরঘাটের খাল বা ইছামতী। (১) ইহার দক্ষিণেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগের দক্ষিণাংশেই অধিকাংশ কুলীনের বাসস্থান রহিয়াছে। অর্থাৎ ফয়তাবাদের দক্ষিণ অংশে কোন এক গ্রামে যেমন বহু সংখ্যক কুলীনের বাস থাকা দৃষ্ট হয়, উত্তরভাগে একমাত্র ভাজনডাঙ্গা ব্যতীত অন্যত্র তদ্রূপ বসতি দৃষ্ট হয় না। উত্তর ভাগের কোন কোন স্থানে যদিও অতি অল্প সংখ্যক কুলীনের বাস থাকা দৃষ্ট হয়, তাঁহারাও আবার প্রায়ই দক্ষিণাংশের পরিচয়ে পরিচিত।

ফয়তাবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানের কুলীনগণ ফয়তাবাদ সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচিত। যথা,—

১। পূর্ব্ব আলগীর চক্রপাণি বসু এবং পশ্চিম আলগীর গাব বসু।

২। ধুতুরাহাটীর পদ্মনাভ ঘোষ।

৩। গয়েরপুরের রায় আখ্যাত আঁশ গুহ।

৪। কাঁইচেলের পদ্মনাভ ঘোষ।

৫। পশ্চিম আলগী ও ভাজন ডাঙ্গার এড় গুহ।

৬। গোঁড়দিয়া ও আপরার রায় আখ্যাত আঁশ গুহ।

৭। মোচনার পদ্মনাভ ঘোষ।

নবম অধ্যায়।

বর্ত্তমান সময়ে নিম্নলিখিত কুলীনগণ, বঙ্গজ কায়স্থের সকল সমাজে কুলীন বলিয়া স্বীকৃত ও সুপরিচিত।

১। ফরিদপুর জেলার অধীন ফয়তাবাদের অন্তর্গত উলপুরের "রায় চৌধুরী" আখ্যাত বৎস বসু।

২। ঢাকা জেলাস্থ বিক্রমপুর সমাজাধীনে মালখানগরের বৎস বসু। এবং পারুলদিয়ার ছয়কড়ির সন্তান কার্ণ্য ঘোষ।

৩। বরিশাল জেলাস্থ—বাকলা সমাজে নথুল্যাবাদের "মিত্র" আখ্যাত বৎস বসু।

---

(১) প্রাচ্যাং পদ্মা উদীচ্যাঞ্চ পশ্চিমে চন্দনা স্থিতা।
দক্ষিণে চন্দ্রদ্বীপশ্চ এবং ফয়তাবাদঃ স্মৃতঃ॥

উক্ত তিন বসু—বংশ এক গোপাল বসুর সন্তান। গোপাল বসু কাশীতে ২২ বার পুরশ্চরণ করিয়া সিদ্ধপুরুষ হইয়াছিলেন। এবং ইহাঁদের উন্নত অবস্থা হেতু বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে সুপরিচিত ও বিশেষ গৌরবান্বিত।

৪। ঐ জেলাস্থ—বাকলা সমাজে গাভা ও লক্ষ্মণকাঠীর "দস্তীদার" আখ্যাত ঘোষ বংশ। ইহাঁরা সদানন্দ ঘোষের সন্তান।

৫। ঐ জেলাস্থ নরোত্তমপুর, ভাতশালা ও কাশীপুরের পদ্মনাভ ঘোষ "রায়" আখ্যাত। নরোত্তম পুরের ঘোষ "রায় আখ্যাত।

৬। ঐ জেলার বানরী পাড়ার "ঠাকুরতা" আখ্যাত গুহ বংশ। ইহাঁরা গুও গুহ, নয়ন গুহ ঠাকুরতার সন্তান।

৭। ঐ জেলাস্থ কাঁচাবালিয়ার "বিশ্বাস" আখ্যাত গুহ বংশ। ইহাঁরা এড় গুহ, দশরথগুহের সন্তান।

৮। ঐ জেলাস্থ হানুয়ার গুহবংশ, ইহাঁরা বিনগুহ, নন্দন গুহের সন্তান।

৯। ঐ জেলাস্থ চাঁদশির "মজুমদার" আখ্যাত বসুবংশ, ইহাঁরা চক্র-পাণি বসু, যুধিষ্ঠিরের সন্তান।

১০। ঐ জেলাস্থ দেহেরগাঁতি ও রৈভদ্রদীর বসুবংশ, ইহাঁরা পুর বসু। থাক বসুর সন্তান।

উক্ত ৩ হইতে ১০ পর্য্যন্ত স্থানগুলি সমস্ত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে বাকলা সমাজের অন্তর্গত।

ফয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ কুলজ।

১। চান্দড়ার ঘোষ—কার্ণ্যবংশে দিগম্বরের সন্তান।

২। রামনগরের পৃথ্বীধর বসু—রায় কেশবের সন্তান।

৩। পশড়ার চক্রপাণি বসু—

৪। ইদিলপুরের কার্ণ্য ঘোষ—ইহাঁরা কমল নারায়ণ রায়ের বংশ-ধর।

এতদ্ভিন্ন আরো অনেক কুলজ আছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সবিশেষ না জানা প্রযুক্ত লেখা গেল না।

৫। জফরা কান্দির ও হাঁসড়ার কার্ণ্য ঘোষ।

যশোহর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন, (১) যথা—

১। টাকী শ্রীপুরের বৎস ও পৃথ্বীধর বসু এবং আঁস গুহ।

২। হাউলি কাড়াপাড়া, টাকী শ্রীপুরের রায় আখ্যাত পরমানন্দের সন্তান গাব বসু, নুরনগর ও রামনগরের আঁস গুহ, রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র রামকান্তের সন্তান। ইহাঁরা রাজজ্ঞাতি এবং অপর পুত্র চাঁদরায়ের সন্তান বর্ত্তমান রাজবংশ বটে।

দশম অধ্যায়।

মূল বা

সাধারণ বংশাবলী।

ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্রের বংশাবলীতে যে সকল সন্তানের বংশাভাব, তাঁহাদের নাম অনাবশ্যক হেতু পরিত্যক্ত হইল, অর্থাৎ এই পুস্তকের বংশাবলী বিভাগে তাঁহাদের নাম লিখিত হইল না। কুলাচার্য্যের গ্রন্থে একজনের দশটী পুত্রের নাম লেখা আছে। অথচ ঐ দশজনের মধ্যে কেবল দুইটি পুত্রের বংশধরেরা বর্ত্তমান আছেন। অন্য আটটি পুত্রের মধ্যে কেহ হয়ত অকৃতদারে কেহবা নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নামগুলি অকারণ লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হয়। তবে বিশেষ পরিচয় উপলক্ষে এরূপ বংশহীন ব্যক্তির নাম কচিৎ লিখিত হইল।

---

(১) এস্থলে যশোহর সমাজের সমস্ত কুলীনের পরিচয় না লিখিয়া, ফরক্কাবাদের সহিত যাঁহাদিগের সংস্রব আছে, তাঁহাদিগেরই পরিচয় লিখিত হইল।

বসুবংশ।

আদিশূরের যজ্ঞে আনীত।
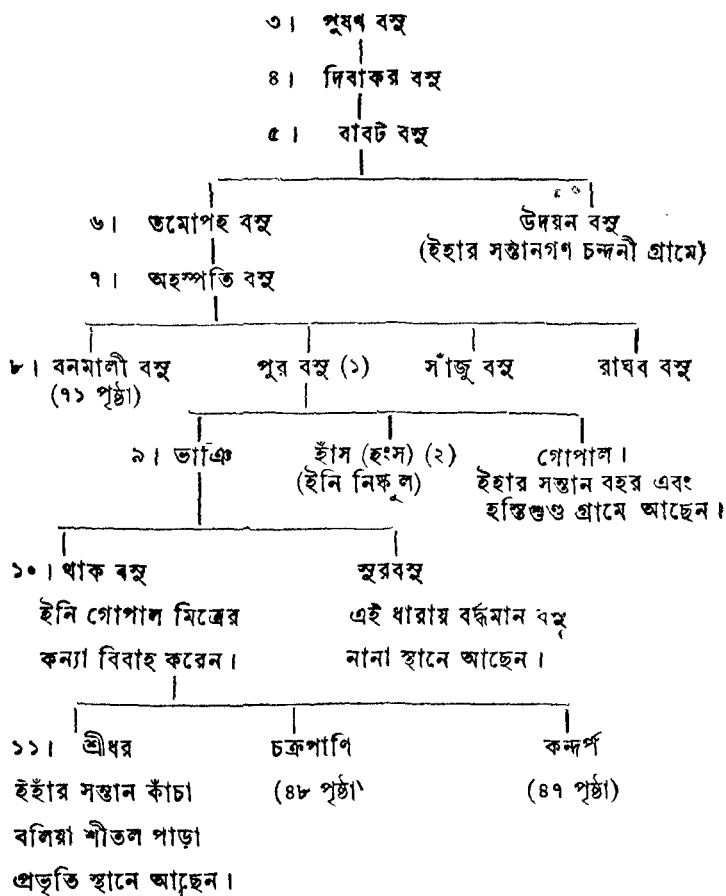
(১) এই পুর বসু আপন কন্যা হিংসেনকে দান করায় ভ্রাতা সাঁজু বসু ও রাঘব বসু উক্ত পুর বসুকে অতিশয় ভর্ৎসনা করেন; তাহাতে পুর বসুর অভিসম্পাতে রাঘব নির্ব্বংশ এবং সাঁজু নিষ্কুল হন, উক্ত সাঁজুর সন্তানগণ ভাতশালা ও সতীগ্রামে আছেন। বসুবংশে বনমালীর কুলই বিশুদ্ধ ছিল।

(২) এই হংস বসু, পিতার সহিত পরিহাস করণাপরাধে পিতৃ অভিসম্পাতে নিষ্কুল হন। ইহাঁর সন্তানগণ বাজু সমাজে নটাখোলা, অম্বরপুর প্রভৃতি স্থানে আছেন, এবং নটাখোলার এক শাখা ফরতাবাদে ভাজনডাঙ্গা গ্রামে বাস করেন, তাঁহারাও মজুমদার আখ্যায় পরিচিত। কিন্তু ভাজন ডাঙ্গায় মজুমদার বলিতে শুদ্ধ মজুমদারকেই বুঝায়।

ধাক বসুর সন্তান

- ১১। কন্দর্প
- ১২। মার্কণ্ড।
- ১৩। উষাপতি।
- ১৪। বলভদ্র (১)
  - ১৫। রাজা পরমানন্দ রায়
    - ১৬। রাজা জগদানন্দ রায়
      - ১৭। রাজা কমল নারায়ণ ওরফে কন্দর্প রায়।
        - ১৮। রাজা রামচন্দ্র রায়
          - ১৯। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ
            ইনি একজন মহা যোদ্ধা ছিলেন; কিন্তু যবনের সহিত মিলিত হইয়া জাতিচ্যুত হন।
        - রাঘবেন্দ্র রায়। ইহাঁর সন্তান টাকী ও জামালপুরে বাস।
          - রাজা বাসুদেব
            - ২০। রাজা প্রতাপ নারায়ণ।
              - কন্যা
                গৌরীচরণ মিত্র বিবাহ করেন। তৎপুত্র উদয়নারায়ণ মিত্র দৌহিত্র সূত্রে চন্দ্রদ্বীপের বর্ত্তমান মিত্ররাজবংশের আদি পুরুষ।
      - রাজবল্লভ
        ইহাঁর সন্তান ইদিলপুরে।
    - রাম রায়।
      ইহাঁর সন্তানগণ দেহের গাথী বৈভদ্রদী কেহ ২ বর্জ্জনীয় স্থানে বাস।
  - ভুবনানন্দ বসু
  - প্রমদন বসু
  - শ্রীশ বসু

---
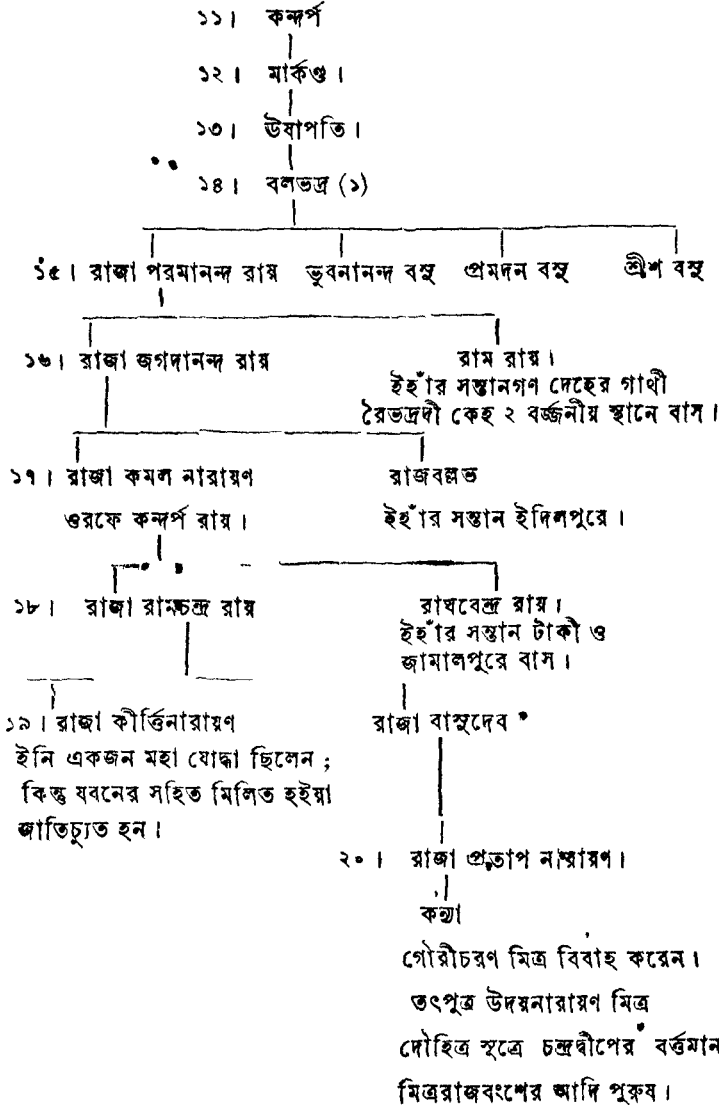
(১) এই বলভদ্র চন্দ্রদ্বীপের বসুরাজাদিগের আদি, যেহেতু ইনি সেনরাজবংশের রাজা জয়দেবের কন্যা বিবাহ করেন। এবং পুত্র পরমানন্দ দৌহিত্র সূত্রে রাজা হন।
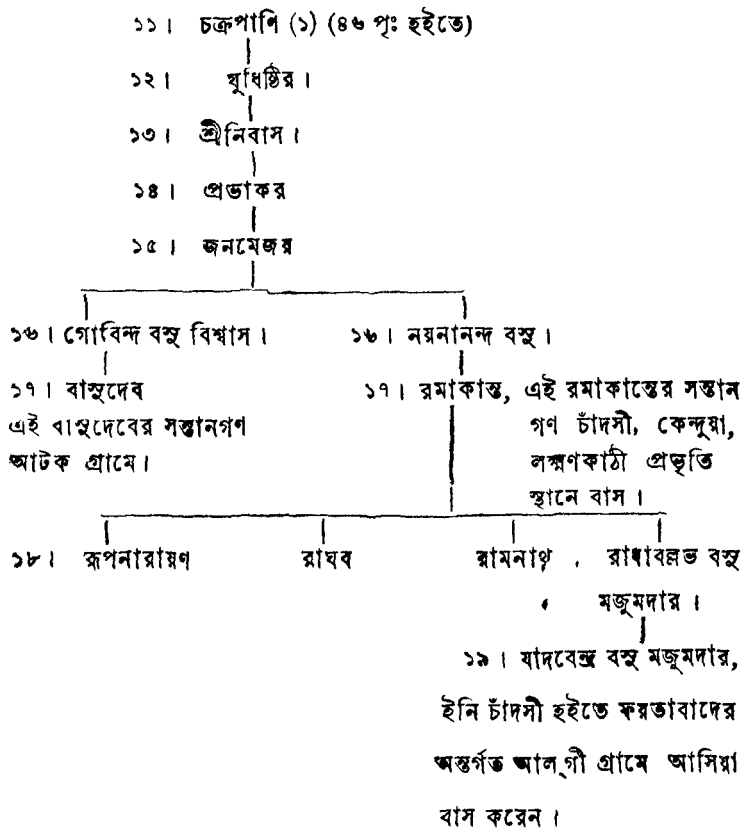
তস্য মাতামহঃ কৃতী জয়দেবো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপস্য ভূপালঃ সেন বংশ-সমুদ্ভবঃ॥

(১) এই চক্রপাণির পুত্র যুধিষ্ঠির ব্যতীত দুর্য্যোধনাদি আরও ১০ জন ছিলেন। তন্মধ্যে গোবিন্দ বসুর বংশব্যতীত অন্য কাহারও বংশের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই গোবিন্দ বসুর সন্তানগণের কর্ণাভরণ ও কণ্ঠাভরণ উপাধি আছে। কড়াপুর, নিজ সাবাজপুর প্রভৃতি স্থানে বাস।
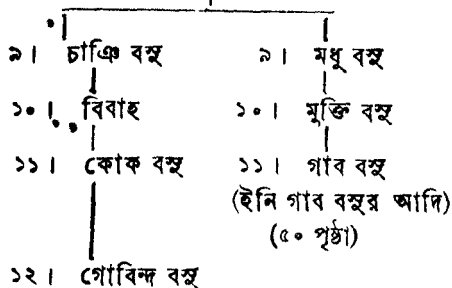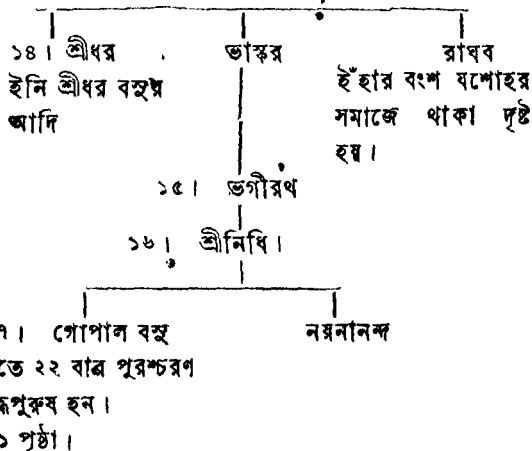
(১) এই বৎস বসুর ১১ পুত্র; যথা—ভাস্কর, রাঘব, মহেশ্বর, চণ্ডী, শ্রীধর, রাম, শ্রীনাথ, সুরেশ্বর, সর্ব্বানন্দ, পরাশর, তন্মধ্যে ভাস্কর রাঘব ও শ্রীধর বসুর বংশ দৃষ্ট হয়, তাহাই বংশাবলীতে লিখিত হইল।

(৪৯ পৃঃ হইতে)

---
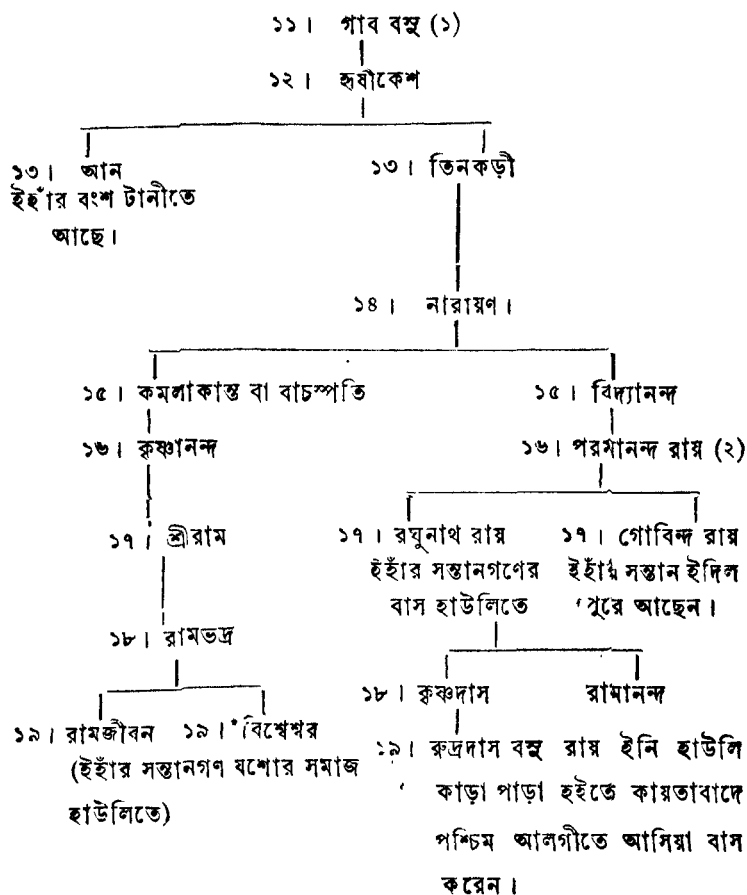
(১) গাববংশে কুলং নাস্তি পরমানন্দ সুতং বিনা। (কুলকারিকা।)

(২) এই পরমানন্দ, রাজা বসন্ত রায়ের কন্যা বিবাহ করেন। এবং পরমানন্দ কাঠিতে প্রথম বাস ছিল। ঘটকগণ কর্তৃক এই পরমানন্দ এবং ইহাঁর সন্তানগণ কুলীন বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিলেন, ইহাঁর বংশধরগণ রায় উপাধিতে খ্যাত আছেন। যশোহর সমাজে পরমানন্দের জ্ঞাতিগণও কুলীন শ্রেণীভুক্ত আছেন। চন্দ্রদ্বীপের গাব বংশজ।

বৎস বংশে—
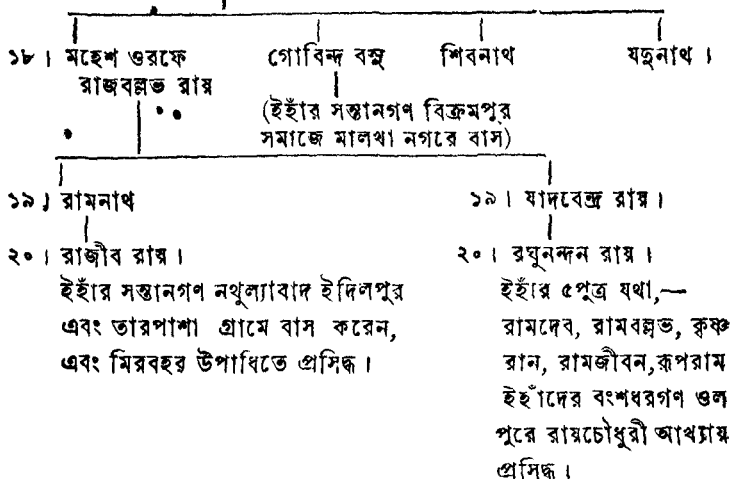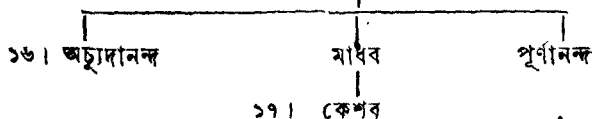
এই কেশব, রাজা প্রতাপাদিত্যের মাতুল জন্য ইহাঁকে রায় কেশব

---

(১) বর্ত্তমান সময়ে এই গোপাল বসুর সন্তানগণ বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে বিশেষ সম্মানিত কিন্তু প্রাচীন মিশ্র কারিকায় ইহাদের কুলগৌরব কিছুই বর্ণিত হয় নাই। উক্তকারিকায় ইহাদের অপেক্ষা পদ্মনাভ ঘোষ ও চক্রপাণী বসুর কুলগৌরব বহুলভাবে দেখান হইয়াছে, তবে আধুনিক কুলাচার্য্যগণ এই গোপাল বসুর কুল সম্বন্ধে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন, বোধ হয় গোপাল বসুর সময় হইতে ধনসম্পত্তি ও জনতা প্রভৃতি গৌরবের সহিত সংমিশ্রণে কুলগৌরব যথেষ্ট হইয়াছে।

(২) এই রামানন্দ বসু মহাতাপস ছিলেন, ইহাঁর মোহন্ত উপাধি ছিল, এবং ইনি অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতির দীক্ষাগুরু ছিলেন প্রমাণ মিশ্রকারিকা ৬৬পৃষ্ঠা যথা,—

তুরীয় ব্রহ্মবিজ্ঞেয়ো রামানন্দো মোহান্তকঃ।
দ্বিজাদি সর্ব্বজাতিনাং দীক্ষাগুরুস্তথা স্মৃতঃ॥

বলিয়া থাকে এবং ইহাঁর সন্তানগণের এক ধারা কয়তাবাদে রামনগর গ্রামে কুলজভাবে আছেন। তাঁহারা রায় কেশবের সন্তান বলিয়া খ্যাত।
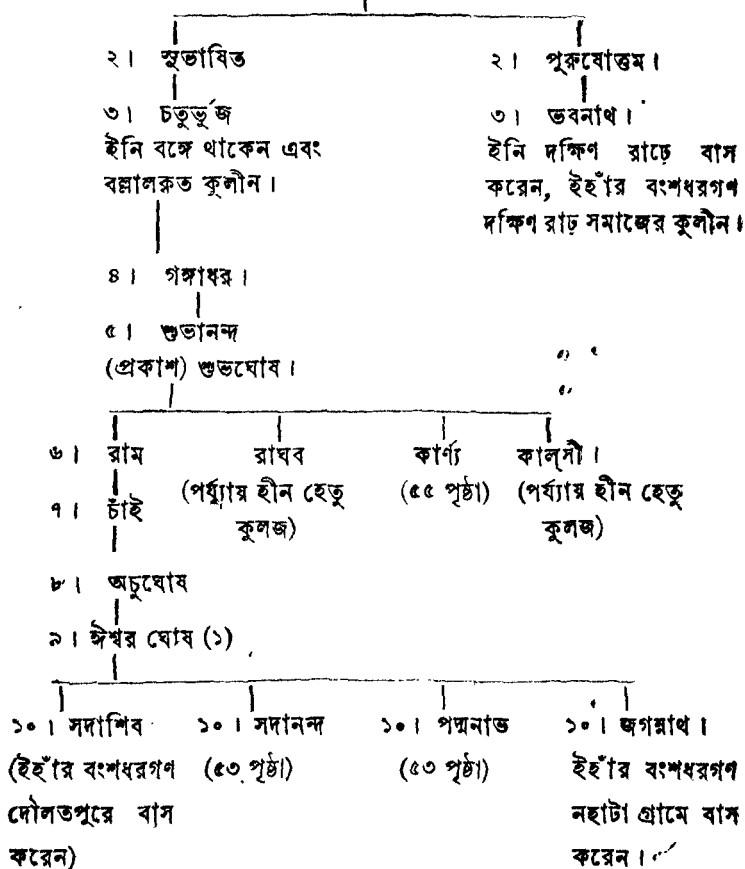
(১) এই ঈশ্বর ঘোষের ১০ পুত্র, যথা, জন, হরি, জগন্নাথ, আড, শম্ভু, নিধি, সদাশিব, পদ্মনাভ, সদানন্দ, ও কাউ। এই দশ পুত্রের মধ্যে সদাশিব, সদানন্দ ও পদ্মনাভ এই তিন জনের সন্তান শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া সম্মানিত। এবং জগন্নাথ সহ যে ৪ জনের বংশ থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাই লিখিত হইল।
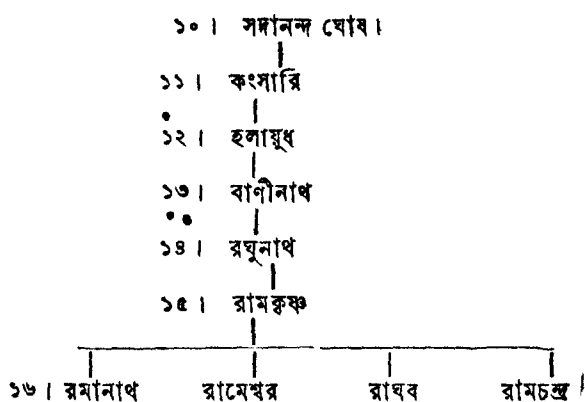
ইহাঁদের সন্তানগণ চন্দ্রদ্বীপে গাভা, লক্ষ্মণকাঠী বাস করেন। গাভায় দস্তীদার আখ্যায় প্রসিদ্ধ।

---
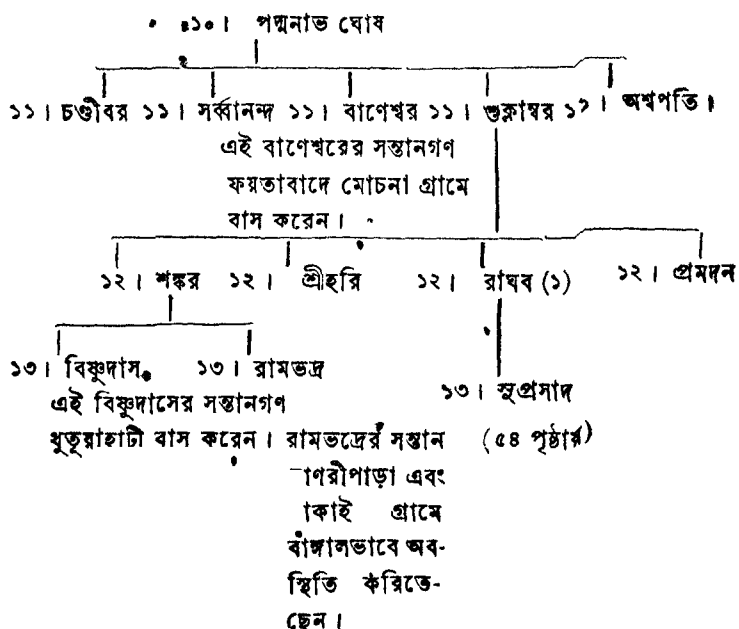
(১) এই রাঘবের সুপ্রসাদ ও যদুনাথ প্রভৃতি ১১ টি পুত্র, তন্মধ্যে যদুনাথের সন্তান ভাতশালা ও কাকোবধা গ্রামে প্রসিদ্ধ।
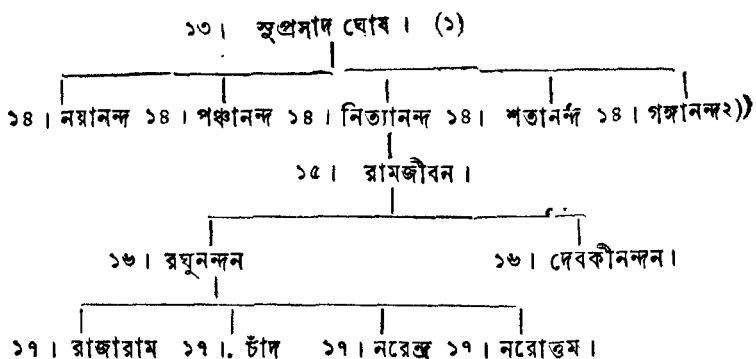
ইঁহাদের সন্তানগণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে নরোত্তমপুরে বাস করেন। এই নরোত্তমের নামানুসারে গ্রামের নাম নরোত্তমপুর হইয়াছিল।

---

(১) সুপ্রসাদের ৫ পুত্র মধ্যে নয়ানন্দ, পঞ্চানন্দ প্রভৃতির সন্তানগণ রায়পাশা, থাপুরা, দেহের গাতী, উজীরপুর, কাঁঠালিয়া এবং বিক্রমপুরের অধীন ভরাকৈ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেন।

(২) এই গঙ্গানন্দ নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর পর তাঁহার কুশ সংস্কার হইয়াছিল, তৎপর দেশে প্রত্যাগমন করায় লোকে তাঁহাকে 'পোড়াগঙ্গা' বলিত, এবং তাঁহার বংশধরগণকে এখনও "পোড়াগঙ্গার" বংশ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

---

(১) কার্ণবংশে কুলংনাস্তি ছয়কড়ি সুতং বিনা দিগম্বরশ্চ শ্রীকণ্ঠ প্রধানং কুলজঃস্মৃতঃ।
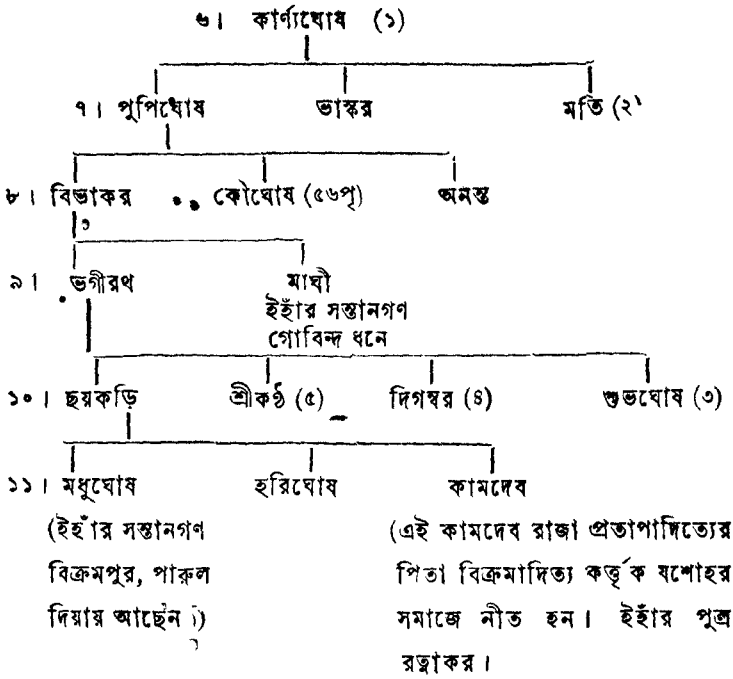
কুলকারিকা।

অর্থাৎ কার্ণবংশে কেবল ছয়কড়ি ঘোষের সন্তানগণের কুল আছে। তাঁহারা বিক্রমপুর পারুলদিয়া গ্রামে বাস করেন। দিগম্বর এবং শ্রীকণ্ঠের সন্তান প্রধান কুলজ।

(২) মতি ঘোষ নিষ্কুল। তাঁহার সন্তানগণ বাজু সমাজে চারিপাড়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

(৩) এই শুভঘোষের বংশধরগণ "শুভঘোষ বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কুলহীন অবস্থায় আছেন।

(৪) এই দিগম্বরের সন্তান কয়তাবাদ অধীনে চান্দরা গ্রামে বাস করিতেছেন, ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ কুলজ বটে, দুঃখের বিষয় তাহারা বংশাবলী বা বংশবৃত্তান্ত কিছুই দিতে পারেন নাই।

(৫) শ্রীকণ্ঠের সন্তান ভাতশালায় আছেন, তাঁহার এক ধারা কয়তাবাদ জফরাকান্দীতে বাস করেন।

(১) এই কোমলনারায়ণ রায়চৌধুরী ইদিলপুর পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রদ্বীপ এবং যশোহর সমাজ হইতে কুলীন আনিয়া ইদিলপুরে স্থাপন করেন।
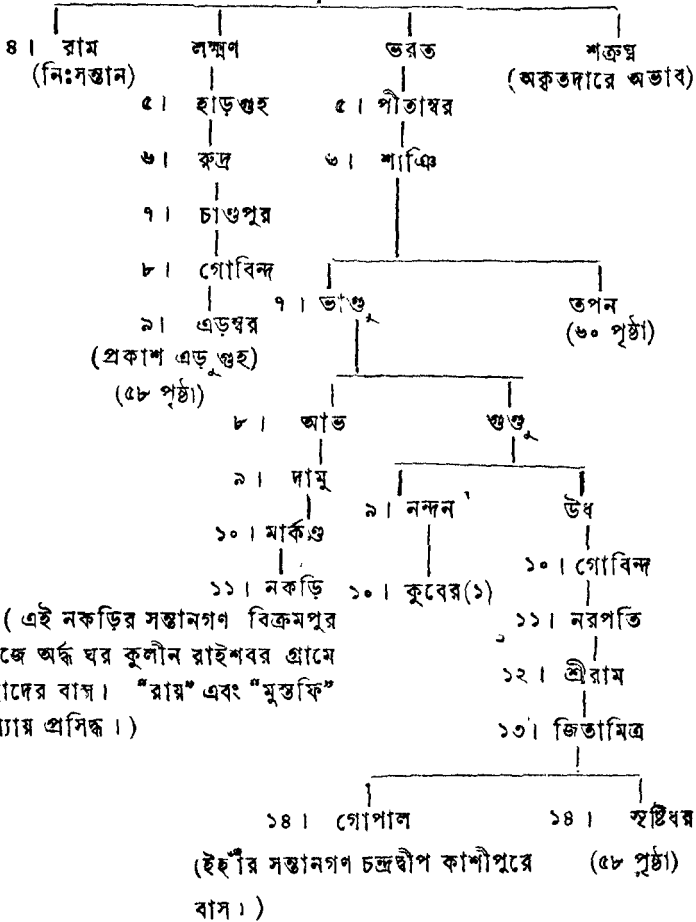
(১) এই বংশের রাঘবেন্দ্র রায় ময়মনসিংহ জেলার কাগমাইর পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধরগণই সন্তোষের বিখ্যাত জমীদার।

গুহ বংশের—

১৪। সৃষ্টিধর গুহ। (৫৭ পৃষ্ঠা)

১৫। রাঘব গুহ বিশ্বাস
(ইহাঁর সন্তান চন্দ্রদ্বীপে সাহাজিরা গ্রামে বাস)

শ্রীপতি গুহ (দস্তিদার)
১৬। রামচন্দ্র
১৭। কৃষ্ণজীবন
(ইহাঁর পুত্র "কামদেব" ও রঘুনাথের সন্তানগণ যশোহর ইতনা গ্রামে বাস করেন।)

১৫। নয়নগুহ (ঠাকুরতা)
১৬। রামনন্দ গোবিন্দ মধুসূদন কাশীনাথ
(উক্ত নয়ন গুহ ঠাকুরতার সন্তানগণ চন্দ্রদ্বীপে বানরীপাড়া গ্রামে বাস ও প্রসিদ্ধ)

---
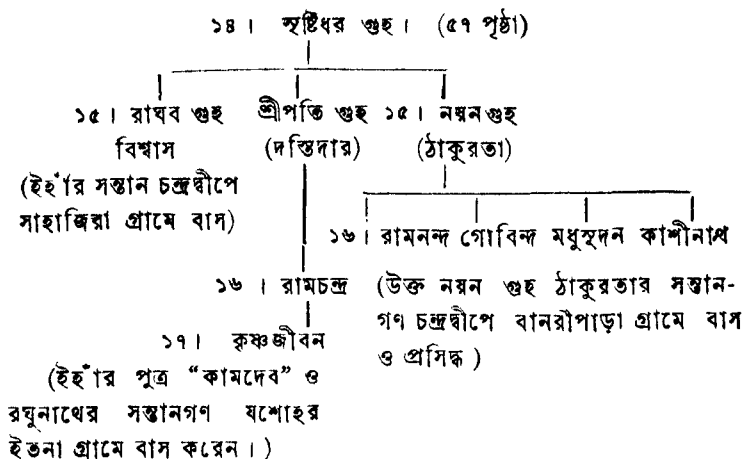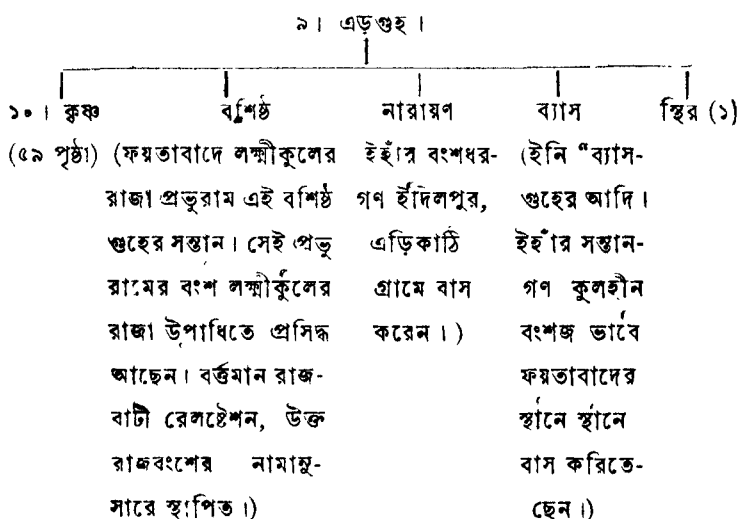
(১) স্থির গুহের সন্তানগণ মাণিকগঞ্জের অধীন বাজু সমাজে পাটপসার গ্রামে বাস করেন।

(৫৮ পৃষ্ঠার লিখিত)
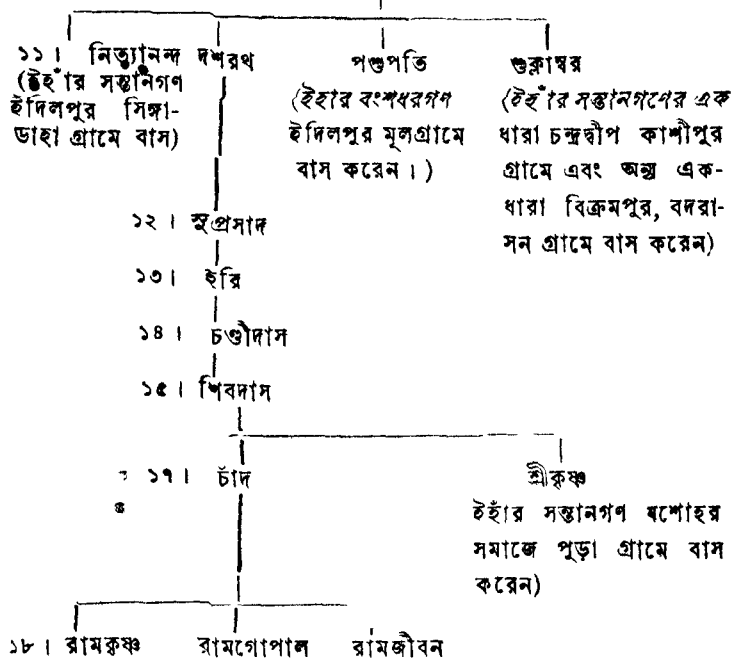
(ইহাঁদের সন্তানগণ চন্দ্রদ্বীপ কাঁচাবালিয়া গ্রামে বাস। এবং তাহার এক শাখা ফয়তাবাদে ভাজনডাঙ্গা গ্রামে মজুমদার আখ্যায় পরিচিত। দুঃখের বিষয় এই ভাজন ডাঙ্গার গুহমজুমদার বংশের বংশাবলী না পাওয়ায় পর্য্যায় সহ বিশেষ পরিচয় প্রকাশ করা গেল না? ভাজনডাঙ্গার গুহ মজুমদার, এড়গুহ ১১। দশরথের সন্তান ফয়তাবাদে; ইহাঁরাও কুলীন বলিয়া পরিচিত।
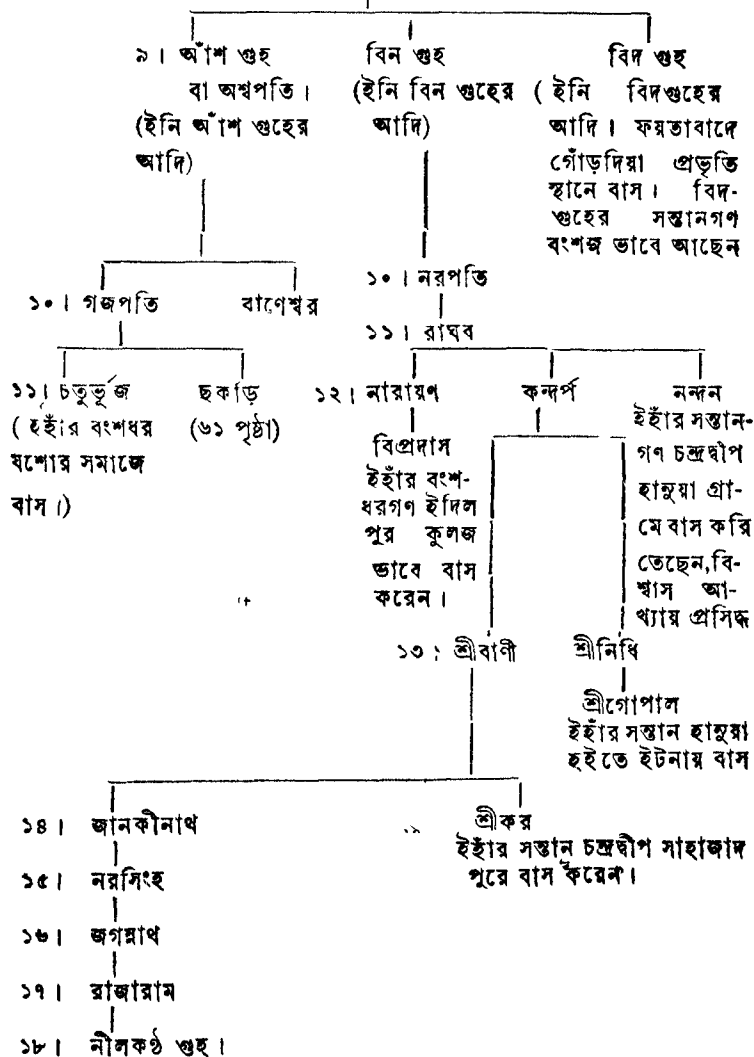
ইনি হানুয়া হইতে বাজু সমাজে পাট পাশা জয়পুরে পরাণ বসুর ভগিনী বিবাহ করতঃ পরে ফয়তাবাদের অধীন মাধবপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁর বংশাবলী ও বংশ বৃত্তান্ত লিখিত হইল।

৬০ পৃষ্ঠায় লিখিত—অংশবংশে

১১। ছয়কড়ি গুহ।

১২। রামচন্দ্র

১৩। ভবানন্দ — ১৩। গুণানন্দ — ১৩। শিবানন্দ। (নিম্নে)

১৪। মহারাজ বিক্রমাদিত্য (ভবানন্দের পুত্র)

১৪। মহারাজ বসন্ত রায় (গুণানন্দের পুত্র)

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র:

১৫। মহারাজ প্রতাপাদিত্য

ভূপতি (ইঁহার বংশধরগণ ভুলুয়াতে বাস।)

১৬। উদয়াদিত্য (নিঃসন্তান) (প্রতাপাদিত্যের পুত্র)

মহারাজ বসন্ত রায়ের পুত্র:

১৫। গোবিন্দ (নিঃসন্তান)

রাঘব বা কচুরায় (নিঃসন্তান)

রাজা চাঁদ রায়

রামকান্ত

ইহাঁদের বংশধরগণ যশোর সমাজ টাকী শ্রীপুর ও মুর নগর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। এই রামকান্তের সন্তানের এক ধারা ফয়তাবাদ আপরা গ্রামে বাস। রায় উপাধিতে প্রসিদ্ধ।

মিত্র বংশাবলী।

আদিশূরের আনীত,—

১। কালিদাস মিত্র।

২। অশ্বপতি (ইনি বঙ্গজ মিত্রবংশের আদি।)

২। শ্রীধর (ইনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রবংশের আদি।)

৩। তারাপতি (ইনি বল্লালকৃত কুলীন

৪। গোঠ মিত্র।

৫। গহন মিত্র

বাহন মিত্র

৬। সৌরী মিত্র

৭। জৈমিত্র

পাই মিত্র (৬৩ পৃষ্ঠা)

৮। শূলপাণি — এই শূলপাণি, সমীকরণে একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পরিগণিত।

৯। তিলমিত্র

১০। বীরমিত্র (১)

১১। রঘু মিত্র—(৬৯ পৃষ্ঠা)

এই রঘুমিত্র এবং আঁশ গুহ, বিদ গুহ ও বিন গুহ ৪ জন তুল্য শ্রেণীর কুলীন ছিলেন। যথা,—

আশো বিদো বিনশ্চৈব গোবিন্দ রঘু মিত্র কৌ
এতে চ সমতাং যাতাঃ কর্ম্মানুসারতো বিদুঃ॥

৮ম সমীকরণ।

---

(১) এই বীর মিত্রের রঘুমিত্র ব্যতীত গোবিন্দ, বনমালী প্রভৃতি আরও ছয় পুত্র ছিল, তাহাদের বংশধরগণের উদ্দেশ পাওয়া যায় না জন্য পরিত্যক্ত হইল।
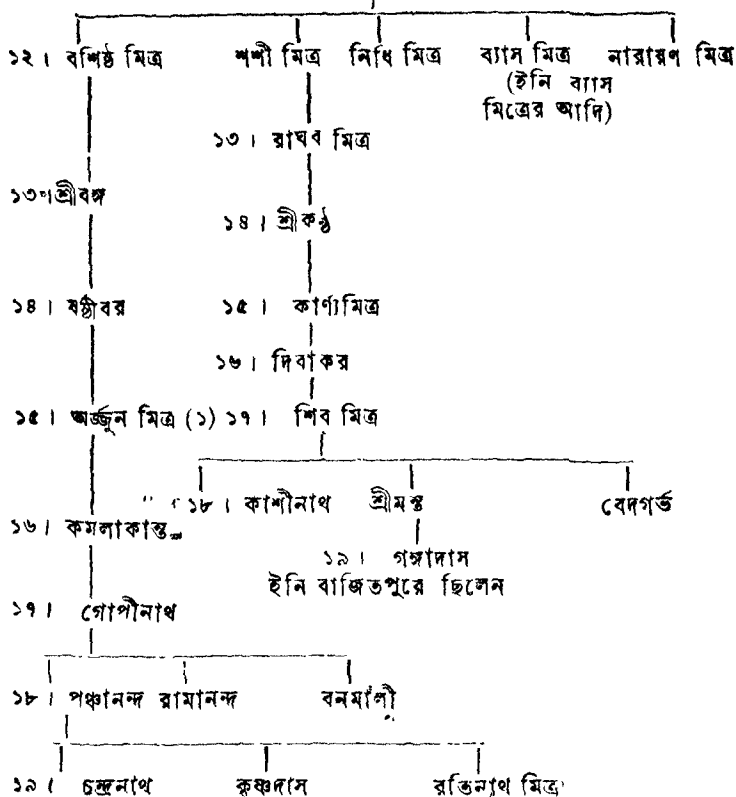
ইহাঁরা বাকলা সমাজে লক্ষ্মণ কাটিতে বাস করিতেন; কৃষ্ণদাসের সন্তান ফয়তাবাদ কাঁইচেল গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং রতিনাথের সন্তান দত্তপাড়া প্রভৃতি স্থানে আছেন।

বঙ্গজ মিত্রবংশ।

চন্দ্রদ্বীপ, ফয়তাবাদ, যশোহর, ইদিলপুর ও বিক্রমপুর প্রভৃতি সমাজে অনেক দিনাবধি মিত্রবংশের কুলীন ভার পরিলক্ষিত হয় না। বঙ্গজ মিত্র কুলে জয়ী এবং পায়ী এই দুই জনের সন্তান মাত্র বর্ত্তমান আছেন। পায়ী

(১) এই অর্জ্জুন মিত্রের তিন বিবাহ; ১৪টি পুত্র। যথা,—ত্রিপুরারি, ভুবন, জিতামিত্র, বিদ্যানন্দ, মঙ্গলানন্দ, কমলাকান্ত, চতুর্ভুজ, সিদ্ধান্ত, মৃত্যুঞ্জয়, মকর, বাচস্পতি, যোগানন্দ, ভগীরথ ও দেবানন্দ। তন্মধ্যে কমলাকান্তের বংশই দৃষ্ট হয়।

মিত্র বর্জ্জিত স্থানে বাস হেতু কুলহীন (১) হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন বা আধুনিক কোন কারিকায় জয়ী মিত্রের কুলাভাব হওয়া দৃষ্ট হয় না। জয়ী মিত্রের বংশে কোন সময় কি কারণে কাহার কুলাভাব ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণও পরিষ্কার বলিতে পারেন না। কিন্তু সকলেই কহিয়া থাকেন "বঙ্গে মিত্রবংশ কুলীন নহে; কুলজ বটে।"

বস্তুতঃ এই কুলজভাবের অন্যথায় মিত্রবংশকে কুলীন প্রতিপন্ন করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। তবে মিত্র বংশে জয়ী মিত্রের বংশধরগণ পূর্ব্বে সমাজে কি ভাবে ছিলেন, এবং এখনি বা কেন কুলজভাবে আছেন, তাহাই কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে।—এখন সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ দ্বারা মিত্রবংশ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতগুলি আলোচিত হয়, ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাজু সমাজের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত মৌলিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত "কায়স্থ বংশাবলী" নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, জয়ী মিত্র ঔরস পুত্র না থাকায় দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন; সেই জন্য জয়ী মিত্রের বংশধরগণ কুলহীন হইয়াছেন। ইহা কেবল মুখের কথা ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষিত হয় নাই। আবার স্বর্গীয় শশিভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত মিশ্রকারিকায় (২) লিখিত হইয়াছে, জয়ী মিত্রের পর্য্যায়াভাব জন্য তিনি কুলজ। এই মুদ্রিত মিশ্রকারিকায় জয়ী মিত্রের বংশধরগণের কোন নাম উল্লেখ করা হয় নাই, অথচ বংশাবলী ও কুলদীপিকা (৩) এবং সমীকরণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে জয়ী মিত্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ১০। রঘুমিত্র একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন থাকা লিখিত হইয়াছে যথা,—

রঘুরেব রঘুর্জ্জয়ো বীর-মিত্র-সমুদ্ভবঃ।
তদ্দীপো ধরণীধন্যা যত্র যত্র স্থিতো রঘুঃ।
কুলীনঞ্চ বিজানীয়াৎ সর্ব্বভিগুর্ণকৈ র্যুতং।
তথৈব রঘুমিত্রশ্চ কুলীনঃ কুলতিলকঃ।
কুলীন স্তৎসমশ্চৈব ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।

---

(১) হংস, চন্দ্র, কীর্ত্তি, পায়ী, এই চারিজনের কুল নাই।
[কুলাচার্য্যগণের উক্তি।

অর্থাৎ হংসবসু, চন্দ্রঘোষ, কীর্ত্তিগুহ এবং পাই মিত্র এই ৪ জনের কুলাভাব, এ কথা প্রাচীনকাল হইতে কথিত হইতেছে।

(২) ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত। (৩) রামানন্দমিশ্রকৃত।

গুণে চ বাসবসমো রূপে কন্দর্পসন্নিভঃ।
মানে চ কৌরবঃ সাক্ষাৎ দানে কর্ণসমস্তভূৎ।
গণপতিসমো বিদ্বান্ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।
বৃহস্পতি সমো বাগ্মী জ্ঞানে চ শঙ্করো যথা।
যুদ্ধেঽর্জ্জুন সমানশ্চ বিচারে রাঘবোপমঃ।
স মহাভাগস্ত সুতা যত্র যত্র বসেদ্ ধ্রুবং।
তত্র তত্র কুলং তেষাং পতনং নহি বিদ্যতে॥

কুলদীপিকা।

ইহা দ্বারা অতি পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে, বীরমিত্রের পুত্র রঘু মিত্র সর্ব্বগুণালঙ্কৃত একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন ছিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণ যে যে স্থানে বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহারা কুলীন বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহাদের কুলের পতন হয় নাই।

তৎপর সমীকরণে লিখিত হইয়াছে, যথা,—

১। গুহো রুদ্রশ্চ শাক্রিশ্চ কার্ণ্য পীতাম্বরাখ্যকৌ।
তথা শূলপাণি মিত্রঃ পঙ্‌ক্তৌ সমতাং গতাঃ।

অর্থাৎ গুহ বংশের রুদ্র গুহ, শাক্রি গুহ, কার্ণ্য গুহ, পীতাম্বর গুহ এবং মিত্র বংশের শূলপাণি মিত্র এই পাঁচ জন তুল্য শ্রেণীর কুলীন। এই শূলপাণি মিত্রই জৈ মিত্রের পুত্র, ইনি পোষ্য পুত্র হইলে ইহাঁর সমীকরণ কি প্রকারে হইল? বানরীপাড়ার গুহ ঠাকুরতা উক্ত শাক্রি গুহের বংশধর। শাক্রি এবং শূলপাণি সমপর্য্যায় বিশিষ্ট তুল্য শ্রেণীর কুলীন ছিলেন, সুতরাং শূলপাণি মিত্র যে জৈ-মিত্রের ঔরসপুত্র, তাহার সন্দেহ নাই।

২। আশো বিদ বিনশ্চৈব গোবিন্দ রঘু মিত্রকৌ।
এতে চ সমতাং যাতা কর্ম্মানুসারতো বিদুঃ॥

অর্থাৎ আশ গুহ, বিদগুহ ও বিন গুহ এবং গোবিন্দ ও রঘু মিত্র এই জন এক সমান কুলীন।

মিত্রকারিকা, রঘুমিত্রের অধস্তন ৫।৬ পুরুষের পরে রচিত হওয়া সপ্রমাণ হইতেছে। যেহেতু ঘোষ বসু প্রভৃতি অন্যান্য বংশের ১৬।১৭ পর্য্যায়ের ব্যক্তির নাম ঐ পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে, অত্রাবস্থায় জয়ী মিত্রের পুত্র ৮। শূলপাণি এবং ১০ম পর্য্যায়ের রঘু মিত্রের নাম বংশাবলীতে প্রকাশিত না হওয়া একটি আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

নন্দী মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ যে, উহার কতক অংশ বাটিকামারী নিবাসী মাননীয় ৺ জানকীনাথ শিরোমণির নিকট এবং কতকাংশ গুরুচরণ চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই দুই জনের কেহই কুলাচার্য্য নহেন। অথচ তাঁহারা কি উপায়ে উক্ত পুস্তকাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার কিছুই প্রকাশ নাই। আবার, উক্ত পুস্তকে ঘোষ বসু প্রভৃতির বংশাবলীতেও অনেক নাম পরিত্যক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। ইহাতে নন্দী মহাশয়ের প্রকাশিত উক্ত পুস্তক অসম্পূর্ণ ভাবে মুদ্রিত হওয়াই বিবেচিত হয়। সুতরাং মিশ্রকারিকায় জয়ী মিত্রের যে পর্য্যায়াভাব লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। জয়ী মিত্রের পর্য্যায়াভাব হইলে, অথবা চন্দ্রকান্ত মৌলিক মহাশয়ের লিখিতানুরূপ, জয়ী মিত্রের ঔরসপুত্র না থাকিলে, জয়ী মিত্রের পুত্র শূলপাণি এবং বৃদ্ধ প্রপৌত্র রঘু মিত্র ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ কুলীন কিরূপে হইলেন, ইহা বুঝা সুকঠিন। বস্তুতঃ জয়ী-বংশে রঘুমিত্রের সন্তানগণ পর্য্যন্ত পর্য্যায়হীন বা পোষ্যপুত্র জনিত কুল-নাশক কোনও দোষ ঘটে নাই, ইহা নিশ্চয়। জয়ী মিত্রের কোনও সন্তান বাজু সমাজে আদৌ না থাকায় এবং বাজু সমাজে কেবল পাই মিত্রের সন্তান-গণই বাস করিতেছেন, তজ্জন্য বোধ হয় চন্দ্রকান্ত বাবু জয়ী মিত্রের কোন অবস্থা অবগত নহেন। তাই নিজকৃত পুস্তকে জয়ী মিত্রের সম্বন্ধে প্রমাণ-হীন মন্তব্য মাত্র লিখিয়া কেবল পাই মিত্রের বংশাবলীই বিশেষরূপে লিখিয়াছেন।

অপিচ অতি প্রাচীন কাল হইতে দেখা যায়, বঙ্গে মিত্র বংশের সংখ্যা অতি অল্প। ঘোষাদি অন্য তিন বংশের প্রত্যেকের ৪ ৫ জনের সন্তান বর্ত্তমান আছেন; কিন্তু মিত্র বংশের মাত্র দুই জনের সন্তান বঙ্গে রহিয়াছেন। সুতরাং মিত্রবংশের সংখ্যা অতি অল্প থাকা নিবন্ধন কোন স্থানেই ঐ বংশের বহু লোকের একত্র বাস দেখা যায় না। যে স্থানে যে বংশের অধিক লোকের একত্র বাস আছে বা ছিল, তাঁহারা মূলে তত উচ্চ ভাবাপন্ন না হইলেও সেই স্থানে বহু জনতা হেতু বিখ্যাত হইয়া ক্রমশঃ সমাজে গৌরবা-ন্বিত হইয়াছেন। ইহা বোধ হয় চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অবশ্য স্বীকার করি-বেন। স্থান বিশেষে পদ্মনাভে বাণেশ্বরের সন্তানগণ; অন্যত্র কচুরায়ের বংশধর আঁশগুহ, এবং স্থানান্তরে ভরদ্বাজ গোত্রীয় দত্তগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

আবার প্রাচীনকালে কোন বংশের বহু জনতা মধ্যে কেহ অবস্থাপন্ন

হইলে, নানা উপায়ে সমাজে সেই বংশের উন্নত ভাবের স্থাপনা হইত। "ধনেন কুলং" কথাটা নূতন নহে, উহা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু মিত্রবংশে উল্লিখিত অবস্থাদ্বয়ের (জনতা ও ঐশ্বর্য্য) কোনটিই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জয়ী মিত্রের বংশধরগণ সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচিত না থাকিবার কারণাভাব হইতেছে না।

কুলীনের কুলজ-ভাব।

কুলীন এবং কুলজ এই দুইটি শব্দ মূলে একার্থ-বোধক।

কুল = (বংশ) × নীন (জাতার্থে) = কুলীন।

কুল + জ (যে জন্মিয়াছে) = কুলজ।

সুতরাং কুলে যে জন্মিয়াছে, তাহাকেই কুলীন ও কুলজ বলে। আবার সন্তান ধারার নাম বংশ, এবং উহারই নামান্তর "পর্য্যায়'। এই পর্য্যায়ের দ্বারা বংশের পরিচিহ্ন হইয়া থাকে। "কুল' শব্দটি শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়; তন্নিবন্ধন মহারাজ বল্লাল সেন যে বংশে আচারাদি নয়টি সদ্‌গুণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই বংশে কুল অর্থাৎ মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব থাকা প্রকাশ করিয়াছেন। মানব যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব পায়, মহাত্মা বল্লালের সেই নবগুণে, তাহার সমস্তই আছে, যাঁহারা ঐরূপ নবগুণ বিশিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই "কুলীন'। কিন্তু কুলজ অর্থে সকলেই সাধারণভাবে বুঝিয়া থাকেন, কুলীনের কুল নষ্ট হইলেই তিনি "কুলজ" হন। বস্তুতঃ তাহা সমীচীন নহে। কুলীনের পদচ্যুতি ঘটিলে কুলজভাব প্রাপ্ত হইবার একটি মাত্র বিধান থাকা দৃষ্ট হয়, যথা,—

> ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
> পদচ্যুতোঽপি তৎকুলৈঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ।
> কুর্য্যাচ্চেৎ কুল কর্ম্মাণি তত্র কুলে ক্রমাগতঃ।
> কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকার কৈঃ॥

এই বিধান চন্দ্রদ্বীপের (কুলভূষণ) কুলীনগণ এবং (গ্রন্থকার) কুলাচার্য্য-কর্ত্তৃক বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ বচনেও কুলীনের কুল নষ্ট হইবার কোন কথা নাই। পদচ্যুতি শব্দের প্রয়োগ থাকায় এইরূপ বুঝিতে হইবে যে,—কোনও কুলীন ভ্রষ্টস্থানে বাস করিলে, তাহার পূর্ণ-গৌরবের লাঘব হইয়া কুলজ আখ্যা প্রাপ্ত হইবেন। এ ভিন্ন কুলহীনত্ব দোষ ঘটিবে না।

সুতরাং ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, যাঁহারা আদি কুলীন এবং বল্লাল কর্ত্তৃক সম্মানিত, তাঁহাদের বংশধরগণ ভিন্ন স্থানে বাস জন্য কখন কুলহীন হইতে পারেন না—তবে অবস্থা বিশেষে কুলীন ও কুলজ ভাব মাত্র প্রাপ্ত হইবেন।

বাঙ্গাল-ভাব।

"বাঙ্গাল" কথাটি সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু কুলশাস্ত্র মতে "বাঙ্গাল" কাহাকে বলে, তাহা হয়ত অনেকেই অবগত নহেন। এই "বাঙ্গাল" সম্বন্ধে প্রাচীন মিশ্রকারিকায় লিখিত হইয়াছে যথা,—

পাণ্ডবৈ বর্জ্জিত-স্থানং ম্লেচ্ছাচার সমন্বিতং।
নাস্তি ভেদ কুলাচার স্তৎস্থানেষু কদাচন॥
তৎস্থানবাসিনঃ সর্ব্বে বঙ্গলাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তস্মাৎ তে চ কুলাচারাৎ বল্লালেন বহিষ্কৃতাঃ॥
বঙ্গালেন সমং কর্ম্ম কুর্য্যুশ্চ বঙ্গজা যদা।
জাতিভ্রষ্টো ভবেয়ুশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥

অর্থাৎ পাণ্ডব বর্জ্জিত (১) স্থানবাসি জনগণ অনাচারী; তথায় কোন কুলভেদ নাই, ঐ স্থানবাসীদিগকে "বাঙ্গাল" কহে। তন্নিমিত্ত তাহারা কুলবিধি হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে। কোন বঙ্গজ কায়স্থ ঐ স্থানবাসীর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইবেন। অথচ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বাকলা সমাজের কুলীনগণ ফতেয়াবাদ, ইদিলপুর প্রভৃতি সমাজের কুলীন ও মৌলিকদিগকে অযথারূপে "বাঙ্গাল" বলিয়া প্রকাশ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা একই জনের সন্তান এবং আচার ব্যবহারে তুল্য ভাবাপন্ন হইয়াও একে অন্যকে বাঙ্গাল বলিতে কুণ্ঠিত হন না। আরও অধিকতর আক্ষেপের বিষয় যে, ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ওলপুরের কুলীন মহাশয়গণও ফতেয়াবাদের অন্য কুলীন কুলজ প্রভৃতিকে বাঙ্গাল বলিতে লজ্জিত হন না। সমাজের কুলীন মহোদয়গণের জানা উচিত, ফতেয়াবাদের কায়স্থগণকে বাঙ্গাল বলিলে, কুল শাস্ত্রের বিধান মত একটি গুরুতর গালাগালি দেওয়া

---

(১) ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব-পারকে পাণ্ডব বর্জ্জিত স্থান কহে। বর্ত্তমান ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়া এবং ঢাকা জেলার পূর্ব্বাংশ হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদ মেঘনায় মিলিত হইয়াছে। ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুর, নেত্রকোণা, গৌরীপুর, কিশোরগঞ্জ, সুসঙ্গ দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থান এবং কুমিল্লা ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলা পাণ্ডববর্জ্জিত স্থান বটে।

হয়। ইহা জানিয়াও যে কি অর্থে 'বাঙ্গাল' শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহা বুঝা কঠিন। বস্তুতঃ বল্লালের বিধি-সম্মত বঙ্গজ কায়স্থগণ কখনও বাঙ্গাল আখ্যায় অভিহিত হইতে পারেন না। যেহেতু তাঁহারা কখনও ম্লেচ্ছাচারী ছিলেন না এবং এখনও নহেন। বর্ত্তমান সময়ে পাণ্ডববর্জ্জিত স্থানবাসী অধিকাংশ বংশসদাচার সম্পন্ন দৃষ্ট হয়। এবং তাঁহারা শ্রেষ্ঠ সমাজের অনেক কুলীনের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতেছেন।

---
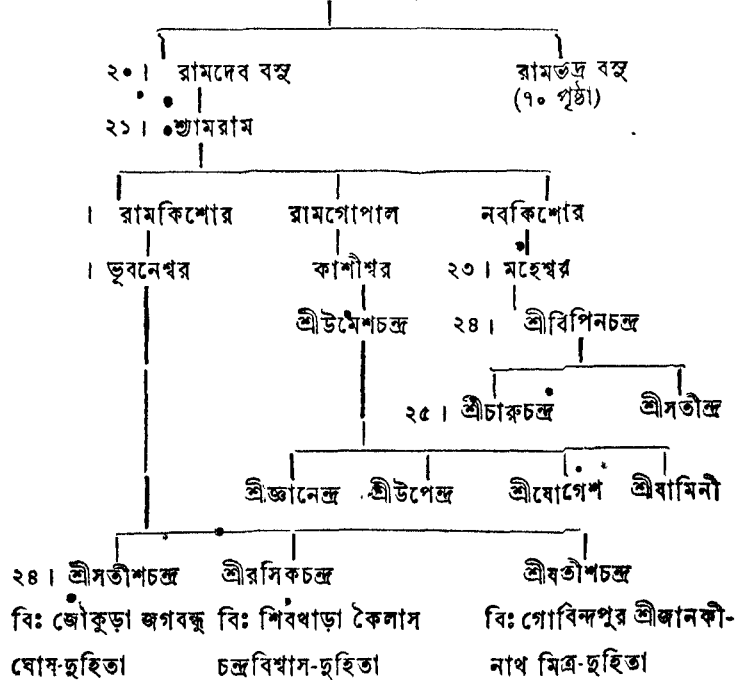
(১) আলগীর এই চক্রপাণী বসু বংশ চন্দ্রদ্বীপ সমাজের চান্দশী গ্রাম হইতে আসিয়াছেন। ১৯ পর্য্যায়ের যাদবেন্দ্র বসু মজুমদার ১০৯৮ সালে আলগীতে আসিয়া বাস করেন।

- ২০। রামভদ্র বসু
  - ২১। রামদাস
    - ২২। ভবানীপ্রসাদ
      - ২৩। নন্দকুমার
        - ২৪। হরিদাস
          - ২৫। শ্রীমণীন্দ্র
            - ২৬। শ্রীসন্তোষ
        - শ্রীবরদাকণ্ঠ
          - শ্রীহরেন্দ্র
          - শ্রীলালবিহারী
          - শ্রীমহেন্দ্র
    - শম্ভুনাথ
      - ধনকুমার
        - ২৪। শ্রীশশিকুমার
          - ফণীন্দ্র
          - শ্রীগিরীন্দ্র
          - শ্রীঅশ্বিনী
          - শ্রীপ্রভাত
  - গঙ্গানারায়ণ
    - শিবপ্রসাদ
      - গুরুপ্রসাদ
        - শ্রীতারকচন্দ্র
          - শ্রীগণেশচন্দ্র
          - শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র
  - সদারাম
    - রামশঙ্কর
      - চন্দ্রকুমার (বাসপুরদিয়া)
    - কুঞ্জবিহারী
      - সূর্য্যকুমার (বাসচান্দপুর)
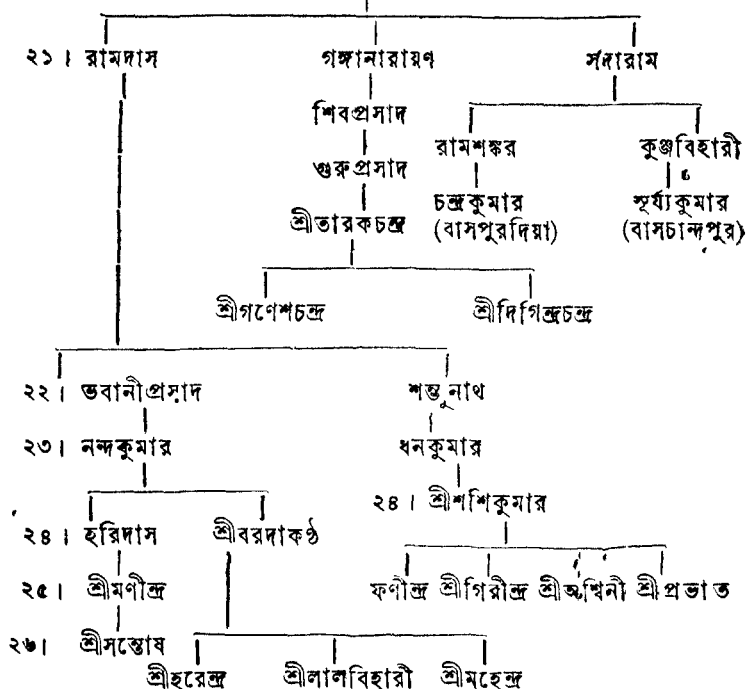
কি সূত্রে কাহার সহায়তায় প্রথম আসিয়াছেন, তাহার নিশ্চয়তা করা সুকঠিন। ইহাঁদের পুরাতন বাটী যে তালুকের অন্তর্গত, তাহা পূর্ব্বে চান্দরার ঘোষ বংশের ছিল, তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন, ইহাঁরা চান্দরার ঘোষ বংশের আনীত। আবার আলগীর দে মজুম-দারের প্রদত্ত কতকগুলি স্থান উক্ত বসুবংশে ভোগোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ উক্ত দে মজুমদারের আনীত বলিয়া অনুমান করেন, এই আলগী গ্রাম ফরতাবাদের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রাম পূর্ব্ব ও পশ্চিম আলগী দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব আলগীর চক্রপাণি বসু এবং পশ্চিম আলগীর গাব বসু বিখ্যাত। এ ভিন্ন পূর্ব্ব আলগীতে নরোত্তমপুরের পদ্মনাভ ঘোষ, যশোর সমাজের আশ গুহ, দেহের গাতির ভাস্কর দত্তের সন্তান ও বাটাজোরের মুক্তি দাসের সন্তান ও অপর গাব বসু প্রভৃতি কুলীন কুলজ ও মধ্যল্লীর বাস আছে। পশ্চিম আলগীতে পরমানন্দের সন্তান গাব-বসু ও এড় গুহ বংশে দশরথের সন্তান এই দুইটী বংশ গৌরবের সহিত বাস করিতেছেন। এই গাভ বসু বংশের ১৯ পর্য্যায়ের রুদ্র দাস বসু যশোর সমাজের হাউলি কাড়াপাড়া হইতে আলগী আসিয়াছিলেন। উক্ত হাউলি কাড়াপাড়ার গাভ বংশের অন্য শাখা বঙ্গেশ্বরদী ও লক্ষীকুল গ্রামে বাস করিতেছেন।

পশ্চিম আলগীর গাব বসু পরমানন্দের সন্তান।

(৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত)
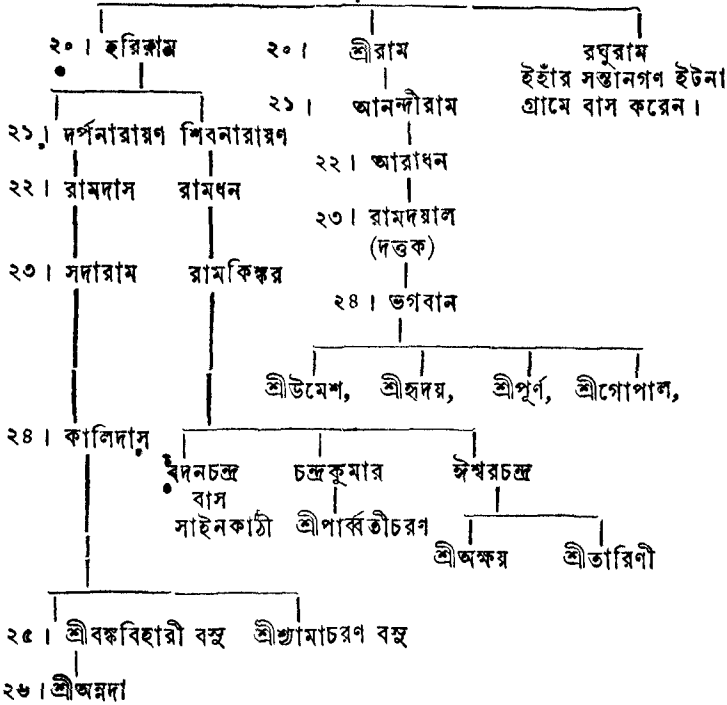
আলগীর দে মজুমদার ফয়তাবাদের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ মৌলিক। ইঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা উন্নত না হইলেও ইঁহারা সমাজে বিশেষ সম্মানের সহিত আছেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম উভয় আলগীতে ১৬ ঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ অধিকাংশের বাটী-তেই শিলাচক্র নারায়ণ প্রভৃতি দেবদেবী স্থাপিত আছেন এবং তাঁহাদের নিত্যপূজার সুন্দর বিধি আছে। শিক্ষা এবং অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্ব আলগী প্রাচীন কাল হইতে উন্নত। নরোত্তমপুরের পদ্মনাভ ঘোষ বংশের বাবু গঙ্গাচরণ ঘোষ ও মুক্তি দত্তের সন্তান বাবু গুরুচরণ দত্ত ইঁহারা দুইজন উকীল। ইহাঁদের বাস পূর্ব্ব আলগীতে। বস্তুতঃ ফয়তাবাদের আলগী, কাইচাল, দত্তপাড়া, মোচনা, প্রভৃতি স্থানবাসী কায়স্থগণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি পরি-দর্শন করিলে মহারাজ বল্লালকৃত কায়স্থ কুললক্ষণ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, ইহা মনে হয়।

সদরদি-লক্ষ্মীকুলের গাব বসু বংশের বংশাবলী।

রামশরণ বসু।
হাউলী কাড়া পাড়া হইতে
* বিঃ লক্ষ্মীকুল গুহ-দুহিতা
|
গৌরী কান্ত।
বিঃ জয় কাইল দত্ত দুহিতা
|
রামকিশোর বসু—
বিঃ কাঁচাইলের পদ্মনাভ ঘোষ-দুহিতা
|
দ্বারকানাথ বসু—
১ম বিঃ গোড়দিয়া আঁশ গুহ-কন্যা
২য় বিঃ ঐ জয়ী মিত্র-দুহিতা।
|
শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু উকিল—
১ম বিঃ গোবিন্দ পুর
জানকীনাথ মিত্র-দুহিতা
২য় বিঃ আবদুলা বাদ
৺ কাশীচন্দ্র চৌধুরীর কন্যা

রামশরণ বসু, রায় পরমানন্দের বংশোদ্ভব ১৮। রামানন্দের সন্তান রামশরণ, রামানন্দের পুত্র কি পৌত্র তাহা এখন স্থির করিবার উপায় নাই, তজ্জন্য পর্য্যায়যুক্ত করা গেল না। রামশরণের বাস যশোহর সমাজের হাউলী কাড়া পাড়াতে ছিল, তিনি লক্ষ্মীকুলের গুহ বংশের কন্যা বিবাহ করিয়া এই লক্ষ্মীকুলে আসিয়া বাস করেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বসু একজন সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এ বংশের জনতা বড়ই কম। তদ্ধেতু ইঁহারা পশ্চিম আলগীর গাব সন্তানের ন্যায় বিশেষ পরিচিত না হইলেও ফতেয়াবাদের মধ্যে একটী সম্মানিত বংশ বটে।

* বিঃ—বিবাহ।

ধুতরা হাটীর পদ্মনাভ ঘোষ বংশ।
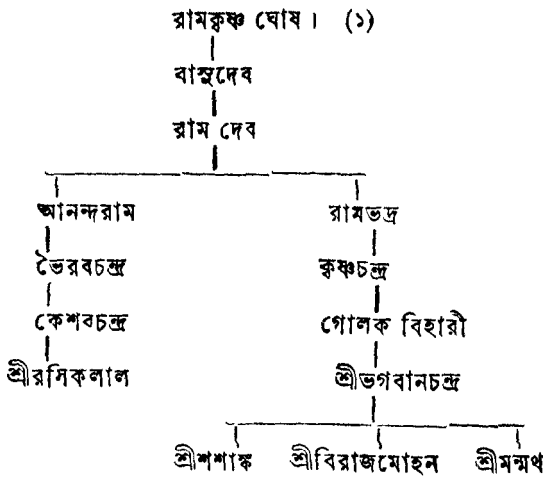
আপিরা ও গহেরপুরের আঁশ গুহ।

ফয়তাবাদে যে সকল আঁশগুহ আছেন, তাঁহারা সকলেই যশোহর সমাজ হইতে আসিয়াছেন। আঁশ বংশের মূল যশোহর সমাজ ব্যতীত অন্যত্র আদৌ দৃষ্ট হয় না। এই আঁশ বংশে মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায় জন্মগ্রহণ করায় সমাজে আঁশ বংশ বিশেষ সম্মানিত ও প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাকলা সমাজের সমীকরণে আঁশ, বিনু, বিদগুহ এবং জয়ী মিত্রের সন্তান রঘু ও গোবিন্দ মিত্র এই পাঁচ জন তুল্য শ্রেণীর কুলীন

---

(১) অত্র পুস্তকের ৫৩ পৃষ্ঠার বংশাবলীতে বিষ্ণুদাসের নাম লিখিত আছে। বিষ্ণু দাসের বাস নরোত্তমপুরে ছিল। বর্ত্তমান কুলাচার্য্যগণের লিখিত বংশাবলীতে বিষ্ণু দাসের সন্তান গণের এক ধারা ধুতরাহাটীতে বাস করিয়াছেন এরূপ লিখিত আছে, রামকৃষ্ণ ঘোষ যিনি পশড়ার গৌরী রায়ের কন্যা বিবাহ করতঃ নরোত্তম পুর হইতে ধুতরাহাটী গ্রামে আসিয়া বাস করেন, তিনি উক্ত বিষ্ণু দাস ঘোষের অধস্তন কত পুরুষ, তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণ, বিষ্ণু দাসের প্রপৌত্র কি বৃদ্ধ প্রপৌত্র হইবেন। এই কারণে ইঁহাদের পর্য্যায় ঠিক্ করা গেল না। যাহা হউক ফয়তাবাদের মোচনার পদ্মনাভ অপেক্ষা এই ধুতরাহাটীর বংশই শ্রেষ্ঠ ও গৌরবান্বিত বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন।

ছিলেন (১)। তৎপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য ও বসন্ত রায় হইতে আশ বংশের গৌরব বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহাদের বৃত্তান্ত এস্থলে কথঞ্চিৎ লিখিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

আঁশ গুহ বংশে ছয় কড়ির পুত্র ১২। রামচন্দ্র গুহ, ইনি যশোহর রাজ বংশের আদি পুরুষ। রামচন্দ্র বাল্যকালে বিষয় কর্ম্মের প্রত্যাশায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে চন্দ্রদ্বীপ হইতে সপ্ত গ্রামে (২) যান। তখন সপ্ত গ্রামে নবাব সরকারে শ্রীকান্ত ঘোষ নামক জনৈক কায়স্থ বাস করিতেন। রামচন্দ্র আসিয়া উক্ত শ্রীকান্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নবাব সরকারে সামান্য একটী পদে নিযুক্ত হয়েন। কিছু দিন পরে রামচন্দ্রের সহিত শ্রীকান্তের কন্যার বিবাহ হয়। তৎপরে রামচন্দ্র কানুনগো সেরেস্তার প্রধান পদ প্রাপ্ত হন। এবং শিবানন্দ, ভবানন্দ, গুণানন্দ, নামে তাঁহার তিনটী পুত্র জন্মে। রামচন্দ্র পুত্র পরিবার সপ্ত গ্রামে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া, সপ্তগ্রামের কার্য্য ত্যাগ করতঃ বাঙ্গলার রাজধানী গৌড় নগরে গমন করেন। ভাগ্য ক্রমে তথায় নবাব সুলেমানের সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। রামচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবানন্দকে প্রথমে গৌড়ে লইয়া যান এবং তিনি অনতিবিলম্বে কানুনগো সেরেস্তার প্রধান পদে নিযুক্ত হন। তৎপর শিবানন্দ গৌড় নগরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় পিতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতি সমস্ত পরিবার লইয়া বাস করিতে থাকেন। তখন ভবানন্দ ও গুণানন্দ দুই ভ্রাতা শিবানন্দের যত্নে কানুনগো সেরেস্তার সামান্য মহরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তদবস্থায় বৃদ্ধ রামচন্দ্র লোকান্তরিত হন।

এদিকে শিবানন্দের পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বেই, ভবানন্দের পুত্র শ্রীহর্ষের (রাজা বিক্রমাদিত্য) এবং গুণানন্দের পুত্র জানকী বল্লভের (রাজা বসন্ত রায়) জন্ম হয়। শিবানন্দ এই ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়কে নবাবের পুত্র দাউদের শিক্ষক দ্বারা লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহাতে নবাব পুত্র দাউদের সহিত শ্রীহর্ষ ও জানকী বল্লভের বিশেষ বন্ধুতার সংঘটন

(১) আঁশো বিদো বিন শৈচব গোবিন্দ রঘু মিত্রকৌ।
এতেচ সমতাং যাতাঃ কর্ম্মানুসার তো বিদুঃ॥

(২) সপ্তগ্রাম বর্ত্তমান হুগলী জেলার অতি নিকট অবস্থিত। পূর্ব্বে এই সপ্তগ্রাম একটী প্রধান বাণিজ্য স্থান এবং নবাবের একটী চাকলা ছিল।

হইয়াছিল। ঐ সময় দাউদ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, "আমি সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে তোমাদের দুই ভ্রাতাকে প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিব।"

কালক্রমে দাউদের পিতা সুলেমানের মৃত্যুর পর, দাউদ বাঙ্গলার নবাবের সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত শ্রীহর্ষের নাম বিক্রমাদিত্য রাখিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীর পদে এবং জানকী বল্লভকে বসন্ত রায় নাম দিয়া অস্ত্রাগারের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত করেন। ঐ সময় দাউদ ধন-গৌরবে প্রমত্ত হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা অস্বীকার করায় বাদসাহের সহিত বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই সময় ভবানন্দ "মজুমদার" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাদসাহের সহিত দাউদেব বিবাদ উপলক্ষে, দাউদ ধনরত্নাদি রাজধানী হইতে গুপ্তভাবে স্থানান্তরে লইয়া সুরক্ষণে রাখিবার আদেশ করেন। তদনুসারে বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের পরামর্শে ভবানন্দ মজুমদার ও গুণানন্দ তাঁহাদের স্ত্রীপরিবার সহ নবাবের বহুবিধ ধনরত্ন লইয়া নিরাপদস্থান যশোহর নগরে (বর্ত্তমান সুন্দর বনে) আসিয়া, তথায় একটী বৃহৎ বাটী প্রস্তুত করেন। এবং তথায় ভবানন্দ ও গুণানন্দ বাস করিতে থাকেন।

এদিকে বাদসাহের সৈন্যাধ্যক্ষ তোড়লমল্ল যুদ্ধে দাউদকে পরাজিত ও নিহত করেন। তখন নবাবের সেই গুপ্তধন সমস্ত ভবানন্দ ও গুণানন্দের নিজস্ব হয়। তোড়লমল্ল গৌড়ের রাজধানী অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু রাজকীয় কাগজপত্র কিছুই প্রাপ্ত হন না। তখন বসন্ত রায় ও বিক্রমাদিত্য জমার কাগজ সহ ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তোড়লমল্ল রাজকীয় কাগজের জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করেন। তখন বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায় উপস্থিত হইয়া সমস্ত কাগজ পত্র বুঝাইয়া দেন এবং পুরস্কার স্বরূপ দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে গঙ্গা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, উত্তরে পদ্মা নদী এই ভূভাগের অধিপতি হন। শিবানন্দ পূর্ব্ববৎ কানুনগো সেরেস্তার প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকেন। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় বাদসাহ প্রদত্ত সনন্দ লইয়া গৌড়নগর পরিত্যাগ করতঃ যশোহরে ভবানন্দ, গুণানন্দ, নির্ম্মিত বাটী রাজধানীতে পরিণত করেন। কিছু দিনান্তে শিবানন্দ গৌড়নগর হইতে যশোহরে আসিলে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ ধনবাজ্যের মূলাধার শিবানন্দের সহিত সদ্ব্যবহার না করায়, তিনি দুঃখের সহিত যশোহর নগর ত্যাগ করতঃ স্ত্রীপুত্র সহ ফয়তাবাদের অন্তর্গত গহেরপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এক্ষণ গহেরপুরে যে সকল আঁশ গুহ আছেন, তাঁহারা এই শিবানন্দের

সন্তান। দুঃখের বিষয়, ইহঁাদের কোন বংশাবলী না পাওয়ায়, সপর্য্যায় বংশবৃত্তান্ত লিখিত হইল না।

ফয়তাবাদের অধীন আপরার রায় আখ্যাত আঁশগুহ রাজা প্রতাপাদিত্যের অধঃপতনের পর যশোহর সমাজের নুরনগর হইতে আপরায় আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা রাজা বসন্তরায়ের পুত্র রাম কান্তের সন্তান। রামকান্তের অধস্তন কত পুরুষের কোন্ ব্যক্তি আপরায় আসিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। (১) আপরা হইতে আঁশ বংশের শুকদেব রায় আল্‌গী গ্রামে গিয়া বাস করেন, তাঁহার এক ধারা গোড়দিয়া ও অন্যধারা বঙ্গেশ্বরদী বাস করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, ইহাঁরা আত্মবিস্মৃতি জন্য রামকান্তের সন্তান স্বীকার না করিয়া, কচুরায়ের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, অথচ যশোহর প্রভৃতি সকল সমাজের বংশাবলী পুস্তকে কচুরায়ের সন্তানাভাব থাকা দৃষ্ট হয়। আশা করি, এই গুরুতর ভ্রম সংস্কার তাঁহারা দূর করিবেন। ফয়তাবাদের মধ্যে আপরার আঁশগুহ বংশ একদা বিশেষ খ্যাত ও গৌরবান্বিত ছিলেন। বস্তুতঃ ইহারা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নৈকট্য জ্ঞাতি বিধায় গহেরপুরের আঁশ গুহ অপেক্ষা অধিক সম্মানিত।

---

(১) আপরাবাসী শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় ও গোড়দিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীলাল রায় ইহাঁরা আত্মবিবরণ কিছুই বলিতে পারেন নাই। প্যারীরায় মহাশয় যে কুর্শীনামা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে আপরা হইতে রামেশ্বর রায়ের পুত্র শুকদেব রায়, যিনি আল্‌গীতে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার অধস্তন পুরুষের নাম মাত্র লিখিত হইয়াছে। সুতরাং পর্য্যায়াভাব হেতু ইহাঁদের বংশাবলী প্রকাশ করা গেল না।

মাধবপুরের জমিদার বিনগুহ বংশাবলী।

(৬০ পৃষ্ঠার লিখিত)
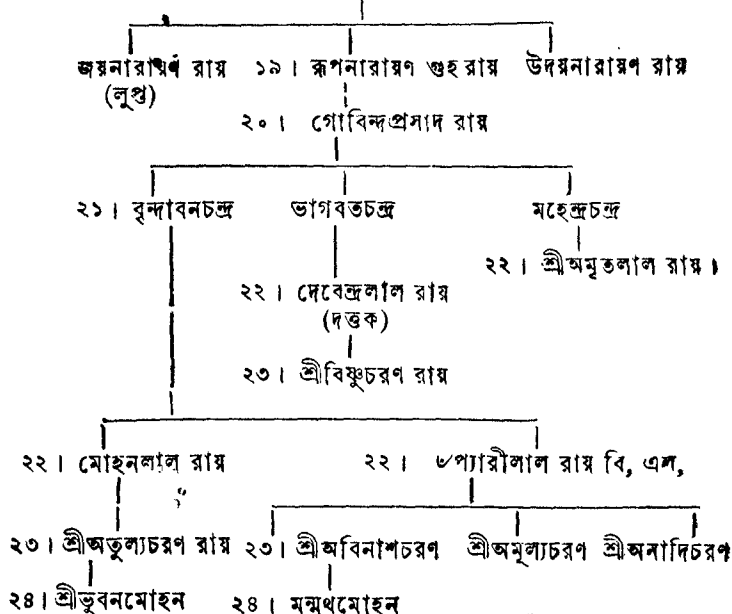
কাশ্যপগোত্রীয় এই বিনগুহ বংশের ১৭। রাজারামগুহের পুত্র ১৮। নীলকণ্ঠ গুহ একজন বলবান্ ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। তিনি অল্প বয়সে পিতা মাতার অভাবে চাকুরীর অন্বেষণে চন্দ্রদ্বীপস্থ হাসুয়া গ্রাম হইতে চাকলে ভুষণার সদর কাছারী মাহম্মদপুরে আইসেন। তাহার কিছু পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১২৮ কি ১১২৯ সালে নাটোরের রাজা রামজীবন তাৎকালিক বাঙ্গালার নবাবের সহায়তায় ভুষণার রাজা সীতারাম রায়কে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত করেন। সীতারাম রায়ের পর ভুষণা একটি বৃহৎ চাকলায় পরিণত হইয়াছিল। এবং কিছুকাল ভুষণার আদায়ী কর নাটোরের রাজার মারফতে নবাব সরকারে দাখিল হইতেছিল। তৎপরে ঐ চাকলা সম্পূর্ণরূপে নাটোরের রাজার অধিকারগত হয়।

নীলকণ্ঠ গুহ সম্ভবতঃ ১১৪৫—১১৫০ সালের মধ্যে মাহম্মদ পুরের কাছারীতে প্রথম আইসেন। তখন ঐ চাকলায় নবাবের আধিপত্য ছিল। বর্ত্তমান পাটপাশার অন্তর্গত পদ্মার পূর্ব্বপারে মাণিকগঞ্জের অধীন জয়পুর

নিবাসী পরাণকৃষ্ণ বসু তখন মাহম্মদপুরের কাছারীর আমিনী করিতেন। পরাণ বসু যুবক নীলকণ্ঠের সুগঠন দেখিয়া আশ্রয় দান করেন, তদবধি নীলকণ্ঠ উক্ত পরাণ বসুর সঙ্গে জয়পুরে পরাণ বসুর বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। এই সময় পরাণ বসু সুযোগ পাইয়া কুলীন নীলকণ্ঠের সহিত তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দেন, এবং তাঁহাকে স্বগৃহেই রাখেন।

নীলকণ্ঠ নিজের বুদ্ধিবলে ঢাকার নবাব সরকারে আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন উক্ত পাটপাশার অন্তর্গত একটি জোত ও একটি তালুকের (১) মালিক হইয়া জয়পুর গ্রামের নিকট মধুর কান্দি গ্রামে স্বতন্ত্র বাটী করতঃ তথায় বাস করেন। এই সময় নীলকণ্ঠের পুত্র রূপনারায়ণের জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গালা ও পার্শী ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া ক্রমে মাহম্মদ পুরের কাছারীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। তখন চাকলে ভূষণা সম্পূর্ণরূপে নাটোরের রাজকরতলগত হইয়াছিল। নাটোরের রাজা দেওয়ান রূপনারায়ণের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায়" উপাধি প্রদান করেন। রাজদত্ত এই "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে নাম হইল "দেওয়ান রূপনারায়ণ রায়"। তজ্জন্য অনেকে মাধবপুরের এই গুহজমিদারের বংশধরগণকে "রায় দেওয়ানের গোষ্ঠী" বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

মহাত্মা রূপনারায়ণ রায় মাহম্মদপুরের দেওয়ান হইবার অব্যবহিত পরে, পিতা নীলকণ্ঠের কোন এক অপরাধে ঢাকার নবাব সরকার হইতে বৃদ্ধ নীলকণ্ঠকে ধৃত করিবার আদেশ হয়। তখন নীলকণ্ঠ অনন্যোপায় হইয়া সপরিবারে মধুর কান্দির বাটী হইতে পলায়ন করতঃ মাহম্মদপুর কাছা-রীতে পুত্র রূপনারায়ণ রায়ের নিকট আইসেন। সেই সময় মাধবপুর গ্রামের ধীর নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর পুত্র গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাহম্মদ পুরের কাছারীতে দেওয়ান রূপনারায়ণের অধীন কর্ম্ম করিতেন। রূপনারায়ণ রায়ের পুত্রের নাম গোবিন্দ প্রসাদ ছিল, তজ্জন্য গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দেওয়ান রূপনারায়ণ রায়কে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। নীলকণ্ঠের পলায়নাবস্থা অবগত হইয়া উক্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী বিশেষ আগ্রহ এবং অনুরোধ করতঃ বৃদ্ধ নীলকণ্ঠকে সপরিবারে মাধবপুরে আনিয়া নিজ বাটীতে গোপনভাবে রাখেন, এবং

(১) এই তালুক জেলা ঢাকার কালেক্টরীর তৌজীর ১৩৭ নং স্থিত।

মাধবপুর গ্রাম নিরাপদ স্থান মনে করিয়া তথায় কয়েকটি জোত লইয়া দেওয়ান রূপনারায়ণ রায় মাধবপুর গ্রামের বর্ত্তমান বাটী প্রস্তুত করেন। নীলকণ্ঠ মাধবপুর আসিবার কিছুদিন অন্তেই লোকান্তরিত হন। তৎপর রূপনারায়ণ রায় মহাশয় নাটোরের অধীন মাহমুদপুরের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোম্পানির অধীন নিমক মহলে হিজলীতে কর্ম্ম করেন। তাহাতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। এবং মাধবপুরের বাটীতে ৺গোপাল দেব নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই সময়, নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের আমলে, রূপনারায়ণ রায় পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ নামে ১২০১ সালে "গঙ্গাপথ" পরগণা (১) এবং বিগ্রহ গোপালচন্দ্র রায় নামে "আমীর নগর (২) পরগণা নিলামে ক্রয় করেন। সম্ভবতঃ এই আমীরনগর পরগণা গোপাল দেবের নামে খরিদ করণ উপলক্ষে বিগ্রহ গোপালদেবের নাম "শ্রীশ্রী৺গোপাল চন্দ্র রায়" হইয়াছিল।

উক্ত পরগণা খরিদের পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ গুহ মহাশয়ের কৃত পরগণে পাটপাশার মোতালক সেই একটি জোত ও একটি তালুক মাত্র স্থাবর সম্পত্তি ছিল। পদ্মার ভগ্নাবশেষ সেই জোত এবং তালুক ইহাঁদের এখনও আছে; পত্তনীদারের নিকট খাজানা পাইয়া থাকেন। তাম্বুলখানা, তুলা গ্রাম ও চর হুগলীতে সেই সাবেক তালুকের জমি বটে।

মহাত্মা রূপনারায়ণ রায় উল্লিখিত পরগণাদ্বয় খরিদ করিয়া প্রচুর ভূসম্পত্তির মালেক হন এবং এই মহাপুরুষই মাধবপুরের গুহ জমিদার মহাশয়দিগের সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলাধার ছিলেন। কিছুকাল পরেই পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায়-বর্ত্তমানে মহাত্মা রূপনারায়ণ রায় লোকান্তরিত হন। তৎপর, ১২২১ সালে, গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয়ের অভাব হইলে, তৎপুত্র বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাশয় কিছুকাল প্রবল প্রতাপের সহিত পৈতৃক সম্পত্তি সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

এ সংসারে একতাভঙ্গ যে গৃহলক্ষীর চঞ্চলতার একটি স্থূল কারণ, তাহা সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। মাধবপুরের জমিদার পরিবারেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। গোবিন্দপ্রসাদ রায় মহাশয়ের বর্ত্তমানেই উদয় নারায়ণ রায়ের বংশধরগণ পৃথগন্ন হইয়াছিলেন; তাহাতে সমস্ত সম্পত্তির

---

(১) গঙ্গাপথ পরগণা জেলা ফরিদপুরের কালেক্টরীর তৌজীর ২৩৪৪ নং মহাল।

(২) আমীর নগর পরগণা জেলা ফরিদপুর কালেক্টরীর তৌজীর ২৩৪৩ নং মহাল।

॥০ আট আনা গোবিন্দ প্রসাদ এবং ॥০ আনা উদয়নারায়ণের পুত্র যুগলকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন। এদিকে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীর" আদর্শ কানাইপুরের শিকদার মহোদয়গণের নিকট যুগলকৃষ্ণ ঋণজালে জড়িত হওয়ায় আমীর নগর পরগণার ॥০ আনা অংশ কানাইপুরের উক্ত শিকদার জমিদারের হস্তগত হয়। এবং ১২৮০ সাল হইতে আমিরনগর পরগণার ।/৩॥— ক্রান্তি কানাইপুরের শিকদার জমিদারগণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবশিষ্ট ।৵১৩।— ক্রান্তি অংশ গোবিন্দপ্রসাদের বর্ত্তমান বংশধরগণের রহিয়াছে (১)।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় জমিদারগণ মধ্যে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত বড়ই বিরল ছিল; সেই সময় মাধবপুরের এই গুহ বংশীয় জমিদার কুলতিলক বাবু প্যারীলাল রায় মহাশয় বি-এল হইয়া সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দর্শাইয়াছেন। ইনি জেলা বরিশালের একজন খ্যাতনামা উকীল ছিলেন।

ফয়তাবাদের মধ্যে প্রাচীন কায়স্থ জমিদার বংশ ৩টি মাত্র দৃষ্ট হয়। মাধবপুরের এই বিনগুহ বংশীয় জমিদার এবং লক্ষ্মীকুলের বসিষ্ঠ গুহ বংশীয় রাজা প্রভু রামের বংশধর রাজা সূর্য্যকুমার রায় চৌধুরী। এবং মাণিকদহের মৌলিক দেব বংশীয় মাননীয় বাবু বিপিনচন্দ্র রায়। ইঁহারা সকলেই আদর্শ জমিদার। আমার এই সামান্য পুস্তকে এই তিন বংশের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সহ বংশাবলী লিখিবার ইচ্ছা ছিল; দুঃখের বিষয় লক্ষ্মীকুল এবং মাণিকদহের বংশাবলী না পাওয়ায় লিখিতে পারিলাম না।

শাইল কাঠীর জয়ী মিত্র বংশাবলী।

(৬৩ পৃষ্ঠার)

(১) এই বংশ বৃত্তান্ত মাধবপুরের জমিদার ৺ প্যারীলাল রায়, বি-এল মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত হইল।

গঙ্গাদাস মিত্রের বাস বাজিতপুরে ছিল। তাঁহার প্রপৌত্র সদাশিব মিত্র শাইল কাঠীর সোমপরিবারের কন্যা বিবাহ করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পৌত্র উপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র সম্প্রতি পশ্চিম আলগী বাস করিতেছেন। ইহাঁরা রঘু মিত্রের সন্তান ; শশী মিত্রের ধারায়।

আমীর নগর পরগণাস্থ গোবিন্দপুরের জয়ী মিত্র বংশাবলী।

(৬৩ পৃষ্ঠার লিখিত রঘুসুত বশিষ্ঠ মিত্রের বংশধর।)

রামগোবিন্দ মিত্র।
(বাস কাঁইচাইল)
বিঃ চান্দরা ঘোষ বংশে

জয়হরি মিত্র।
(বিঃ গোবিন্দপুর শান্তিরাম সরকারের কন্যা)

রামধন মিত্র।
বিঃ মধুরদিয়া দত্তবংশে

বদনচন্দ্র মিত্র

চন্দ্রকুমার মিত্র
১ম বিঃ ভাজনডাঙ্গা গুহ মজুমদার কন্যা

শ্রীপ্যারীলাল মিত্র

গদাধর মিত্র
(১ বিঃ রামনগর রায় কেশবের সন্তান বসু বংশে।
২ বিঃ উদয়পুর এড়গুহবংশে)

শ্রীপ্রসন্নকুমার মিত্র
(১ বিঃ রসড়া গুহ বংশে)
(২ বিঃ চৌদ্দরশী দাস দুহিতা)

শ্রীমতী মৃণ্ময়ী
(বিঃ জফরাকান্দি কার্ণ্য বংশে গঙ্গাদাস ঘোষ)

শ্রীজানকীনাথ মিত্র
(বিঃ হাটথালি মুক্তিদত্ত বংশের রামকৃষ্ণ দত্ত-দুহিতা)

শ্রীযামিনী কুমার মিত্র (বিঃ খলিলপুর মধুসূদন গুহ-দুহিতা)

শ্রীঅশ্বিনী কুমার মিত্র (বিঃ পশরার বসু রায় বংশে শ্রীফটিকচন্দ্র রায় দুহিতা)

শ্রীসুরেন্দ্র

শ্রীযতীন্দ্র

শ্রীরমেশ।

সরোজিনী (বিঃ লক্ষ্মীকুল গাব বসু বংশীয় শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু উকীল।)

শ্রীমতীবিরাজ মোহিনী (বিঃ আলগীর চক্রপাণি বসু বংশের ২৪। শ্রীযতীশ চন্দ্র বসু।

শ্রীমতী সুবাসিনী (বিঃ ভাজনডাঙ্গা শ্রীললিতকুমার গুহ মজুমদার

শ্রীমতী সুরাজ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ

শ্রীমাতঙ্গিনী মিত্র

একাদশ অধ্যায়।

মূল বংশাবলীর লিখিত ১১। রঘুমিত্রের পুত্র বশিষ্ঠ মিত্রের বংশধর ১৯। কৃষ্ণদাস মিত্রের সন্তান বাক্‌লা সমাজের লক্ষ্মণকাটী হইতে কাঁইচাল আসিয়া বাস করেন। কৃষ্ণদাসের অধস্তন কত পুরুষের কোন্ ব্যক্তি কাঁই-চালে আইসেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই; কারণ ঐ বংশের কোনও ব্যক্তি সম্প্রতি কাঁইচেলে বর্ত্তমান নাই। রামগোবিন্দ মিত্র মহাশয়ের বাস কাঁইচেলে ছিল। তিনি সম্ভবতঃ উক্ত কৃষ্ণদাস মিত্রের অধস্তন দুই পুরুষের মধ্যে কেহ হইবেন। তৎসম্বন্ধে নিশ্চয়তা করিবার উপায় না থাকায় পর্য্যায় স্থির করা গেল না। কাঁইচেল হইতে রাম গোবিন্দের পুত্র জয়হরি মিত্র ভবানীপুর (১) গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং গোবিন্দ-পুরের শান্তিরাম সরকারের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার পুত্র রামধন মিত্র গোবিন্দপুরের মাতামহ সম্পত্তির ।/৪ পাই অংশ প্রাপ্ত হইয়া তথাতেই বাস করেন। এবং তদবধি এই মিত্র পরিবারের বাস গোবিন্দপুরে।

একাদশ অধ্যায়।

জফরাকান্দীর কার্ণ্য ঘোষ বংশ।

বাকলা সমাজের ভাতশালা হইতে আগত (শ্রীকণ্ঠের ধারায়)

বিশ্বনাথ ঘোষ
|
বলরাম ঘোষ
|
কৃষ্ণরাম ঘোষ
|
রাম রাম ঘোষ
|
বৈদ্যনাথ ঘোষ

বৈদ্যনাথ ঘোষের পুত্র: গঙ্গাদাস, শ্রীপার্ব্বতীচরণ, শিবচরণ

গঙ্গাদাস
বিঃ গোবিন্দপুর
৺গদাধরমিত্র-দুহিতা
মৃণ্ময়ী

শ্রীপার্ব্বতীচরণের সন্তান: শ্রীভগবতী, শ্রীযোগেন্দ্র, শ্রীনরেন্দ্র, শ্রীহরেন্দ্র, শ্রীযতীন্দ্র

গঙ্গাদাসের সন্তান:

শ্রীমতী বামাসুন্দরী	যজ্ঞেশ্বর	শ্রীতারকেশ্বর	শ্রীকেদারেশ্বর
বিঃ পশ্চিম আলগী	বিঃ চাওচার	বিঃ পূর্ব্ব আলগী	
গাব বসু বংশে	শ্রীকৈলাসচন্দ্র	চক্রপাণি বসু বংশে	
শ্রীশ্যামাচরণ বসু	গুহ-দুহিতা	শ্রীবরদাকণ্ঠ বসু-দুহিতা	

---

(১) ভবানীপুর গ্রাম বর্ত্তমান গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ঐ গ্রামের একটি ভিটা এখনও জয়হরি মিত্রের বাড়ী বলিয়া বিখ্যাত।

জফরা কান্দির এই কার্ণ্য ঘোষ বংশ ১০ পর্য্যায়ের শ্রীকণ্ঠের সন্তান। বিশ্বনাথ ঘোষ, উক্ত শ্রীকণ্ঠের অধস্তন কতপুরুষ, তাহা এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। বিশ্বনাথের সন্তান শাখা প্রশাখায় বহু গোষ্ঠী ছিলেন। জফরা কান্দি গ্রামে সম্প্রতি উল্লিখিত বংশাবলী ব্যতীত অন্য শাখায় কেবল শরচ্চন্দ্র ঘোষ নামক একটি পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। ইহাঁরা বহুকালাবধি শ্রেষ্ঠ কুলজভাবে সুপরিচিত।

ভয়দিয়া নিবাসী

হরিনাথ গুহের বংশাবলী।
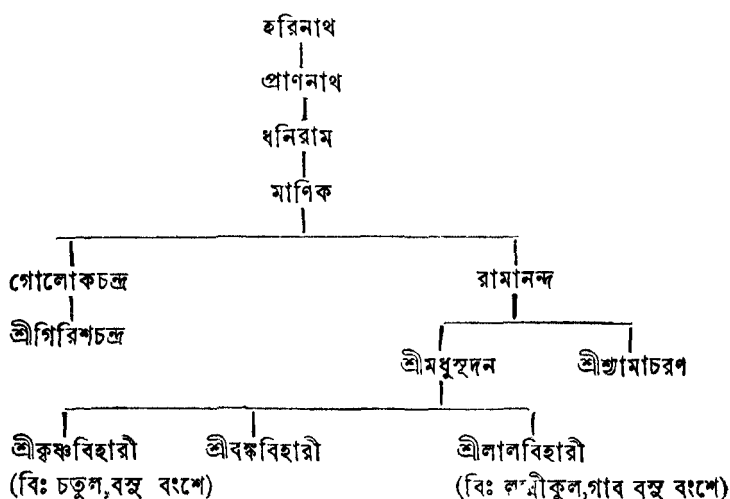
ইহাঁরা বিন্ গুহ, কন্দর্পের ধারা, শ্রীকান্তের সন্তান। উক্ত হরিনাথ গুহের পূর্ব্ব পুরুষ চন্দ্রদ্বীপান্তর্গত সাহাজাদপুর হইতে আগধারা গ্রামে এবং হরিনাথ উক্ত আগধারা হইতে ভয়দিয়া গ্রামে আসিয়াছিলেন। ভয়দিয়া গ্রাম গোয়ালন্দের অতি নিকট। সম্প্রতি এই গ্রাম অনেক ভদ্রলোকের বাসস্থান হইয়াছে। এই বিন্ গুহ বংশ গ্রামের আদিম অধিবাসী ভয়-দিয়ার গুহ বলিতে এই বংশকেই লক্ষ্য করে।

একাদশ অধ্যায়।

(৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত)

৭। পাই মিত্র
|
৮। সুলোচনা
|
৯। ত্রৈলোক্য
|
১০। সুপ্রসাদ
|
১১। ভাস্কর

(ভাস্করের পুত্র:)

- গদাধর — বর্জ্জিত স্থানে বাস জন্য কুলাভাব। (২)
- ১২। থাক মিত্র(১)
- ঈশ্বর — (বর্জ্জিত স্থানে বাস জন্য কুলাভাব। (২)

১২। থাক মিত্র(১)
|
১৩। বিদ্যাধর
|
১৪। শিবানন্দ
|
১৫। সানন্দ মিত্র

ইনি শ্রীরাম খাঁ বলিয়া খ্যাত

(সানন্দ মিত্রের পুত্র:)

- দুর্গাপ্রসাদ — ইহার সন্তান বাজুতে আছেন
- ১৬। বলরাম
- রাজীব — ইহার বংশধর বাজুতে আছেন

১৬। বলরাম
|
১৭। হরিনারায়ণ
|
১৮। গৌরীচরণ

(ইনি চন্দ্রদ্বীপের বসু রাজা প্রতাপনারায়ণের কন্যা বিবাহ করেন, এবং ইঁহার পুত্র দৌহিত্র সূত্রে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন।
|
১৯। রাজা উদয়নারায়ণ

(পর পৃষ্ঠা)

---

(১) থাক মিত্রো মহাপ্রাজ্ঞো মহা শূরো মহাবলী।
চন্দ্রদ্বীপং পরিত্যজ্য পরিবার সমন্বিতঃ॥
গ্রাম মুলাইলং খ্যাতো বর্জ্জিতং বাজু দেশকে।

থাক মিত্র সপরিবার বাজু দেশে উলাইল গ্রামে যাইয়া বাস করায় কুলজ হন।

(২) গদাধরে কুলং নাস্তি ঈশ্বরে চ তথৈবচ।
স্বস্থানং তৌ পরিত্যজ্য বর্জ্জিতং স্থানমাগতৌ॥

(মিশ্র কারিকা)

১৯। রাজা উদয়নারায়ণ
বাস চন্দ্রদ্বীপ মাধবপাশা।
|
২০। রাজা শিবনারায়ণ
|
২১। রাজা জয়নারায়ণ
|
২২। রাজা নৃসিংহ

এই নৃসিংহ নারায়ণ ঔরস পুত্র অভাবে ৩টী দত্তক পুত্র রাখেন, এক্ষণ এই দত্তকের সন্তান বর্ত্তমান আছেন। ইহাদের রাজত্ব কিছুই নাই। তবে চন্দ্রদ্বীপের সমাজপতি ছিলেন বলিয়া জন্য সম্মান আছে।

মধ্যল্লি দত্তবংশাবলী।

কান্যকুব্জাগত
পুরুষোত্তম দত্ত।
|
অর্কদত্ত
|
নারায়ণ
|
মুরারি
|
পুরদত্ত
|
গোবিন্দ
|
মেদনী
|
কুই দত্ত

ভাস্কর দত্ত	মুক্তি দত্ত	রবি দত্ত	সোম দত্ত
(ইহাঁর সন্তান চন্দ্র দ্বীপে দেহের গতি ও ফয়তাবাদে চাওচা ও আলগী)	(ইহাঁর সন্তান চন্দ্র দ্বীপে বৈভদ্রদি ও বাটাযোড় এবং যশোহর সমাজে রাং-দিয়া গ্রামে ও ফয়তাবাদে আলগী ও জয়কাইল এবং মধুর দিয়া প্রভৃতি গ্রামে আছেন।)	(ইহাঁর সন্তান চন্দ্র দ্বীপে জগৎ দলে আছেন।).	(ইনি নিঃসন্তান)

ভাস্কর, মুক্তি, রবি, এই তিন জনের সন্তানই প্রকৃত মধ্যল্লী, ইহাঁদের মদ্‌গল্য গোত্র। এই গোত্র ব্যতীত অন্য গোত্রের দত্ত মধ্যল্লী নহেন।

একাদশ অধ্যায়।

দূষিত স্থান সমূহ।

চন্দ্রদ্বীপ, যশোহর প্রভৃতি প্রত্যেক সমাজে ৪।৫টী গ্রাম বা স্থান দূষিত বলিয়া চিহ্নিত আছে। ঐ সকল স্থানে বাস করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হইবার নিয়ম আছে। কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা ঐ সকল স্থান কি কারণে দূষিত হইয়াছে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া না গেলেও যাঁহারা ঐ সকল দুষ্ট স্থানে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের কুল নাই; ইহা সকল সমাজেই স্বীকৃত।

দুষ্ট স্থানানি।

চন্দ্রদ্বীপে পঞ্চ দুষ্টা শ্চত্বারশ্চ যশোরকে।
সুগন্ধায় চতুরা নষ্টা স্ত্রিয় বিক্রমপুরে তথা॥

অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপে ;—রহমতপুর, থাপুরা, শোলনা, চরাদিক, রূপাতেলী, এই পঞ্চ স্থান; যশোহরে, কালী গ্রাম, শিলপাড়া, পুত গ্রাম, জঙ্গহিড়া, এই ৪টী স্থান এবং সুগন্ধায় (যাহাকে এক্ষণ সোন্দারকুল বলে) ইলুহাড়, বাইশাড়ি, বাদিলাঠী, বেত্রা এই ৪টী স্থান ও বিক্রমপুরে ৩টী স্থান দুষ্ট বটে। এই সোন্দারকুল, চন্দ্রদ্বীপেরই অন্তর্গত।

বিবাহে মর্য্যাদা।

বাকলা, বিক্রমপুর, ফয়তাবাদের বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের বিবাহ কার্য্যে জ্ঞাতি কুটুম্বের মর্য্যাদা দেওয়া একটি গুরুতর ব্যাপার আছে। ইহা অর্থের দ্বারা সম্পন্ন করিতে হয়। বর বা কন্যা যাত্রীর সঙ্গে যে সকল কুলীন, কুলজ মধ্যল্লী প্রভৃতির শুভাগমন হইয়া থাকে, তাঁহাদের প্রত্যেককে টাকা দিয়া বিদায় করিতে হয়। ইহাকে "লৌকিকতা" করা বলে। এই ব্যাপার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে আদৌ নাই এবং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অন্য কোন জাতি বা সম্প্রদায় মধ্যে ইহা বঙ্গজের ন্যায় প্রবল ভাবে পরিচালিত হওয়া দৃষ্ট হয় না। অন্য সমাজে এই লৌকিকতা ব্যাপার লইয়া অনেকে উপহাস করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয়, বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে এই মর্য্যাদা লইয়া অনেক সময় বিবাদ ও মনোমালিন্য পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে ইহাকে একরূপ ব্যবহারে পরিণত করিয়াছেন। তজ্জন্য

এই লৌকিকতা ক্রমশঃ একটি ঘৃণিত ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে; মূলে লৌকিকতা কথাটি মর্য্যাদা অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম ছিল, যিনি কুলীন তিনি ষোল আনা, কুলজ বার আনা মধ্যাল্য ।০ আনা পরিমাণ মর্য্যাদা পাইবেন। (১)

এই উপলক্ষে কে বড়, কে ছোট, ইহা লইয়া একটা বিচার হইত, তৎপর দাতা যথাশক্তি ৪, ৩, ২ ইত্যাদি অনুপাতে কিছু অর্থ প্রদান করিতেন। সেই টাকার সংখ্যা সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। কিন্তু এক্ষণে প্রায় দেখা যায়, কুলীনের ছোট বড় বিচার নাই, কুলীন কুলজের কথা নাই, কেবল এক কথা, "আমাকে বেশী টাকা দিতে হইবে।" কেহ ২৫, কেহ ২০, কেহ ১৬, টাকা ডাক হাঁকিয়া বসিলেন, তখন কার্য্যকর্ত্তা দাতার বিপদ; আবার এই দাতা যদি কন্যার পিতা হন, তবে তাঁহার একরূপ আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়া পড়ে। একে পাত্রের দুর্ম্মূল্য, তদুপরি এই মর্য্যাদা ভার বহন করা যে কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। অথচ এই টাকা লইয়া ফেলাফেলি, রাগারাগি, মনোভঙ্গ প্রভৃতি সভ্যজনানুচিত অভিনয় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আনন্দের দিনে অ[illegible]ও নিরানন্দের ভাব আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সমাজের কুলীন কুলজগণ এই মর্য্যাদার প্রকৃত ভাব আদৌ গ্রহণ করেন না। ইহার সহিত টাকার পরিমাণগত ন্যূনাতিরেকের কোন সম্বন্ধ নাই।

যাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি যথাসাধ্য লৌকিকতা প্রদান করিলেই আগন্তুকের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে। কেবল কুলীন, কুলজ, মধ্যাল্লী প্রভৃতির অনুপাত ঠিক রাখিয়া মর্য্যাদা প্রদান করা হইতেছে কিনা, ইহাই দেখিবার বিষয়। তাহা না করিয়া লৌকিকতার টাকা অর্থোপার্জ্জনের ভাবে লইতে চাহিলে, বা তাহাতে ব্যবসায়ের ভাব দেখাইলে, অথবা অভাব পূরণের ভাব বুঝাইলে, তদ্বারা মর্য্যাদা রক্ষার পরিবর্ত্তে বরং লাঘবই ঘটিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ সমাজে এই লৌকিকতার বিধান কথঞ্চিৎ থাকিলেও তাহার পরিমাণ সম্বন্ধে কখনও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। যথাসাধ্য ২।১ টি টাকা বা এক আধ থান কাপড় প্রদান করিলেই শ্রেষ্ঠ কুলীনের সম্মান সংরক্ষিত

(১) কুলীনে পূর্ণভাবঞ্চ পাদোনং কুলজেষু চ।
মধ্যাল্যে ত্রিপাদাভাবং মর্য্যাদায়া বিধিং বিদুঃ॥

হয়। কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনগণের পক্ষে টাকার পরিমাণটি যথেষ্ট না হইলে তাঁহাদের মর্য্যাদা যে কেন রক্ষিত হয় না, তাহা বুঝা কঠিন। ত্যাগ স্বীকারে সম্মান বা মহত্ব, একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ সমাজ তাহার বিপরীত। তাই, লৌকিকতা ব্যাপারটি সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। জানি না সমাজের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশীল মহোদয়গণ দ্বারা বিবাহ বাড়ীর এই ঘৃণিত মর্য্যাদা বিভ্রাট কত দিনে তিরোহিত হইবে।

কুলীনের সমীকরণ।

১। গুহো রুদ্রশ্চ শাঞ্জিশ্চ কার্ণ্যপীতাম্বরাখ্যকৌ।
তথা শূলপাণি মিত্রঃ পঞ্চৈতে সমতাং গতাঃ।

অর্থাৎ গুহবংশে, শাঞ্জি, রুদ্র, কার্ণ্য ও পীতাম্বর গুহ এবং মিত্র বংশে শূলপাণি মিত্র এই ৫ জন তুল্য শ্রেণীর কুলীন।

২। ঈশ্বরো ঘোষকশ্চৈব ভগীরথস্তু ঘোষকঃ।
শ্রীধরো মাঘি ঘোষশ্চ কন্দর্পশ্চক্রপাণিকঃ।
তথা সৌরী জগন্নাথঃ সমাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

ঈশ্বর ঘোষ, ভগীরথ ঘোষ, সৌরি (হরি) ও জগন্নাথ ঘোষ এবং শ্রীধর কন্দর্প ও চক্রপাণি বসু, এই ৮ জন তুল্য শ্রেণীর কুলীন।

ঈশ্বর ঘোষের পুত্রই পদ্মনাভ ঘোষ বটে, সুতরাং পদ্মনাভ ঘোষের সন্তান এবং চক্রপাণি বসুর সন্তান তুল্য শ্রেণীর কুলীন হইতেছেন।

৩। আশো বিদো বিনশ্চৈব গোবিন্দ রঘুমিত্রকৌ।
এতে চ সমতাং জাতাঃ কর্ম্মানুসারতো বিদুঃ।

আশ গুহ, বিদ গুহ ও বিন গুহ এবং গোবিন্দ ও রঘুমিত্র ইঁহারা কর্ম্মানুসারে সমশ্রেণীর কুলীন ছিলেন।

৪। আভশ্চ শম্ভু ঘোষশ্চ তথৈব চ সদাশিবঃ।
ঘোষশ্চ পদ্মনাভশ্চ শ্রীকণ্ঠ ঘোষক স্তথা।
বসুকৌ সূর্য্যমার্কণ্ডৌ মহেশ্বর বসুস্তথা।
ছকড়ি ঘোষকশ্চৈব নবৈতে সমতাং গতাঃ॥

আত, শম্ভু, সদাশিব, পদ্মনাভ, শ্রীকণ্ঠ ও ছকড়ি ঘোষ এবং সূর্য্য মার্কণ্ড মহেশ্বর বসু এই নয় জন সমশ্রেণীর কুলীন ছিলেন।

আত, শম্ভু, সদাশিব ও পদ্ম এই ৪ জন ঈশ্বর ঘোষের সন্তান এবং ছকড়ি ও শ্রীকণ্ঠ ঘোষ দুই ভ্রাতা কার্য্য ঘোষের সন্তান।

৫। সদানন্দ স্তথা থাকো ব্যাসো গুহক এব চ।
তথা বৎসাভিমানশ্চ বসুবংশ সমুদ্ভবঃ।
পৃথ্বীধরো বর্দ্ধমানঃ ষড়েতে সমতাং গতাঃ॥

সদানন্দ ঘোষ এবং থাক বসু, পৃথ্বীধর বসু, বৎস বসু, বর্দ্ধমান বসু ও ব্যাস গুহ এই ছয় জন সমশ্রেণীর কুলীন ছিলেন।